NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ নো এসআইআর, নো ভোট, স্পষ্ট বার্তা শমীকের

নয় টালবাহানা, দুয়ারে রেশন মামলায় রাজ্যকে চূড়ান্ত বার্তা সুপ্রিমের ২

কলকাতা ২৪ জানুয়ারি ২০২৬ ১০ মাঘ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২২৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.01.2026, Vol.19, Issue No. 224, 8 Pages, Price 3.00

ভোটমুখী দক্ষিণেও মোদীর গ্যারান্টি

তিরুঅনন্তপুরম, ২৩ জানুয়ারি: ভোটমুখী কেরল ও তামিলনাড়ুতে শুক্রবার একসঙ্গে নির্বাচনী প্রচার সারলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন কেরলের জনসভায় বিরোধীদের তোপ দাগার পাশাপাশি এদিন একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধনও করেন।

এরই পাশাপাশি সিপিএম ও কংগ্রেসকে তুলোধনা করে কেরলবাসীকে রাজ্যে পদ্মকে সুযোগ দিতে আর্জি জানান মোদি। পাশাপাশি নতুন একগুচ্ছ ট্রেনেরও উদ্বোধন করেন তিনি। কেরলের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের প্রচেষ্টার বিষয়ে জনগণ অবগত, একথাও মনে করিয়ে দেন তিনি।

শুক্রবার তিরুঅনন্তপুরম পুরসভায় বিজেপির জয়ের উৎসব পালনে হাজির হয়ে মোদী বলেন, গুজরাতের আমদাবাদের মতোই তিরুঅনন্তপুরম থেকেই শুরু হবে বিজেপির জয়যাত্রা। অন্যদিকে, তামিলনাড়ুতে এসে মোদী মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের পরিবারতন্ত্রকে নিশানা করেন। এখানে তিনি বলেন, ডিএমকে সরকারের গণতন্ত্রের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। এই সরকার কেবলমাত্র একটি পরিবারের উন্নতিতে কাজ করে। ডিএমকে সরকারের কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই। মানুষ চাইছেন, ২০২৬ সালে এখানে ডিএমকে বিদায় নিক, এবং এনডিএ ক্ষমতায় আসুক।

তামিলনাড়ুকে স্ট্যালিন পরিবারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। বলেন, এই সরকার মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। দুবার রাজ্যের মানুষ তাদের উপর আস্থা রাখলেও তারা ভোটারদের বিশ্বাসভঙ্গ করেছে। প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রক্ষা করেনি। তাই মানুষ এখন সিএমসি সরকারের হাত থেকে পরিত্রাণ খুঁজছে। সিএমসি-র ব্যাখ্যা করে মোদী বলেন, কোরাপশন, মাফিয়া ও ক্রাইম। মোদী তিনি বলেন, কেরলে যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসে তো সবরীমালা সোনা চুরি কাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে এবং দোষীরা জেলে যাবে। এটা আপনাদের কাছে মোদীর গ্যারান্টি।

দীনবন্ধু অ্যান্ড্রুজ কলেজে সরস্বতী পুজোয় মুঠোফোনে সেলফি। ছবি: অদিতি সাহা

মামলার হাল বুঝতেই ইডির ডিরেক্টরের উচ্চপর্যায় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েকদিন আগেই কয়লা পাচার মামলায় আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি এবং আইপ্যাকের অফিসে ইডির অভিযান নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি। যার জল ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। এর মধ্যেই কলকাতায় এসে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সারলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের ডিরেক্টর রাহুল নবীন। যেখানে বালি, কয়লা পাচার, এসএসসির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইডির সিনিয়ার আধিকারিক এবং শীর্ষ আধিকারিকদের তাঁর আলোচনা হয়েছে বলে খবর। শুধু তাই নয়, মামলাগুলির গতিপ্রকৃতি কি অবস্থায় রয়েছে তা নিয়েও বৈঠক হয়েছে বলে খবর।

বৃহস্পতিবারই শহরে চলে এসেছিলেন ইডির ডিরেক্টর। শুক্রবার সকালে তিনি সিজিও কমপ্লেক্সে সংস্থার দপ্তরে যান। তাঁর

সঙ্গে বৈঠকের জন্য ইডি আধিকারিকদের বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত দপ্তরেই থাকতে বলা হয়েছিল। সূত্রের খবর, কলকাতায় যে সমস্ত 'হাই প্রোফাইল' মামলা ইডির তদন্তের আওতায় রয়েছে, তা নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবেন রাহুল। কোন মামলার কী অবস্থা, তদন্ত কত দূর এগিয়েছে, তার রিপোর্ট ডিরেক্টরের জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে, কী ভাবে তদন্ত এগোবে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ রাহুল দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে।

সম্প্রতি তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের দপ্তরে এবং আইপ্যাক কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান ঘিরে ইডির সঙ্গে রাজ্যের সংঘাত হয়েছে। বেআইনি কয়লা পাচার মামলায় সেই তল্লাশি চলাকালীন প্রথমে প্রতীকের বাড়ি এবং পরে আইপ্যাক দপ্তরে ঢুকে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কিছু নথি নিয়ে বেরিয়ে আসেন এবং দাবি করেন, তৃণমূলের নির্বাচনী কৌশল চুরি করেছে ইডি। তদন্তে বাধার অভিযোগ তুলে পাল্টা আদালতে যায় কেন্দ্রীয় সংস্থাও। ইডির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআর-এ স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এই পরিস্থিতিতে রাহুলের কলকাতা সফরকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

হত মাও বঙ্গ ব্রিগেডের সদস্য

রাঁচি, ২৩ জানুয়ারি: ঝড়খণ্ডের জঙ্গলে টানা ৩৬ ঘণ্টা ধরে চলা অভিযানে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২১ জন মাওবাদীর। গত বৃহস্পতিবার সারেন্ডার জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর অভিযানে মৃত্যু হয়েছিল ১৫ জনের। শুক্রবার এখানে আরও ৬ মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। এই নিহতদের মধ্যে ১১ জনের পরিচয় মিললেও বৃহস্পতিবার বেশি রাত পর্যন্ত বাকি চারজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। তবে রাত বারোটার পরে বাকি চারজনের মধ্যে একজনের মৃতদেহ শনাক্ত হয়। তাঁর নাম সমীর সরেন ওরফে সুরেন্দ্রনাথ সোরেন। তার বাড়ি দক্ষিণ বাঁকুড়ার বারিকুল থানার ইন্দকুড়িতে। ২০১০ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত সমীর সিপিআই (মাওবাদী)-র তৎকালীন রাজ্য কমিটির সদস্য অর্ণব দাম ওরফে বিক্রমের তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন। তাঁর মাথার দাম মোট ৫ লাখ টাকা।

নেতাজি বেঁচে থাকলে তাঁকেও কি শুনানিতে ডাকা হত: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তীর মঞ্চ থেকেও এসআইআর প্রসঙ্গে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মতলায় রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, নেতাজি বেঁচে থাকলে তাকেও কি এসআইআরের শুনানিতে ডাকা হত? ইতিমধ্যেই নেতাজির পরিবারের সদস্য চন্দ্রকুমার বসু শুনানির নোটিস পেয়েছেন, সেই প্রসঙ্গও বক্তব্যে তুলে ধরেন তিনি।

এসআইআর ঘিরে 'আতঙ্কে' মৃত্যুর অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এখনও পর্যন্ত প্রায় একশো দশ জনের মৃত্যু হয়েছে। প্রতিদিন আতঙ্কে তিন থেকে চার জন করে আত্মঘাতী হচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, এত ঘটনার পরেও কেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলা হবে না এবং কেন কেন্দ্রীয় সরকার এর দায় নেবে না। যদিও রাজ্য সরকারের মঞ্চ থেকে বিজেপি শব্দটি উচ্চারণ করেননি তিনি, তবে বক্তব্যে ইঙ্গিত স্পষ্ট ছিল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

দেশের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা চলছে বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ভারতের ইতিহাস গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, মনীষীদের অসম্মান করা হচ্ছে, ভাষার প্রতিও অসম্মান চলছে। এই প্রসঙ্গেই নেতাজির পরিকল্পনা কমিশন গঠনের কথা

উল্লেখ করে বলেন, জেনেবুঝেই সেই প্রতিষ্ঠান তুলে দেওয়া হয়েছে, তার বদলে তৈরি হয়েছে নীতি আয়োগ। সেটি কার্যত কোনও কাজে লাগছে না বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে বিজেপি, তৃণমূলের এই অভিযোগ দীর্ঘদিনের। নেতাজি স্মরণ মঞ্চ থেকে কার্যত আবারও সেই অভিযোগেই সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশন ও বিজেপিকে একযোগে বিঁধে তিনি প্রশ্ন তুললেন, 'এবার কি কে কার সঙ্গে প্রেম করবে সেটাও ওরা ঠিক করে দেবে? বাচ্চা জন্মানোর আগেও ওদের অনুমতি নিতে হবে!'

২৩ জানুয়ারিকে এখনও জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা না করার প্রশ্নও তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, নেতাজির জন্মদিনকে জাতীয় ছুটির মর্যাদা দেওয়া হয়নি, এমনকি তাঁর মৃত্যুর রহস্যও আজ পর্যন্ত অজানা থেকে গিয়েছে। এসআইআর-সহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মমতা বলেন, এটি কৌরবপক্ষের সঙ্গে লড়াই, মানবিকতার সঙ্গে দানবিকতার সংঘর্ষ। এই প্রসঙ্গেই নেতাজির স্লোগান উল্লেখ করে দিল্লি চলো ডাকও দেন তিনি।

এসআইআরের কারণে সাধারণ মানুষ যে যন্ত্রণার মধ্যে পড়ছেন, তার প্রতিবাদে সর্বাত্মক আন্দোলনের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, যারা আজ মানুষকে যন্ত্রণা দিচ্ছে, তাদেরও একদিন সেই যন্ত্রণা পোহাতে হবে। একই সঙ্গে জানান, তাঁর বাড়িতে থাকা এক পরিচিত তরুণীর পরিবারের সকলকেও এসআইআরের শুনানিতে ডাকা হয়েছে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে পাঠানো নোটিস প্রসঙ্গেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, এখন নাকি বাবা-মায়ের বয়সের ফারাক জানতে চাওয়া হচ্ছে, এমনকি কে কার সঙ্গে বিয়ে করবে বা প্রেম করবে, সেটাও ঠিক করে দিতে চাইছে।

অন্যদিকে, দিল্লিতে নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কলকাতার এলগিন রোডে নেতাজি ভবনে শুক্রবার সকালে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উপস্থিত ছিলেন নেতাজির ভ্রাতষ্পুত্র তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সুগত বসুও। নেতাজির জন্মজয়ন্তীর শ্রদ্ধার আবহে এসআইআর প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে এ দিনের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল রাজ্যের ময়দানে।

হিংসায় শুনানি অনির্দিষ্টকাল স্থগিত: কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর শুনানিতে হিংসা হলে এফআইআর বাধ্যতামূলক, প্রয়োজনে বন্ধ থাকবে শুনানি, কড়া নির্দেশ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের।

রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া বা এসআইআর ঘিরে বাড়তে থাকা উত্তেজনার আবহে রাজ্যের সমস্ত জেলা প্রশাসনের উদ্দেশে কড়া নির্দেশ জারি করল মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। সুপ্রিম কোর্টের ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের নির্দেশ উল্লেখ করে শুনানি ও সংশোধনী প্রক্রিয়ায় কোনও আইনশৃঙ্খলা সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে শুনানি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখারও স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, এসআইআর সংক্রান্ত শুনানি কেন্দ্র বা সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে যদি কোনও আইনশৃঙ্খলা জনিত সমস্যা তৈরি হয়, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ঘটে অথবা এসআইআর কাজে যুক্ত আধিকারিক ও কর্মীদের হুমকি কিংবা আক্রমণের ঘটনা ঘটে, তবে অবিলম্বে স্থানীয় থানায় অভিযোগ বা এফআইআর দায়ের করতে হবে। সেই অভিযোগের কপি পাঠাতে হবে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার এবং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে।চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, যদি কোনও এলাকায় হিংসা বা সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসের ঘটনা চলতে থাকে, তবে সেই এলাকার এসআইআর শুনানি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখতে হবে। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অনুমোদন পেলে তবেই পুনরায় শুনানি শুরু করা যাবে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ, এই ধরনের ঘটনায় এফআইআর দায়ের করতে দেরি হলে তা অত্যন্ত গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য নথিভুক্ত হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।

নির্দেশে জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের তরফে জারি করা গাইডলাইন এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুসারেই এই পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। সমস্ত জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর করার কথাও উল্লেখ রয়েছে।

এসআইআর ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী থেকে বিরোধী নেতৃত্ব, সব পক্ষের বক্তব্যে উত্তাপ ছড়িয়েছে। তার মধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে এই কড়া নির্দেশ জারি হওয়ায় স্পষ্ট, এসআইআর প্রক্রিয়ায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কোনও ঝুঁকি নিতে নারাজ নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য প্রশাসন।

শাসকের দাপট ভঙ্গে ভয়মুক্তির ডাক শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সরস্বতী পুজোর দিনে তিরিশটির বেশি বাগদেবী মণ্ডপে মাতৃপ্রতিমা দর্শন ও পুজোদান করলেন বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে তিনি ভোটারদের মধ্যে সাহস ও সক্রিয় অংশগ্রহণের বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন।

শুভেন্দু বলেন, 'তাদের চাওয়া শুধুই ভাতা নির্ভর ভবঘুরে বাংলার নয়। তারা চায় টাটা ফিরুক, শিল্পায়ন হোক, নারীর সুরক্ষা নিশ্চিত হোক। তারা চায় এমন ফলাফল যা প্রকৃত উন্নয়নের উদ্ভাবনাকে প্রেরণা দেবে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'কেবল একটাই কাজ করতে হবে, ভয়কে মুক্ত করা। নিজের শক্তি ধরুন, নিজের হাতে কাজ করুন। যদি ভয়কে জয় করা যায়, যদি ভয় কাটাতে পারি, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস কোথাও জয়ী হবে না। এমন মুসলিমরা ভোট দেবেন না বিজেপিকে, তারা তৃণমূলকেও দেবেন না। এটা আমি স্পষ্টভাবে বলছি।'

শুভেন্দু তার বক্তব্যে জনগণকে সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভয়কে জয় করলেই নির্বাচনী দাপটের বাধা ভেঙে ফেলা সম্ভব। রাজ্য রাজনীতিতে এই বক্তব্য নতুন আলো ফেলেছে, যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং সাহসিকতাকে ভোটারদের দায়িত্বশীল অংশগ্রহণের মূল শক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

একইদিনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী আর সরস্বতী পূজা। কিন্তু ভোটের যখন আর মাত্র কয়েকমাস বাকি তখন বাংলার রাজনীতিকরা কেউই রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেন না। একদিকে, নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে যোগ দিয়ে এসআইআর নিয়ে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, দিনভর ভবানীপুরে থেকে বার্তা দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন শুভেন্দু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'তৃণমূলের নীচুতলা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ভবানীপুরে এতক্ষণ আছি, এতেই উনি বিচলিত। ঘন ঘন পুলিশের কাছে খোঁজ নেবেন। আরও অনেকক্ষণ থাকব। সরস্বতী পূজার উদ্বোধন করব। ৩৬টা আমন্ত্রণ পেয়েছি। এটা শুনে রাখা দরকার।'

তবে তৃণমূল শুভেন্দুর এই বার্তা কোনওভাবেই চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে রাজি নয়। দলের মুখপাত্র জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, '১০ ঘণ্টা কেন, ১০ দিন বা ১০ মাস থাকুন, লাভ কিছু হবে না। ক্ষমতা থাকলে লড়ে দেখান ভবানীপুর থেকে।'

কোভিডে ব্যর্থতা, হু ছাড়ল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ২৩ জানুয়ারি: বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে আমেরিকা। ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেই ট্রাম্প হু থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেছিলেন। এক বছর পর আনুষ্ঠানিক ভাবে ওই সংস্থা থেকে বেরিয়ে গেল আমেরিকা।

ব্লুমবার্গ-এর পরিসংখ্যান অনুসারে, হু-কে সমস্ত রকমের অনুদান দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে আমেরিকার স্বাস্থ্য দপ্তর। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা হু-র দপ্তরগুলি থেকেও মার্কিন আধিকারিকদের আমেরিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আমেরিকার অভিযোগ, রাষ্ট্রসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীন হু যথাযথ ভাবে কোভিড অতিমারির মোকাবিলা করতে পারেনি। হোয়াইট হাউসের অভিযোগ, হু অন্য দেশের দ্বারা রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত এবং তার জন্য ওই সংস্থায় দীর্ঘ দিন ধরে কোনও সংস্কার হয়নি বলে দাবি করা হয়েছে।

আমেরিকার কাছ থেকে হু-র বকেয়া রয়েছে ২৬ কোটি ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৪০০ কোটি টাকা)। নিয়ম অনুযায়ী, কোনও দেশ যদি হু-র সদস্যপদ ছাড়ে, তবে এক বছর আগে তা নোটিস দিয়ে জানাতে হয়। তা ছাড়াও ছাড়ার আগে বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দিতে হয়। যদিও এমন কোনও নিয়মের কথা অবশ্য অস্বীকার করেছে আমেরিকা।

ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাইছে পাকিস্তানও

টি-২০ বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের সিদ্ধান্তকে ঘিরে দক্ষিণ এশিয়ার ক্রিকেট রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রেই নয়, কূটনীতি, নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। এর মধ্যেই পাকিস্তানের একাংশ থেকে দাবি উঠেছে, বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানেরও বিশ্বকাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করা উচিত। এই প্রস্তাব ঘিরেই প্রশ্ন উঠছে, ভারতকে চাপে ফেলতেই কি পাকিস্তান এই কৌশল নিতে চাইছে?

পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক রশিদ লতিফ প্রকাশ্যে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) বিশ্বকাপ বয়কটের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্রিকেট যে 'ইকোসিস্টেম'-এর মধ্যে চলছে, সেখানে ভারত ও আইসিসির প্রভাব অত্যধিক। লতিফের মতে, পাকিস্তান যদি বিশ্বকাপ না খেলে, তবে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ভারত, পাকিস্তান ম্যাচই হবে না, যার ফলে টুর্নামেন্টের বাণিজ্যিক ও জনপ্রিয়তার বড় অংশ ধাক্কা খাবে। তিনি মনে করেন, এই অবস্থান নেওয়ার মাধ্যমে আইসিসির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানানো সম্ভব এবং বাংলাদেশকেও নৈতিক সমর্থন দেওয়া যাবে।

লতিফ আরও দাবি করেন, নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে ভারতে না যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ নিয়েছে, তা যৌক্তিক। তাঁর মতে, বাংলাদেশের দাবি না মেনে আইসিসি ভুল করেছে এবং ভবিষ্যতের প্রভাব না ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানের হাতেই এখনও ট্রাম্প কার্ডদ রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন, এর ফলে পাকিস্তানকে ভবিষ্যতে নিষেধাজ্ঞা বা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে, তবু এটাকেই তিনি সঠিক সময় বলে মনে করছেন।

তবে এই বক্তব্যের পাল্টা প্রতিক্রিয়াও কম নয়। ভারতের প্রাক্তন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার মদন লাল স্পষ্টভাবে অভিযোগ করেছেন, বাংলাদেশের এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে পাকিস্তানের প্ররোচনা রয়েছে। তাঁর মতে, বিশ্বকাপে না খেললে ভারতের কোনও বড় ক্ষতি হবে না, বরং সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশই। কারণ, বিশ্বকাপের মতো বৃহৎ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট থেকে সরে দাঁড়ানো মানে বাণিজ্যিক সুযোগ, অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক মর্যাদা, সব দিক থেকেই বড় ক্ষতি।

মদন লাল এটিকে নিছক ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্ত না বলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন। তাঁর অভিযোগ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একসঙ্গে ভারতকে বিপাকে ফেলতে চাইছে এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে হেয় করাই এর মূল লক্ষ্য। এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, বিষয়টি এখন আর শুধুমাত্র খেলাধুলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা দক্ষিণ এশিয়ার জটিল রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রতিফলন হয়ে উঠেছে।

সব মিলিয়ে, বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বয়কট এবং পাকিস্তানের সম্ভাব্য অবস্থান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এক বড় অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করেছে। একদিকে রয়েছে নিরাপত্তা ও নৈতিকতার প্রশ্ন, অন্যদিকে রয়েছে রাজনীতি ও বাণিজ্যিক স্বার্থ। পাকিস্তান আদৌ বিশ্বকাপ বয়কট করবে কি না, তা এখনও অনিশ্চিত। তবে এটুকু স্পষ্ট, এই বিতর্ক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ক্ষমতার ভারসাম্য এবং আইসিসির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে এনে দিয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৯৫৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Golam Rasul Mallick S/o. Late Mojafar Hossain Mallick, R/o. Gobindabati, Dasghara, Dhaniakhali, Hooghly-712402, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (191 Dhaniakhali Assembly, Part No. 46, Sl. No. 187, Hooghly,) আমার ও আমার পিতার সঠিক নাম Golam Rasul Mallick S/o. Mojafar Hossain Mallick-এর পরিবর্তে Rasul Mallick S/o. Mujafar Mallick লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি ও আমার পিতা Golam Rasul Mallick S/o. Mojafar Hossain Mallick & Rasul Mallick S/o. Mujafar Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি Swatantra Chattopadhyay, 23/3, B.C. Roy Path, P.O.-Shyamnagar, N.24 Pgs পিতা Tapas Chattopadhyay, মাতা Munmun Chattopadhyay, আমার Birth Certificate-এ ভুলবশতঃ আমার পিতা ও মাতার নাম Tapash Chatterjee এবং Mummun Chatterjee রেকর্ড আছে। গত ২১শে জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে Barrackpore 1st class J.M. কোর্টের এফিডেবিটে আমার পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে Tapas Chattopadhyay এবং Munmum Chattopadhyay নামে পরিচিত হল।

নাম-পদবী

আমি Avik Kumar Ganguly, পিতা-Late Ashis Ganguly, ঠিকানা-Gombhirnagar, Ghatal, West Medinipur, Pin-721212, ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট Ghatal কোর্ট West Bengal/ West Medinipur, এর Affidavit দ্বারা Avik Ganguly নামে পরিচিত হলাম Affidavit No- 130, Dated- 19-01-2026, Avik Kumar Ganguly ও Avik Ganguly একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, **Mafura Tarafder**, w/o Nijam Tarafder, residing at Vill- Ghoragachha, PO- Ghoragachha, PS-Kalyani, Dist. Nadia, Pin -741245, WB, do hereby declare that my name has been recorded as **Safura Tarafder** & my Husband's name has been recorded as **Nijammel Tarafder** in the Voter List of the year of 2002. On 28/07/2025 vide affidavit no. 02 before the Court of 1st Class Judicial Magistrate, Kalyani, Nadia, I affirm that **Mafura Tarafder** & **Safura Tarafder** is the same & one identical lady and **Nijam Tarafder** & **Nijammel Tarafder** is the same & one identical Person i.e. my Husband.

AFFIDAVIT

I, **Sumita Kamila Bhunia** W/O Goutam Bhunia permanently residing at Vill.- Purusottampur, P.O.- Manasadwip 2nd Portion, P.S.- Gangasagar Coastal, Dist.- South 24 Parganas do hereby declare vide affidavit in the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kakdwip, South 24 Parganas dated 12.11.2025 that my actual name is Sumita Kamila Bhunia which is recorded in my Aadhar, Voter and PAN Cards but in my Son Subhodeep Bhunia's Birth Certificate being Regd. No. 2831 dated 08/09/2015, my name has been mistakenly recorded as Sumita Bhunia Kamila. The purpose of this affidavit is to rectify the record. Sumita Kamila Bhunia and Sumita Bhunia Kamila is the same and one identical person.

নাম-পদবী

গত ২২/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৩৫৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Luku Kshetrapal S/o. Parvati Khetrapal @ Parbati Kshetrapal R/o. Gobindabati Meyer Pukurpar, Dasghara, Dhaniakhali, Hooghly-712402, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Shital Khetrapal) আধার কার্ড (xxxx xxxx 1852), ভোটার কার্ড (YPW1826569) ও আমার রেশন কার্ডে (SPHH 0016785507) আমার সঠিক নাম Luku Kshetrapal-এর পরিবর্তে Biswanath Khetrapal লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Luku Kshetrapal ও Biswanath Khetrapal S/o. Parvati Khetrapal @ Parbati Kshetrapal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, Nasiruddin Molla, S/o Joynal Molla, residing at Bankurdaha, Kantapukur, Bagnan, Howrah-711303 West Bengal, India, do hereby declare that my actual name is Nasiruddin Molla. That in my Voter ID Card being no. NCL1165588 wherein my name and my father name wrongly recorded as Taju Molla, S/o Joynal Abedin Molla in place of Nasiruddin Molla, S/o Joynal Molla. That Nasiruddin Molla, S/o Joynal Molla and Taju Molla, S/o Joynal Abedin Molla is one and same identical person vide affidavit no. 1374, dt. 15.01.2026 sworn before the Ld. 1st Class Magistrate, Kolkata.

AFFIDAVIT

আমি সেখ আয়ুব আলি, পিতা সেখ আরসেদ আলি নিবাস গ্রাম +পোষ্ট -পিছলদহ, থানা- শ্যামপুর, হাওড়া আদালতের এফিডেভিট (নং -D/1541, dated 23/12/2025) দ্বারা স্বীকৃত হয়ে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, সেখ আয়ুব আলি পিতা সেখ আরসেদ আলি ও সেখ জাবেদ আলি পিতা আরসেদ সেখ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ২১/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ১৯৫৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Shaikh Nargis D/o. Sekh Sahaalam, R/o. Gobindabati, Dasghara, Dhaniakhali, Hooghly-712402, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 974, dated 10/05/2005) আমার ও আমার পিতার সঠিক নাম Shaikh Nargis D/o. Sekh Sahaalam-এর পরিবর্তে Sultana Nargis D/o. Sk Saha Alam এবং আমার পিতার আধার কার্ড (xxxx xxxx 1571) ও ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে (191 Dhaniakhali Assembly, Part No. 46, Sl. No. 238, Hooghly,) আমার পিতার সঠিক নাম Sekh Sahaalam-এর পরিবর্তে Shahalam Shaikh লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি ও আমার পিতা Shaikh Nargis D/o. Sekh Sahaalam & Sultana Nargis D/o. Sk Saha Alam @ Shahalam Shaikh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৪ শে জানুয়ারি, ১০ ই মাঘ, শনি বার, ষষ্ঠী তিথি। জন্মে মীন রাশি, অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শিপ্রা মিত্র** স্বামী সমীর কুমার মিত্র, ও পিতা ৺বনবিহারী দত্ত, সাকিম ২০/এ বাগুইআটি দ্বিতীয় গলি, দমদম, উত্তর ২৪পরগনা-৭০০০২৮ মহাশয়া বিগত ইং ০৯/০৪/২০১৯ তারিখে সম্পাদিত ও ১০/০৪/২০১৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00206/2019 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে **(রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস** পিতা ৺মানিক চন্দ্র বিশ্বাস, সাকিম চাঁপাহাটি কলোনী, সিমলাগড়, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি বিগত ইং ০৯/০৭/২০১৯ তারিখে এ.ডি. এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-02276/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সোনালী হালদার,** স্বামী মন্টু হালদার, সাকিম কোনাইপারা চাঁপাহাটি, সিমলাগড়, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৫ মহাশয়াকে ৩৬ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** – জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা বৈঁচী, জে.এল. নং ২০, আর.এস. ১১৫২৭ তথা হাল এল. আর ১১৮৪৬ নং দাগে, ১)হাল এল. আর ৫০৩৫ কৃঃ নং খতিয়ান হইতে শালি জমি ষোল আনায় ১০৮ শতক তন্মধ্যে ০.২২২২ অংশে ২৪ শতক সম্পত্তি ও ২)হাল এল. আর ১৬৩৭ কৃঃ নং খতিয়ান হইতে শালি জমি ষোল আনায় ১০৮ শতক তন্মধ্যে ০.১১১১ অংশে ১২ শতক সম্পত্তি, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে ৩৬ শতক অত্র বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে।এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সোনালী হালদার,** স্বামী মন্টু হালদার, মহাশয়া তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। **ইতি-রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (আমমোক্তার)**

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত নোয়াপাড়া থানায় সংগ্রহশালা উন্নত করা হবে: মুরলীধর শর্মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ৮/১০ ফুটের একটা ছোট্ট ঘর। নোয়াপাড়া থানার সেই ঘরেই কয়েকঘণ্টা বন্দি ছিলেন মহান দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। প্রতি বছর ২৩ জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিনে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত কক্ষটিকে সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়। যেই ঘরে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল। সেই ঘরে সংগ্রহশালার আকারে নেতাজি স্মৃতি গ্রন্থাগার তৈরি করা হয়েছে। শুক্রবার নেতাজির ১২৯ তম জন্মদিবস ঘটা করেই উদযাপিত হল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনস্থ নোয়াপাড়া থানায়। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর শর্মা

বলেন, কমিশনারেটের প্রতিটি থানায় দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মদিন পালন করা হয়েছে। যদিও নোয়াপাড়া থানার সঙ্গে ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এই থানার একটি কক্ষে তাঁকে কিছুক্ষণ আটকে রেখেছিল ব্রিটিশ পুলিশ। সেই কক্ষটিকে সংগ্রহশালার মতো গড়ে তোলা হয়েছে। আগামীদিনে ওই সংগ্রহশালা আরও উন্নত করা হবে। ইতিহাস বলছে, ১৯৩১ সালের ১১ অক্টোবর বিকেলে জগদ্দলের গোলঘর পার্কে বঙ্গীয় চটকল শ্রমিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন নেতাজি। সেদিন তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ শ্যামনগর চৌরঙ্গী কালীবাড়ি মোড় থেকে নেতাজিকে আটক করে। তারপর তাঁকে কয়েকঘণ্টা নোয়াপাড়া থানায় বন্দি রাখা হয়েছিল। প্রশাসনের তরফে নেতাজির স্মৃতি বিজড়িত কক্ষটিকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। নেতাজিকে স্মরণে রেখে প্রতি বছর তাঁর জন্মদিন নোয়াপাড়া থানায় উদযাপিত হয়।

দেশনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী ও পরাক্রম দিবসে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বাড়ি থেকে নেতাজী ভবন পর্যন্ত শোভাযাত্রাতে অংশগ্রহণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রস্টারের ভুলেই সংরক্ষণ হয়নি, অস্থি, প্রতিবন্ধী পদ শূন্য থাকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ অপেক্ষার শেষে এসএসসি-র প্রকাশিত একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের মেধাতালিকা ঘিরে নতুন বিতর্ক। ১২,৪৪৫টি শূন্যপদের তালিকায় সাধারণ শ্রেণির অস্থি, প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত ১০৩টি আসনে একজন প্রার্থীর নামও না থাকায় প্রশ্ন উঠেছে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে। ৩৫টি বিষয়ের বিপুল সংখ্যক পদের মধ্যে এই ১০৩টি আসন কার্যত শূন্য থাকায় ক্ষোভে ফুঁসছেন প্রার্থীরা। বিকাশ ভবন সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ভুল রস্টারের কারণেই সাধারণ ক্যাটিগরির অস্থি, প্রতিবন্ধীদের ১ শতাংশ সংরক্ষণ কার্যকর করা যায়নি। ১০০ পয়েন্ট রস্টারে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট শুধু তফসিলি জাতিভুক্ত অস্থি, প্রতিবন্ধীদের জন্য বরাদ্দ থাকায় দ্বৈত সংরক্ষণ সম্ভব হয়নি বলেই ব্যাখ্যা। এদিকে নতুন ও চাকরিহারা প্রার্থীদের মধ্যেও অসন্তোষ চরমে। এক পক্ষের অভিযোগ, যোগ্য হয়েও ওয়েটিং লিস্টে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে নতুনদের প্রশ্ন, রাতে এক তালিকা, সকালে আরেক; সঠিক প্যানেল কবে? এসএসসি-র নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘিরে অনিশ্চয়তা ও ক্ষোভ আরও ঘনীভূত হচ্ছে।

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হচ্ছে পাবলিক রিলেশন এজেন্সি দ্য ড্রিমার্স। বসন্ত পঞ্চমীতে সারা বিশ্বের বাঙালিরাই মেতেছে বিদ্যার দেবী স্বরস্বতীর আরাধনায়। ভবানীপুরের শতবর্ষ পেরিয়ে আসা মিত্র ইন্সটিটিউশনের প্রাক্তনী ও দ্য ড্রিমার্সের কর্ণধার সুদীপ্ত চন্দ্রর বাড়িতেও সাড়ম্বরে হল বাগদেবীর বন্দনা। প্রতিমা গড়েছেন কুমোরটুলির মহিলা মৃৎশিল্পী চায়না পাল।

উত্তর কলকাতা বিডন রো, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা আরণ্যক-এর সরস্বতী পুজো।

নো এসআইআর, নো ভোট, স্পষ্ট বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতিতে সংঘাত ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। শাসকদলের অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে। এই আবহে পাল্টা কড়া বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা; নো এসআইআর, নো ভোট।

শমীকের বক্তব্য, এসআইআর প্রক্রিয়া স্বচ্ছভাবে এবং শতভাগ সম্পূর্ণ না হলে বাংলায় নির্বাচন হওয়া উচিত নয়। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে কিছু বিএলও-কে দিয়ে এমন তথ্য আপলোড করানো হচ্ছে, যার ফলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রবীণ নাগরিককে অকারণে শুনানিতে হাজিরা দিতে হচ্ছে। এতে নির্বাচন কমিশনকে ঘিরে মানুষের মনে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি। যদিও শমীকের কথায়, দেশের স্বার্থে সাধারণ মানুষ নিজেরাই লাইনে দাঁড়াচ্ছেন।তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করে বিজেপি রাজ্য সভাপতির অভিযোগ, ভুয়ো ও মৃত ভোটারের নাম বাদ পড়লে ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কাতেই শাসকদল এসআইআর প্রক্রিয়া বানচালের চেষ্টা করছে। হুমকি ও চাপ সৃষ্টি করে গোটা ব্যবস্থাকে ভেস্তে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে বলেও অভিযোগ তাঁর। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের কাছে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান শমীক।

আর নয় টালবাহানা, দুয়ারে রেশন মামলায় রাজ্যকে চূড়ান্ত বার্তা সুপ্রিমের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুয়ারে রেশন প্রকল্প ঘিরে চলা আইনি টানাপড়েনে এবার স্পষ্ট অবস্থান নিল সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য সরকারকে আর কোনও অতিরিক্ত সময় বা মুলতুবি দেওয়া হবে না; সাফ জানিয়ে দিল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি হবে। শুনানির সময় রাজ্যের তরফে জানানো হয়, বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিব্বল অন্য আদালতে ব্যস্ত থাকায় আরও দু'সপ্তাহ সময় প্রয়োজন। সেই আবেদন কার্যত খারিজ করে আদালতের মন্তব্য, এই ভাবেই আপনারা দীর্ঘদিন সময় চাইছেন। এবার শেষ। কেন্দ্রের আইনজীবী অভিযোগ করেন, মামলা পিছিয়ে দিয়ে রাজ্য সুকৌশলে প্রকল্প চালু রাখতে চাইছে। তাঁর দাবি, মাত্র কয়েক মিনিটের শুনানিতেই স্পষ্ট হবে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে কি না।

রুগ্ন হয়ে পড়া সরকার পোষিত বাগবাজারের হরনাথ হাইস্কুল নজরকাড়া উন্নয়নের সাক্ষী। মাত্র দু'বছরে যেখানে পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় পাঁচ গুণ বেড়েছে। সাড়ম্বরে যথোচিত মর্যাদায় শুক্রবার পালিত হল নেতাজির জন্মদিন ও সরস্বতী পুজো। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়িকা ও রাজ্যের মন্ত্রী ড শশী পাঁজা, কাউন্সিলর বাপি ঘোষ, সমাজসেবী সঞ্জীব আচার্য প্রমুখ গুণিজন। প্রধান শিক্ষক পদ্মশ্রী কাজি মাসুম আখতার জানালেন দেশভক্তি, শিক্ষার আরাধনার সঙ্গে সম্প্রীতির নজির গড়তে হরনাথ হাইস্কুলের প্রান্তিক পরিবারের পড়ুয়াদের দায়বদ্ধ করতে স্কুল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

চিরাচরিত আচারের ঊর্ধ্বে গিয়ে এবার সরস্বতী পুজোয় শিক্ষার মর্যাদা উদ্‌যাপন করল 'শৈশব ফাউন্ডেশন'। শহরের এক শিক্ষাকেন্দ্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মূল আকর্ষণ ছিল প্রান্তিক শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। মণ্ডপ সজ্জা থেকে মন্ত্রোচ্চারণ; পুরো পুজোর দায়িত্ব ছিল শিশুদের কাঁধেই। আয়োজকদের মতে, বঞ্চিত শিশুদের সৃজনশীলতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানোই ছিল মূল লক্ষ্য। যে শিশুরা একসময় কুণ্ঠিত ছিল, তাঁরাই আজ মঞ্চে দাঁড়িয়ে দেখছে আগামীর বড় স্বপ্ন। পড়াশোনাকে বোঝা নয়, বরং আনন্দের মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরেছে এই উদ্যোগ।

যাত্রী নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, শিয়ালদহ-বালিগঞ্জে ২৩ ঘণ্টা ট্রেনসেবা স্থগিত!

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: পূর্ব রেলের শিয়ালদহ বিভাগের কর্মকর্তা স্পষ্ট জানিয়েছেন, যাত্রীদের নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। এই নীতি মেনে ২৪ জানুয়ারি রাত ১০টা থেকে ২৫ জানুয়ারি রাত ৯টা পর্যন্ত শিয়ালদহ-কাঁকুরগাছি-বালিগঞ্জ খণ্ডে উভয় দিকের লাইন বন্ধ রাখা হচ্ছে। একই সঙ্গে ২৩ ঘণ্টা ধরে চলবে অত্যাবশ্যক রক্ষণাবেক্ষণ, যা স্বাভাবিক ট্রেন চলাচলে বড় ধাক্কা দেবে। পূর্ব রেল জানিয়েছে, এই ব্যাহতের ফলে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় ট্রেন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। তালিকায় সেগুলি হল— বজবজ-নৈহাটি, মধ্যমগ্রাম-মাঝেরহাট, ক্যানিং-বারাসাত, নৈহাটি-মাঝেরহাট, মাঝেরহাট-রানাঘাট, বজবজ-শিয়ালদহ, মাঝেরহাট-হাসনাবাদ। যাত্রীদের অসুবিধা কমাতে কয়েকটি ট্রেনের পথ পরিবর্তনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

লঞ্চ হল ওপ্পোর রেনো'র ১৫ সিরিজ

কলকাতা: ওপ্পো ইন্ডিয়া আজ তার প্রিমিয়াম রেনো ১৫ সিরিজ চালু করেছে, যাতে তিনটি ভেরিয়েন্ট রয়েছে;রেনো ১৫ প্রো, রেনো ১৫ প্রো মিনি এবং রেনো ১৫। তরুণ ভ্রমণকারী এবং ফটোগ্রাফি উৎসাহীদের জন্য তৈরি এই সিরিজটি উন্নত ক্যামেরা সিস্টেম, বুদ্ধিমান এআই এবং নির্ভুলভাবে ডিজাইন করা কাঠামোর এক চমৎকার মিশ্রণ। প্রাকৃতিক উপাদান থেকে অনুপ্রাণিত রঙের ফিনিশ এবং প্রথম ধরনের ফিউশন টেকনোলজি সহ, রেনো ১৫ সিরিজ একটি কমপ্যাক্ট, আর্গোনোমিক ফর্ম ফ্যাক্টরকে মজবুত বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে একত্রিত করেছে। রেনো ১৫ প্রো এবং রেনো ১৫ প্রো মিনি একটি ২০০ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরার মাধ্যমে ফটোগ্রাফিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে।

বেহালার যদু কলোনির দক্ষিণপল্লি নবারুণ সংঘে মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে এক অনুষ্ঠান আয়োজিত হল।

জগদ্দলের মেঘনা মোড় থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দলের মেঘনা মোড় সন্নিহিত ১৮ নম্বর গলি থেকে শুক্রবার যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। নোয়াপাড়া থানার গারুলিয়ার পানিট্যাঙ্ক এলাকার বাসিন্দা মৃত যুবকের নাম মহম্মদ ইসতাক ওরফে বাবলু। সূত্র বলছে, মৃত যুবকের নিয়মিত ওই এলাকায় যাতায়াত ছিল। অভিযোগ উঠেছে, গারুলিয়ার বাসিন্দা ইসতাককে মেঘনা মোড়ের ১৮ নম্বর গলিতে পিটিয়ে মারা হয়েছে। যদিও স্থানীয়রা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। সূত্র বলছে, চুপিসারে ওই যুবককে এদিন বেলায় ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। যদিও চিকিৎসকরা ওই যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেছে। এমনকী ১৮ নম্বর গলির মুখে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই যুবকের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

গারুলিয়ার বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা কুন্দন সিং বলেন, তাঁর বাড়ি থেকে মৃত যুবকের বাড়ি মাত্র ২৫০ মিটার। তিন-চারদিন আগে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর দাবি, ছেলেটি একটু মানসিক বিকারগ্রস্ত। তা বলে কি ওকে পিটিয়ে মারা হবে, এটা ঠিক নয়। তিনি বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করা উচিত। ঘটনার নেপথ্যে কারা, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

হাওড়ার প্রাচীন সরস্বতী মন্দির, শতবর্ষের ঐতিহ্যে বাঁচছে বিদ্যার দেবী

রাজীব মুখোপাধ্যায়

শতবর্ষের পথে হাওড়ার এই ছোট্ট গলি, যেখানে অবিকল আজও বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজিত হন, জানালেন মন্দিরের বর্তমান প্রজন্মের প্রতিনিধি মৌমিতা দাস। হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোড সংলগ্ন বঙ্কিম পার্কের পাশে এক নম্বর উমেশ চন্দ্র দাস লেনের সরু গলিতে এই মন্দির। ১৯২৩ সালের ২৮ জুন স্থাপিত হলেও, মূর্তির আগমন হয়েছিল ১৯১৯ সালের ২০ মার্চ জয়পুর থেকে আনা শ্বেত পাথরের সরস্বতী মূর্তির মাধ্যমে।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, হাওড়ার জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক উমেশ চন্দ্র দাস রাজস্থানের জয়পুর থেকে মূর্তি আনার পর বাড়িতেই পুজোর আয়োজন শুরু করেছিলেন। আমাদের পরিবারে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে উমেশচন্দ্র সরস্বতীর আরাধনার চিন্তা করেছিলেন, উল্লেখ করেছেন প্রপৌত্র সত্যেন্দু শেখর দাস। বারাসাতের মূল বাড়ি থেকে হুগলির বাঁশবেড়িয়ায় আসা উমেশচন্দ্রের নামানুসারে আজও গলির নাম রাখা হয়েছে। চার ফুট লম্বা শ্বেতপাথরের এই মূর্তি হাঁসের উপর স্থিত, বাঁ হাতে বীণা। বিশেষ দিনে, বিশেষ করে সরস্বতী পুজোর সময়, মন্দির সাজানো হয় ফুল, মালা ও আলোর মাধ্যমে। শতাধিক মানুষ মিলে আগের দিন থেকেই মন্দির পূজার আয়োজন সম্পন্ন করেন। প্রসাদ হিসেবে মাটির ১০৮ খুঁড়িতে বড় বাতাসা, ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়, যা বর্তমানে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রণেশ চন্দ্র দাস ও তাঁর নাতি সোমেশ নিশ্চিত করেন, জাঁকজমক এবং আড়ম্বরে কোনও ঘাটতি রাখা হয় না। পুজো চলবে পূর্ব প্রজন্মের রীতি মেনে। বছরের প্রতিদিনই সরস্বতী আরাধনা হয়, যা মধ্য হাওড়ার সামাজিক জীবনে বিরল। তবু মন্দিরের এই ঐতিহ্যজনিত সৌন্দর্য ও বিদ্যাপ্রেমী আয়োজন অধিকাংশ হাওড়াবাসীর কাছে অজানা। এখানেই প্রতিফলিত হয় এক শতাধীর শিক্ষা, ভক্তি ও পরিবারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা; বিদ্যার দেবীকে জীবন্ত রেখে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১০ মাঘ ১৪৩২ শনিবার

উল্টোডাঙায় বেপরোয়া গতির জেরে দুর্ঘটনা, গুরুতর জখম ১, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, উল্টোডাঙা: সরস্বতী পুজোর সকালে আনন্দের মধ্যে নেমে আসে আতঙ্ক। কাঁকুড়গাছি থেকে উল্টোডাঙার দিকে চলা একটি প্রাইভেট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতে ঢুকে পড়ে। প্রথমে একটি স্কুটিতে ধাক্কা দেয়, পরে এক পথচারী ও একটি অস্থায়ী দোকানেও ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় তিনজন আহত হন; তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর। আহত ব্যক্তিকে দ্রুত আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, গাড়িটির গতি অত্যাধিক ছিল। হঠাৎ গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারালো, ফুটপাতে উঠে লোকজনকে ধাক্কা মারল, বলেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং চালককে আটক করা হয়েছে। জানা গেছে, গাড়িটিতে তিনজন ছিলেন।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৯ টা বেজে ৪৫ মিনিট নাগাদ কাঁকুড়গাছির দিক থেকে উল্টোডাঙার দিকে যাচ্ছিল ঘাতক গাড়িটি। হাডকোর কাছে আচমকা দুর্ঘটনা ঘটে। দ্রতগতিতে আসা গাড়িটি প্রথমেই ধাক্কা দেয় এক পথচারীকে। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু থামেনি গাড়িটি। এরপর আরেকটু এগিয়ে একটি গাছে ধাক্কা দেয়। তারপর ধাক্কা দেয় এক বাইকে। ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান আরোহী। আরেকটু এগিয়ে সামনে একটি স্কুটিতে বসে ছিলেন এক যুবক। ফোনে কথা বলছিলেন তিনি। তাঁকেও ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে পড়ে গাড়িটি। ভেঙে যায় সামনের কাচ।

প্রশাসন জানিয়েছে, দুর্ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করা হবে। স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলছেন, সরস্বতী পুজোর উৎসবের সকালে কেন এই বেপরোয়া গতির ঘটনা ঘটল। দুর্ঘটনার কারণে এলাকায় এক ঝটকা ছড়িয়েছে। পুলিশ ঘটনার প্রকৃত কারণ উদঘাটনে তৎপর।

পড়শি ব্যবসায়ী ও পথচারীদের উদ্বেগ, উৎসবের আনন্দে এমন দুর্ঘটনা সকলকে আতঙ্কিত করেছে। সরস্বতী পুজোর আনন্দের দিনেই দুর্ঘটনার মর্মান্তিক চিত্র স্থানীয়দের মনে দাগ কাটল।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত পরাক্রম দিবসের অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী ডোনা গাঙ্গুলির নৃত্য পরিবেশনা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। আয়োজনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকার।

নেতাজির জন্মদিনে ঐক্যের ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরাক্রম দিবস উপলক্ষে দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণে সরব হলেন দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলাতেই বার্তা দিয়ে নেতাজির সাহস ও দেশনিষ্ঠার কথা তুলে ধরেন। তাঁর কথায়, অদম্য মনোবল ও অটল সংকল্পের শক্তিতেই তিনি জাতিকে পথ দেখিয়েছেন; তাঁর আদর্শ আজও শক্তিশালী ভারতের প্রেরণা। কলকাতার নেতাজি ভবনে ২০২১ সালের সফরের স্মৃতিও ভাগ করে নেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজিকে বর্ণনা করেন সর্বজনীন চেতনার প্রতীক হিসেবে।

এখনও হাজিরা দেয়নি ৩ লক্ষ ভোটার, শীর্ষে এসআইআর-সঙ্কট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ নিবিড় ভোটার সংশোধন (এসআইআর) শুনানিতে হাজিরা দিতে ব্যর্থ হয়েছেন প্রায় ৩ লক্ষ 'নো-ম্যাপিং' ভোটার। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, খসড়া তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ৩১ লাখ ৬৮ হাজারেরও বেশি ভোটার ২০০২ সালের শেষ এসআইআরের সঙ্গে লিঙ্ক দেখাতে পারেননি। তাঁদের প্রত্যেককে প্রথম পর্যায়ের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল। তবুও ১০ শতাংশের মতো ভোটার হাজিরা দেননি। কমিশন জানিয়েছে, এসআইআর প্রক্রিয়া এখনও চলছে। যাঁরা এখনও অংশগ্রহণ করতে চান, তাঁদের জন্য সুযোগ খোলা থাকবে। না হলে নিয়ম অনুযায়ী চূড়ান্ত তালিকায় তাঁদের নাম বাদ যাবে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি শুনানির শেষ দিন, এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা রয়েছে। তবে শর্ত মতো সময়সীমা বাড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

এছাড়া, তথ্যগত অসঙ্গতি থাকা ভোটারদের তালিকাও প্রকাশ করা হবে। গত খসড়া তালিকা থেকে ৫৮ লক্ষের বেশি নাম বাদ গেছে। শুনানিতে হাজিরা না দিলে, 'নো-ম্যাপিং' ভোটারদের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। কমিশন গ্রাম থেকে শহর, বাড়ি বাড়ি পৌঁছে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করছে। অনলাইনে ফর্ম পূরণের সুবিধাও চালু রয়েছে। যদি কেউ এখনও অংশ নিতে চান, আমরা সুযোগ দেব, জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এছাড়া, ভোটার তালিকায় নাম টিকিয়ে রাখতে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' চিহ্নিত ব্যক্তিদের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিল নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে কমিশন স্পষ্ট করেছে, তালিকাভুক্ত ভোটারদের ১০ দিনের মধ্যে নথি জমা দিতেই হবে। এই প্রক্রিয়া শেষ হবে ৩ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। তারপর সশরীরে শুনানিতে হাজিরা বাধ্যতামূলক। কমিশনের ভাষায়, দু'বার সুযোগ মিলবে, তার পর আর নয়।

বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও অবজার্ভারদের বৈঠকে জানিয়ে দেন, নির্ধারিত ১৩টি নথির বাইরে কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। তাঁর সতর্কবার্তা, অপ্রয়োজনীয় নথি নিলে কাজ ধীর হবে, সময় নেই। নথি মান্যতা না পেলে সরাসরি বাদ যাবে নাম; চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকেই। প্রতিদিন হাজার হাজার কাগজপত্র খতিয়ে দেখছেন মহিলা মাইক্রো অবজার্ভাররা।

উন্মুক্ত বইমেলা, পাঠকের ভিড়ে মুখর সল্টলেক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: সরস্বতী পুজোর আনন্দেই উন্মুক্ত হল ৪৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। সকাল থেকেই সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে বইপ্রেমীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। মেলার স্টলগুলো ছড়িয়ে পড়েছে বাংলা, ইংরেজি, গল্প, কাব্য ও শিশু-কিশোরদের প্রকাশনা নিয়ে। নতুন বই হাতে পাওয়ার আনন্দে বড়-বাচ্চা সবাই পৃষ্ঠার গন্ধে মগ্ন। পাঠকেরা বলছেন, পুজোর আনন্দের সঙ্গে নতুন বইয়ের খোঁজ মেলায় দ্বিগুণ উৎসাহ এনে দেয়। অনেক মা-বাবা ছেলেমেয়েকে নিয়ে এসেছে; কেউ ইংরেজি প্রকাশনা খুঁজছেন, কেউ প্রিয় লেখকের বাংলা বই। স্টলগুলো এখনও শেষ মুহূর্তের গোছানোয় ব্যস্ত, তবু মানুষের আগ্রহ কমছে না। উদ্বোধনী দিনের এই উন্মুক্ত মেলা যেন সরাসরি সংস্কৃতির ছোঁয়া পাঠকের সঙ্গে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বইপ্রেমীরা দেখেছেন, প্রতিটি স্টল যেন নতুন ধারণা ও শিক্ষার ঝর্ণা।

হালকা শীতের আমেজ দক্ষিণে, পারদ নামল ১৪ ডিগ্রিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জাঁকিয়ে শীতের আমেজ উধাও, সরস্বতী পুজোর দিন বজায় থাকল হালকা ঠান্ডার আমেজ। শুক্রবারও একই অবস্থা। সেই আবহেই আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাল, আপাতত রাজ্যের কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার তাপমাত্রা নেমেছে ১৪ ডিগ্রির ঘরে। বৃহস্পতিবারের থেকে এক ডিগ্রিরও বেশি নেমেছে পারদ। পশ্চিমের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছে ১১ থেকে ১৪ ডিগ্রির আশপাশে। কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় রাতেও এই আমেজ জারি থাকবে বলেই হাওয়া অফিস সূত্রে খবর। যদিও, জাঁকিয়ে শীত উধাও সরস্বতী পুজোর দিনও। অনুভূত মৃদু ঠান্ডা। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ; সর্বত্র তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। অর্থাৎ, কোথাও জাঁকিয়ে শীত পড়বে না। তবে প্রায় সব জেলাতেই কুয়াশার দাপট চলবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যেতে পারে। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার দাপট চলবে সোমবার পর্যন্ত। রাজ্যজুড়ে তাপমাত্রার গ্রাফে বড়সড় ওঠানামার ইঙ্গিত নেই। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, আগামী কয়েকদিন শুষ্ক পরিবেশই বজায় থাকবে, বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। সরস্বতী পুজোর আবহে কনকনে ঠান্ডার বদলে উষ্ণতা কিছুটা বেশি ছিল।

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা নেমে যেতে পারে ২০০ মিটারের কাছাকাছি। উত্তরবঙ্গেও সোমবার পর্যন্ত কুয়াশার প্রভাব স্পষ্ট। শনিবার জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে সকাল শুরু হবে ধোঁয়াশায়। আবহবিদদের বক্তব্য, সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নেই। দক্ষিণবঙ্গে শীতের ধার কিছুটা নরম হলেও উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় শীত দীর্ঘায়িত হওয়ার ইঙ্গিত মিলছে। দার্জিলিংয়ে এখনও কড়া শীতের দাপট, পাহাড়ে ঠান্ডা হাওয়া অব্যাহত। শীত বিদায়ের দিনক্ষণ যদিও এখনও ঘোষণা হয়নি।

সম্পাদকীয়

সীমান্তে ফেন্সিং নিয়ে রাজ্যের এই উদাসীনতার নেপথ্যে কী?

এখনও পর্যন্ত দেশের মোট ৪০৯৬.৭০ কিমি সীমান্ত উন্মুক্ত, সেখানে কোনও ফেন্সিং নেই। তথ্য বলছে, এর সিংহভাগই বাংলার মধ্যে পড়ছে। উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে রয়েছে বাংলাদেশ সীমান্ত। ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে ফেন্সিং বা কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার দাবিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। অভিযোগ, জমি অধিগ্রহণে রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণেই থমকে রয়েছে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর কাজ। সীমান্তে ফেন্সিং দিতে গেলে জমি অধিগ্রহণ অপরিহার্য। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হলেও তা পড়ে রয়েছে। কারণ, জমি নেই। আর রাজ্যের অনুমতি ছাড়া জমি অধিগ্রহণ করাও সম্ভব নয়। কিন্তু বারংবার বলা সত্ত্বেও এর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতিই দিচ্ছে না রাজ্য প্রশাসন। এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে রাজ্যের কাছে একাধিকবার বলা হলেও নবান্নের ঘুম ভাঙেনি।রাজ্যের যুক্তি, এসআইআর প্রক্রিয়া চলার কারণে পর্যাপ্ত কর্মী দেওয়া সম্ভব নয়। কেন্দ্রের তরফে এই নিয়ে একাধিক অভিযোগ করা হলেও নির্বিকার রাজ্য প্রশাসন। কেন্দ্র বলছে, এটা কেবল বেআইনি অনুপ্রবেশের বিষয় নয়, ক্রস বর্ডার টেররিজমের সঙ্গেও সরাসরি জড়িত। ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে এই সংক্রান্ত একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছিল। এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হয়েছে। ফেন্সিং না থাকার কারণে বিপুল সংখ্যায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ঘটছে। বিষয়টি জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষেও বিপজ্জনক। এছাড়া ওই এলাকাগুলি দিয়েই দীর্ঘদিন ধরে সোনা, গরু, মোষ এবং বিপুল অঙ্কের টাকা পাচার হয় তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে এই সব সীমান্ত থেকে একাধিক বার বিপুল পরিমাণ পাচারের সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, রাজ্যের এই উদাসীনতার কারণ কী, শুধুই কি ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি, নাকি অন্য কিছু?

শব্দছক ৫২

রবি দাস

১		■	২		৩		■
	■	৪		■		■	৫
৬	৭			■	৮	৯	
১০		■	■	১১			■
■	১২	১৩		■	■	১৪	১৫
১৬			■	১৭	১৮		
	■		■	১৯		■	
■	২০				■	২১	

পাশাপাশি: ১. লাউ ২. স্নেহপূর্ণ ৪. মাতুল ৬. মুখে মুখে গান বেঁধে গান গায় যে ৮. চালের গুঁরি বা ফল ১০. ফুষ্টি-র সহগ শব্দ ১১. কান্না ১২. সাঁওতালি নাচগানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র ১৪. জিহ্বা ১৬. জরিয়ে রাখা ১৭. গায়ে চোখ-অলা সরস ফল ১৯. লাঙল ২০. বেঁচে থেকেও প্রায় মৃত ২১. সাধু

ওপর-নিচ: ১. ঠান্ডার তীব্রতায় ব্যবহৃত ভাবশব্দ ২. মালসমেত ৩. পারিষদ ৪. মমতা ৫. স্থূলকায়া ৭. বিষ্টির পতন ৯. নজিরবিহীন ১৩. মানসিক অবস্থার ইঙ্গিত ১৫. পরিধেয় বস্ত্রের প্রান্তভাগ ১৬. শিবের কেশাবস্থা ১৭. আঘাতপ্রাপ্ত ১৮. ঘোড়ার খুরে লাগাবার লৌহফলক

সমাধান ৫১ — পাশাপাশি: ১. অভাব ৩. বিজন ৫. দক্ষিণা ৬. নীর ৮. সকাল ১০. বিহা ১২. মাচাফলন ১৪. গমপ্রহার ১৬. মারা ১৭. বিশদ ১৯. কান ২১. প্রান্তিক ২২. বনানী ২৩. লক্ষণ

ওপর-নিচ : ১. অলস ২. বদল ৩. বিনাবিচার ৪. ননী ৭. রদন ৯. কারণ ১১. হাফ ১২. সাহারা প্রাণী ১৩. লক্ষেশ ১৪. গণিকা ১৫. প্রমা ১৭. বিকল ১৮. দক্ষিণ ২০. নব

আজকের দিন

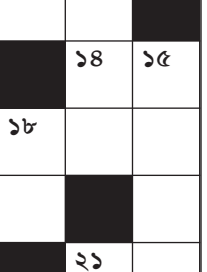

■ **১৯২৪** — রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরের নাম পরিবর্তন করে লেনিনগ্রাদ (১৯৯১ সালে আবার পরিবর্তন করা হয়)।

■ **১৯৪৩** — অ্যাডলফ হিটলার স্ট্যালিনগ্রাদে জার্মান সৈন্যদের মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই করার নির্দেশ দেন।

■ **২০২৪** — ইসরায়েল গাজার শরণার্থী শিবিরগুলিতে আক্রমণ সম্প্রসারণ করে।

জন্মদিন

১৯২৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ কর্পূরী ঠাকুরের জন্মদিন।*

১৯৪৫ *বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক সুভাষ ঘাইয়ের জন্মদিন।*

১৯৮১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রিয়া সেনের জন্মদিন।*

রিয়া সেন

সিঙ্গুরের শিল্পায়নমুখী ভোলবদল সময়ের দাবিতেই মূর্ত হয়ে উঠেছে

স্বপনকুমার মণ্ডল

২০০৬-এর ডিসেম্বরের সূচনায় টাটাকে গাড়ি শিল্প গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণের জন্য বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ায় অনিচ্ছুক গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ ক্রমে প্রতিবাদের পথে অগ্রসর হয়। সেক্ষেত্রে অচিরেই সেই কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনকে দমনের জন্য আন্দোলনকারীদের উপর নির্মম পাশবিকতা নেমে আসে। ১৮ ডিসেম্বর আন্দোলনে সামিল হওয়া কিশোরী তাপসী মালিক ধর্ষিত হয়ে রেহাই পায়নি, প্রমাণলোপাটে শিকারে জীবনদীপ নেভাতেও বাধ্য হয়। অবশ্য এই নৃশংস হত্যালীলাই অনিচ্ছুক কৃষিজীবীদের যেমন আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে, তেমনই জনসমর্থনের পরিসরকে বিস্তৃতি দান করে। সেই সমর্থন আজ কঠোর বাস্তবতায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, জেগে উঠেছে শিল্পায়নের তীব্র আকুতি।

সময় বদলে যায়, বদলে যায় মানুষের মন। সময়ের সরণিতে ইতিহাসের পালাবদল ঘটে। কৃষি বনাম শিল্পের দ্বৈরথে আজও বহমান । অথচ তার চাহিদায় আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে । বছর কুড়ি আগে এ রাজ্যে কৃষি বনাম শিল্প নিয়ে যে ভয়ঙ্কর পরিণতি তৈরি হয়েছিল, তা আজও জীবন্ত ইতিহাস । সেখানে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনে যে তীব্র প্রতিবাদের ঢেউ তুলেছিল,তা আজ আর নেই। অনিচ্ছুক কৃষকরাই আজ শিল্পায়নের পক্ষপাতী । সিঙ্গুর থেকে বিতাড়িত টাটা শিল্পগোষ্ঠীর পরিত্যক্ত অফলা জমিতেই এখন টাটাকে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন ছড়িয়ে পড়েছে । কৃষির ভিত্তিতে শিল্পের ভবিষ্যৎ দেখতে চাওয়া মানুষের মনেও শিল্পের সাঁঝবাতির রূপকথা জেগে উঠেছে । সেক্ষেত্রে সেদিনের রক্তাক্ত ইতিহাস অবিস্মরণীয় হলেও তাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন ইতিহাস প্রত্যাশা জাগিয়ে চলেছে । আসলে সরকারি উদ্যোগে শিল্পস্থাপন নিয়ে হুগলি জেলার সিঙ্গুর থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের

নন্দীগ্রামে কৃষি বনাম শিল্পের বুনিয়াদি চেতনায় যেভাবে জনমানসে তীব্র আন্দোলনের পরিসর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা ইতিপূর্বে কখনও লক্ষ করা যায়নি। বিশেষ করে যেখানে কৃষি থেকে শিল্পমুখী আধুনিক চেতনা আপনাতেই সক্রিয়তা লাভ করে, সেখানে শিল্পপ্রতিস্থাপনে সরকারি সক্রিয় উদ্যোগেও জনসমর্থন লাভে ব্যর্থ হওয়াই শুধু নয়, তা প্রতিরোধে আপ্রাণপ্রয়াস তীব্র আন্দোলনে পরিণত হয়। বিশেষ করে উন্নয়নের নামে ভিটেছাড়া করার বার্তায় আত্মসংকটের তীব্রতা শুধু জনসাধারণ্যে সরকারবিরোধী মানসিকতাকে উচ্চকিত করেনি, সেইসঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিও প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছে। তার ফলে তার পরিসর শুধুমাত্র আঞ্চলিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রাজনীতির বৃহত্তর আঙিনায় তা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পের জন্য জোর করে জনিঅধিগ্রহণের বিষয়টি সময়ান্তরে দ্রুতগতিতে সরকারে থাকার নির্ণায়ক শক্তির আধারে সক্রিয়তা লাভকরে। সেক্ষেত্রে জমি দিতে ইচ্ছুকের চেয়ে অনিচ্ছুকের পাল্লা ভারী না-হলেও বাইরের রাজনৈতিক শক্তির সক্রিয়তায় সেই আন্দোলন মুখরতায় সারারাজ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু তাই নয়, সরকারের পাশাপাশি শাসকদলের তৎপরতায় সেই আন্দোলনকে দমনপীড়নের নির্মম প্রয়াসে সেই আন্দোলন আরও গতিলাভ করে। এজন্য স্বল্পসময়ের মধ্যে সেই আন্দোলন রঙিন গণমাধ্যমের দৌলতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ থেকে সুধীজনের সংবেদনশীলতাকে সক্রিয় করে তোলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গণমাধ্যমের সরাসরি সংযোগের বিষয়টি ইতিপূর্বের আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত ছিল না। সেক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের সংবাদভাষ্য যেভাবে সরাসরি দূরদর্শনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে শুধু জনমত গড়ে তোলাই সহজসাধ্য হয়নি, সেইসঙ্গে সেই আন্দোলন নিয়ে জনমানসে অস্তিত্ব-সংকটের সোপানে পক্ষ-প্রতিপক্ষের অবস্থানজনিত পরিসরটিকেও নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। ২০০৬-এর ডিসেম্বরের সূচনায় টাটাকে গাড়ি শিল্প গড়ে তোলার জন্য জমি অধিগ্রহণের জন্য বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হওয়ায় অনিচ্ছুক গ্রামবাসীদের প্রতিরোধ ক্রমে প্রতিবাদের পথে অগ্রসর হয়। সেক্ষেত্রে অচিরেই সেই কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনকে দমনের জন্য আন্দোলনকারীদের উপর নির্মম পাশবিকতা নেমে আসে। ১৮ ডিসেম্বর আন্দোলনে সামিল হওয়া কিশোরী তাপসী মালিক ধর্ষিত হয়ে রেহাই পায়নি, প্রমাণলোপাটে শিকারে জীবনদীপ নেভাতেও বাধ্য হয়। অবশ্য এই নৃশংস হত্যালীলাই অনিচ্ছুক কৃষিজীবীদের যেমন আরও বেশি সক্রিয় করে তোলে, তেমনই জনসমর্থনের পরিসরকে বিস্তৃতি দান করে। সেই সমর্থন আজ কঠোর বাস্তবতায় নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, জেগে উঠেছে শিল্পায়নের তীব্র আকুতি।

অন্যদিকে সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষা কমিটির আন্দোলনের দৃষ্টান্তে জোর করে জমিঅধিগ্রহণের বিষয়টি জনমানসে যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছিল, তা তার অব্যবহিত পরিসরে নন্দীগ্রামের ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির পরের মাস তথা জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস টানা আন্দোলনের মধ্যেই প্রতীয়মান। ইন্দোনেশিয়ার সালিম গ্রুফের কেমিক্যাল হাবের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তথা 'সেজ'-এর মাধ্যমে সরকারিভাবে দশ হাজার একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের বার্তারই বিরুদ্ধে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির আবির্ভাব ছিল তাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জনমানসের তীব্র প্রতিবাদের ঐকতান। আর সেই প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করতে গিয়ে ২০০৭-এর ১৪ মার্চ যেভাবে চোদ্দোজন গ্রামবাসীকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়, তা শুধু সেই আন্দোলনকে রক্তাক্ত ইতিহাসে সামিল করেনি, বরং সেই আগ্নেয় অস্ত্রে ঝলসানো আলোই জনমানসে প্রতিবাদী মশাল হয়ে ওঠে। যার প্রতিফলন সমাজের প্রায় সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য তা শুধু প্রতিবাদী চেতনাতেই সীমায়িত থাকে না, তার বিপ্রতীপে জনমত গড়ে তোলার প্রয়াসও সক্রিয় হয়। সেক্ষেত্রে শাসকবিরোধী মানবিক অভিমুখে তীব্র সহানুভূতির জোয়ারে আঞ্চলিক পরিসরটি স্বল্প সময়ের মধ্যেই জনমানসের বৃহত্তর চেতনালোকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেখানে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের প্রতিবাদী জনকণ্ঠের সঙ্গে একাত্মবোধে যেভাবে সংবেদনশীল শিল্পী- সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী মানুষের জনসংযোগের আবহ রঙিন গণমাধ্যমের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে, তাতে রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার অচলায়তন অচিরেই ভেঙে যায়। সেদিক থেকে ইতিপূর্বের রাজনীতি সম্পৃক্ত আন্দোলনের সঙ্গে জমিঅধিগ্রহণজনিত আন্দোলনের প্রকৃতি আপনাতেই স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন দীর্ঘলালিত রাজনৈতিক আদর্শের প্রতিই জনবিমুখ মানসপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্নের অবকাশে মূল্যবোধের মূলে আঘাত নেমে আসায় তা থেকে বেরিয়ে আসার সদিচ্ছায় সংবেদনশীল জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। তারফলে অস্তিত্বের শিকড়ে টান লাগায় আত্মসমীক্ষার অবকাশে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের সক্রিয় পরিসরটি রাজনীতি অপেক্ষা মানবিক অভিমুখে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। সেখানে পক্ষ-প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্ব অপেক্ষা মানবিক সাপেক্ষই প্রাধান্য লাভ করায় তার রাজনৈতিক মেরুকরণ অপেক্ষা জনগণের স্বাধিকারের প্রশ্নটিই জনমানসে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সেক্ষেত্রে শাসকবিরোধী অবস্থানে শুধু বিরোধী দলই নয়, শাসকদলের আদর্শপুষ্ট সমর্থকের সরে আসার বিষয়টিও বিশেষভাবে স্মরণীয়। নন্দীগ্রামের ১৪ মার্চের গণহত্যায় বিশ্বাস ও ভালোবাসার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মাঝে যেভাবে ফাটল ধরিয়ে সেই আদর্শবোধে আঘাত হেনেছে, তাতে সিঙ্গুরের কৃষিজমি রক্ষণ আন্দোলনের অভিমুখটি মানবতা সুরক্ষার বিপ্লবের দিকে ধাবিত হয়। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক অবস্থান থেকে সংগঠিত আন্দোলনই সময়ান্তরে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে গণআন্দোলনের রূপ লাভ করে, তা শুধু অভাবিতই নয়, অভিনবও বটে। স্বাভাবিকভাবেই এরূপ আন্দোলনমুখর পরিসরে বাংলা ছোটগল্পের সাময়িক অনুবাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা ছোটগল্পের ইতিহাসে তার পরিচয় বারেবারেই ফিরে এসেছে। এখানে বরং আরও বেশি সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়। বাংলার সঙ্গে কবিতার যোগ নিবিড়, ছোটগল্পের সংযোগ তত নয় বলে একটা ধারণা অনেক দিন থেকেই সচল ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে বুদ্ধদেব বসুর প্রকট অভিমতেই তা প্রতীয়মান। শেষের জন তো তাঁর 'ছোটগল্পের কথা' প্রবন্ধে বলেই দিয়েছেন, 'বাঙলাদেশ ছোটগল্পের দেশ নয়, ইহা কবিতার দেশ।' শুধু তাই নয়, কবির সংখ্যাবৃদ্ধিতে বুদ্ধদের বসুর অনুসিদ্ধান্ত, 'ইহাতেই বুঝা যায় যে, ছোটগল্প জিনিষটি বাংলার মাটিতে ভালো ফলে না।' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'কল্লোল'-এর ১৩৩৪-এর ভাদ্র সংখ্যায়। ফলে সময়ান্তরে ভাবুক বাঙালি কবিপ্রকৃতির মধ্যেও বাংলা ছোটগল্পের সজীবতা বর্তমান তা তার ফলনের প্রাচুর্যে ও তার গুণমানের উৎকর্ষেই প্রতীয়মান। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের ধারায় ছোটগল্পের বনেদিয়ানা অগ্রসরমান। সেখানে কবিতার পাশে গল্পের সহাবস্থান অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, কবিতার আধারের গল্পবীজও শাখা-প্রশাখা মেলেধরেছে। সময়ের সংযোগে তার স্বভাবিক অধিকার ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত। অন্যদিকে সময়ের জনকণ্ঠকে ধারণ করে সময়ের দাবিতে তার সক্রিয় উপস্থিতি সময়ান্তরে আরও সরবতা লাভ করে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনের প্রেক্ষিত লেখা গল্পগুলিতে তার পরিচয় অত্যন্ত প্রকট। গণমাধ্যমের দৌলতে জনমানসে তার তীব্র প্রতিক্রিয়ার আঁচের আগুনে শুধু উত্তাপ নয়, মাঝে মাঝে আলোও নিষ্কাশিত হয়েছ। সেক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো ছোটগল্পও জনসংযোগে গণমাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কবিতার পাশে গল্পের আবেদনও মুখর মনে হয়। অন্যদিকে আন্দোলনের অভিঘাত এতটাই তীব্রতা লাভ করেছিল যে তার অব্যবহিত পরিসরেই তা সংবেদনশীল কবি-সাহিত্যিকদের সক্রিয় করে তোলে। ১৪ মার্চের নৃশংস হত্যালীলার পর প্রতিবাদের অভিব্যক্তি নানাভাবে সংবাদপত্রে সংবাদের পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে। অবশ্য সিঙ্গুরের আন্দোলন দানা বাঁধার পূর্বেই মহাশ্বেতা দেবীর মতো কথাসাহিত্যিকের প্রতিবাদী কলাম 'দৈনিক স্টেটসম্যান'-এ প্রকাশিত হয়েছে।

কবীর সুমনের কবিতাও তাতে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে জয় গোস্বামীর কবিতা তো জনমানসে সাড়া জাগিয়ে তোলে। আন্দোলনের প্রভাব জনমানসকে কতটা প্রভাবিত করেছিল, তার পরিচয় সাহিত্যের মাধ্যমে প্রতীয়মান। বাস্তবতার নিষ্ঠুরতায় ক্ষতবিক্ষত মনে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন জেগে ওঠে বলেই ইতিহাস বদলে যায়। তারই আয়োজনে কৃষিমুখী মনেই আজ শিল্পের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে ।

২০০৬-এর ডিসেম্বরে সিঙ্গুর আন্দোলনের অব্যহিত পরিসরেই ২০০৭-এর জানুয়ারিতে গৌতম সরকার সম্পাদিত 'এখন বিসংবাদ'-এ প্রকাশিত কবিতা ও গদ্যের সংকলন 'ভূমিরাক্ষস এবং রাজকুমার' গ্রন্থটি লক্ষ্যের কথাও প্রচ্ছদে মুদ্রিত হয়েছে, 'কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপক সাহিত্য সংকলন'। এই সংকলনে গদ্যাংশে তিনটি গল্পও রয়েছে। অবশ্য সেগুলিতে উচ্ছেদের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। শুধু তাই নয়, সরাসরি সিঙ্গুরে কীভাবে জোর করে জমিঅধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলেছে তার পরিচয়ের পাশাপাশি বাইরের প্রতিবাদী মানুষের সাহচর্যে কীভাবে প্রতিরোধী গ্রামবাসীদের ভূমিকা সক্রিয়তা লাভ করেছে, তার কথাও উঠে এসেছে। শর্মিলা ঘোষের 'হেই সামালো', সৌমেন্দ্র গোস্বামীর 'বপন'ও বিষ্ণু বিশ্বাসের 'ছোট বকুলপুরের পরের স্টেশন' গল্পত্রয়ের মধ্য তার পরিচয় বর্তমান। অন্যদিকে ২০০৭-এর ১৪ মার্চে নৃশংস প্রাণহানির পর তার প্রতিবাদের পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গড়ে তোলার লড়াই বাংলা সাহিত্যের বহু শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে । শুধু তাই নয়, সেই ধারা আজও বহমান । কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলন থেকে শিল্প বনাম কৃষির দ্বৈরথে জনমানসে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক প্রতিবাদী আন্দোলন আজও যেমন বিতর্কিত, তেমনই সমান প্রাসঙ্গিক ও বিপ্লবী কণ্ঠস্বর । যেখানেই জমি দখলের বিরোধিতা উঠে আসে, সেখানেই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলনে কথা মুখে মুখে ফেরে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কৃষি জমি রক্ষা আন্দোলন চলমান ইতিহাসের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে, ভাবা যায়! অথচ সেই ইতিহাসই সময়ান্তরে প্রয়োজনের স্বার্থে সময়ের দাবির প্রতি আনত হয়ে শিল্পায়নের পথে ধাবিত হতে চায় । এই চাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়,বরং জীবন জীবিকার স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি । সিঙ্গুরের অচাষযোগ্য অফলা জমিতেই শিল্পের চাষ যে জীবিকাকে শুধু সমৃদ্ধ করবে না, জীবনকেও নবজীবন দান করবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । সেই স্বপ্নে বিভোর হতে চাওয়া সেদিনের অনিচ্ছুক কৃষক আজ নতুন ভোরের অধীর প্রতীক্ষায় জেগে আছে, সেটাও ভাবা যায়!

লেখক — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

সংশোধনী

গত ১৪ জানুয়ারি 'ঘুরে ট্যুরে' পাতায় 'রহস্যময় হেতাল বন' শীর্ষক লেখার সঙ্গে প্রকাশিত সুন্দরবনের বাঘের ছবিটি লেখকের কাছ থেকে মেল মারফৎ আমাদের প্রাপ্ত। পরে আমরা **অনির্বান গাঙ্গুলির** পাঠানো দাবিপত্র থেকে জানতে পারি যে ছবিটি তার তোলা। **আমরা অনির্বানবাবুর দাবির সঙ্গে সহমত হয়ে উক্ত ছবিটি যে তার তোলা তাকে মান্যতা দিচ্ছি।** লেখককেও আমরা এ ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছি।

চর্চাবাসর ৫৯

আগে তুরস্ককে বলত আনাতোলিয়া বা এশিয়া মাইনর। জায়গাটি ছিল বিশাল অটোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র (প্রায় ১২৯৯-১৯২২)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক ১৯২৩ সালে আধুনিক তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, যার নাম 'তুর্কিয়ে' (Türkiye), মানে তুর্কিদের ভূমি'।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মুখ্যমন্ত্রীর সভার আগে সিঙ্গুরের লোহাপট্টিতে হুগলি ও আরামবাগ জেলা সাংগঠনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: ২৮ জানুয়ারি সিঙ্গুরের ইন্দ্রখালি মাঠে সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর সভার ১০ দিনের মাথায় সিঙ্গুরে আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারই প্রস্তুতি হিসাবে বৃহস্পতিবার সিঙ্গুরের লোহাপট্টিতে হুগলি ও আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল নেতারা বৈঠকে বসেছিলেন। দলের বিধায়ক, পুরসভার চেয়ারম্যান, ব্লক ও টাউনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সিঙ্গুরে পরিত্যক্ত ন্যানো কারখানার জমিতে সভা করলেও, প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরের জন্য একটি শব্দও খরচ করেননি। তা নিয়ে বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছেন রাজ্য বিজেপির নেতারা। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গুরের সভামঞ্চ থেকে তৃণমূল নেত্রী কী বার্তা দেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে টেক্কা দিতে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় রেকর্ড সংখ্যক লোক আনারও পরিকল্পনা করেছে শাসকদল। সেই মতো হুগলি ছাড়াও পার্শ্ববর্তী হাওড়া জেলার নেতাদের কাছেও নির্দেশ চলে গিয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিনের প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় কে কত লোক আনবেন, সেই টার্গেট বেঁধে দেওয়া হয়। তৃণমূল নেতাদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর সভায় প্রায় দু'লক্ষ মানুষের জমায়েত হবে। সভা উপলক্ষে দিল্লি রোড-সহ হাওড়া ও হুগলির সব গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বড় গেট, তোরণ বানানো হবে। যাঁরা সভায় যোগ দিতে আসবেন, তাঁদের জন্যে পানীয় জল, টিফিন ও মেডিক্যাল ক্যাম্পের ব্যবস্থা করা হবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সিঙ্গুরের সভা থেকে বিজেপিকে আক্রমণের পাশাপাশি সিঙ্গুরবাসীর জন্যে কোনও খুশির খবর শোনাতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পরে শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরিন্দম গুঁই বলেন, 'তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীর সভার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সাধারণ মানুষের মধ্যেও প্রবল আগ্রহ।' সিঙ্গুরের বিধায়ক এবং রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, 'বিজেপি কৃষি, শিল্প কিছুই করবে না। ওরা ব্যবসা বোঝে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজন যে তৃণমূলের উপরেই আস্থা রাখছে, সেটা মুখ্যমন্ত্রীর সভায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।' পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলায় তৃণমূলকে সরানো যাবে না।'

নেতাজিকে ভুলেছে স্কুল, ব্রাত্য বাগদেবীও !
ছুটির মেজাজে তালাবন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ২৩ জানুয়ারি দেশনায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী এবং সরস্বতী পুজো, এই দুই বিশেষ দিনেও স্কুলের গেটে তালা ঝুলে থাকা অত্যন্ত নিন্দনীয়। যেখানে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উৎসবের আমেজ, সেখানে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা ঝুলতে দেখে অভিভাবক এবং প্রাক্তনীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরের খাজা আনোয়ারবেরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। স্থানীয়দের মতে দেশ প্রেমের অভাব। এতে নেতাজির মতো মহান দেশনায়কের জন্মদিন পালন না করায়। ছাত্রছাত্রীদের মনে দেশের ইতিহাস ও মহান ব্যক্তিদের প্রতি অনীহা তৈরি করতে পারে। সংস্কৃতি ও প্রথা লঙ্ঘন বিদ্যার দেবী মা সরস্বতীর আরাধনা স্কুল জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। তা বন্ধ রাখা মানে পড়ুয়াদের সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা। এলাকাবাসী এবং স্কুলের প্রাক্তনীরা জানিয়েছে প্রত্যেক বছরই এই স্কুলে সরস্বতী দেবীর পূজা হয় কিন্তু এবছর এইরকম ঘটনা কেন ঘটল সেই নিয়ে দ্বন্দ্বে রয়েছেন সকলে। তাদের তরফ থেকে প্রধান শিক্ষককে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ থাকে। এবং স্কুলের এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশাসনিক দুর্বলতাকে প্রকাশ্যে এনেছে। অবশেষে স্কুল কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকলেও, এলাকার বাসিন্দা এবং প্রাক্তনীদের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। বন্ধ স্কুলের গেটের সামনেই তারা সকলে মিলে সরস্বতী দেবীর মূর্তি এনে সেখানে পুজো করেন। স্কুলের বন্ধ গেটের সামনেই নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানানো এবং বাগদেবীর আরাধনা করা প্রমান করে যে সাধারণ মানুষ এখনও শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল্য বোঝেন। যে স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা শিক্ষা গ্রহণ করে সেই জায়গাতেই বিদ্যাজ্ঞান সঙ্গীতের দেবী সরস্বতী মাতার আরাধনা বন্ধ।

এই বিষয়ে জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ বা প্রশাসনের উচ্চতর স্তরে অভিযোগ জানানো প্রয়োজন যাতে ভবিষ্যতে কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

হুগলির উত্তরপাড়ার মাখলা হাইস্কুলের সরস্বতী পুজো। ছবি: বনস্পতি দে

জম্মুতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত বাংলার দুই জওয়ান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: জম্মুতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, ডোডা জেলায় গভীর খাদে পড়ে যায় ভারতীয় সেনার গাড়ি, এতে দেশের ১০ জন বীর ভারতীয় সেনা শহিদ হয়েছেন। তাঁর মধ্যে একজন পুরুলিয়ার বীর প্রদ্যুম লোহার এবং অপরজন ঝাড়গ্রামের সমীরণ সিং। ২৪ জানুয়ারি তাঁর বাড়ি ফেরার কথা ছিল সমীরণ সিংয়ের। কিন্তু এবার ফিরবে তিরঙ্গা পতাকায় জড়ানো তাঁর দেহ। জম্মু-কাশ্মীরের ডোডায় সেনা দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সাঁকরাইলের সমিরণ সিং (২৮)। ডোডায় ভয়াবহ দুর্ঘটনায় খাদে পড়ে যায় সেনাবাহিনীর গাড়ি। নিহত হয়েছেন ১০ জওয়ান, গুরুতর আহত আরও ৬ জন। মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনায় মৃত সমীরণ ভারতীয় সেনার প্রেভো কোম্পানীর ১৬৯ নং ব্যাটেলিয়নের জওয়ান ছিলেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার ডোডার ভদ্রবাহ থেকে ভগুরাত এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি ক্যাম্পের দিকে ফিরছিল। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি গাড়িকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেনার গাড়িটি গভীর খাদে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ১০ জন জওয়ানের মৃত্যু হয়। তাদেরই একজন সমীরন সিং ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কুচলাদাঁড়ি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। এই দুঃসংবাদ গ্রামে পৌঁছোতেই পরিবার ও এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, সমীরণ সিং ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য। বাবা মার জন্য নতুন বাড়িও বানিয়ে দিয়েছিলেন। নিজের থাকার জন্য দোতালা বানানোর কাজ চলছিলো। ২৪ জানুয়ারি ছুটি থেকে ফিরে দোতালায় নিজের জন্য ঘর ঢালাই করার সমস্ত প্রস্তুতি ভাইকে দিয়ে সেরে রেখেছিলেন। কিন্তু তা আর হল না। শুক্রবার সমীরণের মরদেহ বাড়িতে ফেরার কথা ছিল। তবে শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী খারাপ আবহাওয়ার কারণে এখনও বিমানে দেহ পাঠানো সম্ভব হয়নি বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, পুরুলিয়া জেলার ঝালদা থানার পুস্তি গ্রামের ভারত মায়ের বীর সন্তান প্রদ্যুম লোহার বীর গতিপ্রাপ্ত করেছেন।

'ফুটপাথে' সরস্বতী, এই কি বাংলার সহিষ্ণুতা? প্রশ্ন শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাতের ময়নাগদি স্কুলে সরস্বতী পুজো ঘিরে বিতর্কে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, 'স্কুল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের সিদ্ধান্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে পুজোর অনুমতি মেলেনি। যুক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে, স্কুলে মুসলিম পড়ুয়ার সংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি। ফলে শেষমেশ ছোট্ট পড়ুয়াদের ফুটপাথেই পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়েছে।' এই ঘটনাকে সামনে রেখে শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যার আরাধনা বন্ধ, এ কেমন বার্তা?' তাঁর দাবি, 'বহু দশক ধরে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো সর্বজনীন রীতির অংশ, সেখানে সংখ্যার অজুহাতে নিষেধাজ্ঞা নজিরবিহীন।' তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'আজ একটি স্কুলে হলে, আগামীকাল রাজ্যজুড়ে কী হবে?' বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'তোষণের রাজনীতি সামাজিক সহাবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।' তাঁর আহ্বান, সময় থাকতেই নাগরিকদের সচেতন হয়ে পরিস্থিতি বিচার করতে হবে।'

বালুরঘাটে নেতাজির ১২৯তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: শ্রদ্ধা আর দেশাত্মবোধক গানের সুরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে। শুক্রবার বালুরঘাটের 'বালুছায়া' সরকারি প্রেক্ষাগৃহে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে নেতাজির ১২৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক বিশেষ স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সকাল থেকেই অনুষ্ঠানের পরিবেশ ছিল গাম্ভীর্যপূর্ণ। দেশপ্রেমের আবহে ঘেরা এই অনুষ্ঠানে নেতাজির প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টি.। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) শুভজিৎ মন্ডল, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক আজিজুর রহমান সহ জেলার উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। মাল্যদান ও পুষ্পস্তবক এর মাধ্যমে উপস্থিত সকলে এই মহান বিপ্লবীর সাহস, শৃঙ্খলা এবং সার্বভৌম ভারতের স্বপ্নের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এবিষয়ে জেলাশাসক বালাসুব্রামানিয়ান টি. বলেন, 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাদের সমগ্র জেলা জুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ব্লক এবং পুরসভা এলাকায় যথাযোগ্য মর্যাদায় দিনটি উদযাপিত হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ বালুরঘাটেও অত্যন্ত সাড়ম্বরে আমরা এই মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।'

মমতাবালা ঠাকুরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ শান্তনুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: 'আমাদের লোকদের গ্রেপ্তার করাচ্ছেন মমতা বালা, এভাবে বাগদায় কি জেতা যাবে?' প্রশ্ন শান্তনুর। শুক্রবার বাগদার হেলেঞ্চায় অল ইন্ডিয়া

মতুয়া মহাসংঘের অনুষ্ঠানে গিয়ে শান্তনু ঠাকুরের অভিযোগ তোলেন, 'ঠাকুরবাড়ির ঘটনায় যারা ছিলেন না, তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করার ভয় দেখানো হচ্ছে।' পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু আরও বলেন, 'মমতা ঠাকুর এই কাণ্ডগুলি কারাচ্ছেন। বাগদাকে ভয় পাচ্ছে। এভাবে কি বাগদা জেতা যাবে?' অন্যদিকে, 'এসআইআরে মতুয়াদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে খণ্ডন করে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'তাহলে কেন পাসপোর্টের ভেরিফিকেশনে ৭১ সালের দলিল চাওয়া হচ্ছে?' একইসঙ্গে মতুয়াদের নিয়ে রাজনীতি করার প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর জানিয়েছেন, 'আমি মতুয়াদের নিয়ে যদি রাজনীতি করে থাকি, তাহলে ক্যা কেন পাস করা হলো? কেন ৭১ সালের দলিল চাওয়া হচ্ছে? এর উত্তর আগে মুখ্যমন্ত্রী দিক।' এই বিষয়ে মমতা ঠাকুরের কোনও প্রতিক্রিয়া না মিললেও, শান্তনু ঠাকুর ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন বললেন মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী। একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'মমতা ঠাকুর যদি ক্ষমতা দেখাতেন, তাহলে যাদের নামে অভিযোগ হয়েছে সকলেই গ্রেপ্তার হতো। শান্তনু ঠাকুরের ক্যাডার বাহিনী যেভাবে মতুয়া গোসাইদের মেরেছে তার ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। মতুয়ারা মমতা ঠাকুর এবং মধুপার্না ঠাকুরের পাশে আছে। ২০২৬ সালের শান্তনু ঠাকুরের কৃতকর্মের জবাব মাতুয়াড়া দিয়ে দেবে।'

পাকশির ঐতিহাসিক মাহফিলের দ্বিতীয় দিনে জনসমুদ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন ফুরফুরা: শরিফের পীর বড় হুজুর প্রতিষ্ঠিত পাবনার পাকশির ঐতিহাসিক মাহফিলের দ্বিতীয় দিন ছিল শুক্রবার। সেই উপলক্ষে জুমা নামাজ আদায় করতে লক্ষ লক্ষ মুসল্লি উপস্থিত হয়েছিলেন এই সভায়। তিন দিন ব্যাপী ৭৪ তম ইসালে সওয়াব শুরু হয়েছিল বৃহস্পতিবার। শনিবার বাদ ফজর এই ঐতিহ্যবাহী মাহফিল শেষ হবে। গতকাল মাগরিববাদ জেকেরের তালিম দিয়ে সভার সূচনা করেছিলেন ফুরফুরার গদ্দিনশীন পীর আমিরে হেজবুললাহ, শায়খুল হাদিস, শায়খ মিশকাত সিদ্দিকী। ওয়াজ নসিহত করেন পীরজাদা মুজাহিদ সিদ্দিকী, আয়াতুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা সওবান সিদ্দিকী, পীরজাদা মিফতাহুল সিদ্দিকী-সহ অনেকেই। উপস্থিত ছিলেন ওসামা খন্দকার ও ওসমান বিন আয়াতুল্লাহ। পীর আনসার সিদ্দিকী ও পীর আবু ইব্রাহিম সিদ্দিকী-সহ বড় হুজুরের সমস্ত আওলাদ-গণেরা। এই সভার প্রধান দায়িত্বে ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত বক্তারা। এই দরবারে বিনামূল্যে অনাথ শিশুদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে। উচ্চ ও আধুনিক শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে বিভিন্ন জনমুখী সমাজসেবামূলক কাজ চলছে। সমগ্র সভা পরিচালনা করেছেন গদ্দিনশীন হুজুর। এদিন জনসমুদ্র খচিত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন পীরসাহেব। সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন অসংখ্য জেলা ও উপজেলার লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা।

উত্তরপাড়ায় চক্রবর্তী বাড়ির ৩৫ বছরের পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির উত্তরপাড়ার চক্রবর্তী বাড়িতে প্রায় ৩৫ বছর ধরে সরস্বতী পুজো হয়ে আসছে। প্রতিবছর সাবেকি সরস্বতী প্রতিমার পুজো হয় এই বাড়িতে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হরেন্দ্র চক্রবর্তীর বিধবা স্ত্রী মনোরমা চক্রবর্তীর পুত্র সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী নিজের পিতার স্মৃতিতেই এই পুজো করে আসছেন। এই বছর বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য শিবাংস চক্রবর্তীর হাতে খড়িতে বিশেষ আকর্ষণ ছিল কিউট সরস্বতী। বাড়ির আর এক সদস্য শুভজ্যোতি চক্রবর্তী জানান, 'বাবা দাদুর স্মৃতিতে এই পুজো করে আসছেন। এইবার আমাদের বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য শিবাংস চক্রবতীর হাতে খড়ি হলো। আমাদের বাড়ির পুজো একটা সময় এলাকার মানুষের কাছে একটা আবেগ ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকায় পুজোর সংখ্যা বেড়েছে, আমরা এইভাবেই পুজোটিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

খানাকুলের স্কুলের থিমে 'নেতাজির দেশবন্দনা'

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ও বাগদেবী সরস্বতী পূজাকে ঘিরে এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় খানাকুলের রামনগর অতুল উচ্চ বিদ্যালয়ে। এ বছর বিদ্যালয়ের সরস্বতী পূজার মূল থিম ছিল 'নেতাজির দেশবন্দনা'। দেশপ্রেম ও শিক্ষার মেলবন্ধনে এই আয়োজন বিশেষ মাত্রা পায়। এদিন বিদ্যালয় চত্বর সাজানো হয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবি, আজাদ হিন্দ ফৌজের নানা স্মরণীয় উক্তি, জাতীয় পতাকার রঙে তৈরি আলোকসজ্জা ও দেশাত্মবোধক বার্তায়। সকালে বাগদেবীর আরাধনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পূজা শেষে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে শুরু হয়

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে দেশাত্মবোধক গান, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য ও নাট্যাংশের মাধ্যমে নেতাজির আদর্শ, ত্যাগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরা হয়। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত্য আঢ্য বলেন, 'নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের কাছে শুধুমাত্র একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী নন, তিনি আত্মবিশ্বাস, শৃঙ্খলা ও নিঃস্বার্থ দেশসেবার প্রতীক। বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও নৈতিক শিক্ষার বীজ বপন করতেই এই ধরনের থিম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' সমগ্র অনুষ্ঠানটি শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষজনের উপস্থিতিতে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৪৪, শেক্সপিয়ার সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা, ৭০০০১৭
ফোন নং- (০৩৩)-৬৬৫৫৭৮৮১, ৭৭৯৭৮৪২৬৬২
ওয়েবসাইট: www.idbibank.in, CIN: L65190MH2004GOI148838

সংযোজনী ৪ [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) ধারা অধীনে তাঁর উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ আইনি উত্তরাধিকারীগণ কে বকেয়া পরিশোধের আহ্বান জানায় উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরবর্তী সুদ, খরচ এবং চার্জসহ।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ আইনি উত্তরাধিকারীগণ উক্ত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্ন স্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -র সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতার প্রয়োগক্রমে অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন অত্র নিম্নে বর্ণিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ আইনি উত্তরাধিকারীগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার কাজকারবার না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নোটিসে উল্লিখিত অর্থ এবং তদুপরি সুদ, খরচ এবং চার্জ আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ মুক্ত করার প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/ আইনি উত্তরাধিকারীগণ এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্র. নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণের নাম ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর	১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখলের তারিখ ৩) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বর্ণনা
১.	১) শ্রী মিজানুর মণ্ডল (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী মাজেদা বিবি (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর- ১১৩৭৬৭৫১০০০১৮৫৪ ১১৩৭৬৭৫১০০০০১৮৪৭ ১১৩৭৬৭৫১০০০০১৯৫৩ ০১৮৪৬৭৫১০০০২২৬৬৮	১) ১৯-০৭-২০২৫ ২) ২০-০১-২০২৬ ৩) ৬০,৬২,৮২৩.৬০ টাকা (ষাট লক্ষ বাষট্টি হাজার আটশত তেইশ টাকা এবং ষাট পয়সা মাত্র) ১০.০৪.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী এবং এর সাথে ১০.০৪.২০২৫ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ।	প্রায় ০৪ কাঠা ০৩ ছটাক ৩৭ বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত 'ড্রিম অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বহুতল ভবনের তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত প্রায় ৫৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট (নং ৩বি) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত সম্পত্তি মৌজা-নোয়াপাড়া, জে.এল. নং- ৮৩, তৌজি নং- ১৪৬, রে সা নং- ১৩৭, আর.এস. দাগ নং- ১৫৯৩ (এল.আর. দাগ নং- ১৬১৫), আর.এস. খতিয়ান নং- ১২৭৬ (এল.আর. খতিয়ান নং- ১২৭৫)-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি বারাসাত পৌরসভার ১৬৩৮/৩ঙ্ক নং হোল্ডিং, অরবিন্দ পল্লী রোড, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনার সীমানাধীন। **চৌহদ্দি: উত্তরে-** মিউনিসিপ্যালিটি রোড ও হালদার পরিবারের বসতবাড়ি; **দক্ষিণে-** রামকৃষ্ণ লেন; **পূর্বে-** কালীপদ দত্তের বাড়ি; **পশ্চিমে-** কৃষ্ণনগর রোড।
২.	১) শ্রী চিরঞ্জীব দত্ত (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রী রাজীব দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর- ১১৪৮৬৭৫১০০০০৪৪৭৩ ১১৪৮৬৭৫১০০০০৪৫০৩ ০০৬১৬৭৫১০০০০৮৬৮৬ ০০৬১৬৭৫১০০০০৮৭০৯ ০০৬১৬৭৫১০০০০৮৬৭৯ ০০৬১৬৭৫১০০০০৮৬৯৩	১) ৩১-১০-২০২৫ ২) ২০-০১-২০২৬ ৩) ৮৭,১৪,৬৬২/- টাকা (সাতাশি লক্ষ চৌদ্দ হাজার ছয়শত বাষট্টি টাকা মাত্র) ১০-০৭-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (সুদ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে), তদুপরি ১০-০৭-২০২৫ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ।	**সম্পত্তি - ১** তৃতীয় ফ্লোরের সম্মুখভাগে অর্থাৎ দক্ষিণমুখী দিকে অবস্থিত 'ফ্ল্যাট-এ' নামক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৮২৫ বর্গফুট এবং আনুপাতিক কার্পেট এরিয়া ৬১৯ বর্গফুট, যা ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং স্পেস, একটি ওপেন কিচেন, একটি বারান্দা, দুইটি টয়লেট এবং মেঝের ধরণ টাইলস বিশিষ্ট, যা 'নিতাই আবাসন' নামক চারতলা বিশিষ্ট ইট নির্মিত ভবনের অন্তর্গত এবং যা মৌজা-কৃষ্ণপুর, জে.এল. নং- ১৬, আর.এস. নং- ৭৫, তৌজি নং- ১৭২-এ অবস্থিত ২ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর উপর নির্মিত, যা আর.এস. দাগ নং- ৪০৭ সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং- ১০৫৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ৩২৫ এবং ৩২৭ সংশ্লিষ্ট পূর্বতন এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৮৮ এবং ৪৮৯-এর অন্তর্ভুক্ত, যা বর্তমানে পরিবর্তিত ও হস্তান্তরিত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং- ১১৫৩ (সঞ্জীব পাল-এর নামে) এবং ১১৫৬ (অনিমা পাল-এর নামে) হয়েছে, যা পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ৩৫ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২২ (পুরাতন) ৭২ (নতুন), অম্বিকা মুখার্জি রোড, থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১৩, এ.ডি.এস.আর. সোদপুরের এক্তিয়ারভুক্ত এবং **যার চারদিকের সীমানা হলো: উত্তরে-** আর.এস. দাগ নং ৪০৭-এ অন্যের সম্পত্তি; **পূর্বে-** আর.এস. দাগ নং ৪০৮-এ অন্যের সম্পত্তি; **দক্ষিণে-** ৩০ ফুট চওড়া অম্বিকা মুখার্জি রোড; **পশ্চিমে-** আর.এস. দাগ নং ৪০৭-এ অন্যের সম্পত্তি। ফ্ল্যাটটির চারদিকের সীমানা হলো- উত্তরে সিঁড়ির লবি এবং ফ্ল্যাট নং বি , পূর্বে- উন্মুক্ত আকাশ; দক্ষিণে- উন্মুক্ত আকাশ; পশ্চিমে- উন্মুক্ত আকাশ। **সম্পত্তি - ২** প্রথম ফ্লোরের পিছনের দিকে অর্থাৎ উত্তরমুখী দিকে অবস্থিত 'ফ্ল্যাট-বি' নামক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৮০০ বর্গফুট এবং আনুপাতিক কার্পেট এরিয়া ৬০০ বর্গফুট, যা ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং স্পেস, একটি ওপেন কিচেন, একটি বারান্দা, দুইটি টয়লেট এবং মেঝের ধরণ টাইলস বিশিষ্ট, যা 'নিতাই আবাসন' নামক চারতলা বিশিষ্ট ইট নির্মিত ভবনের অন্তর্গত এবং যা মৌজা-কৃষ্ণপুর, জে.এল. নং- ১৬, আর.এস. নং- ৭৫, তৌজি নং- ১৭২-এ অবস্থিত ২ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর উপর নির্মিত, যা আর.এস. দাগ নং- ৪০৭ সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং- ১০৫৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ৩২৫ এবং ৩২৭ সংশ্লিষ্ট পূর্বতন এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৮৮ এবং ৪৮৯-এর অন্তর্ভুক্ত, যা বর্তমানে পরিবর্তিত ও হস্তান্তরিত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং- ১১৫৩ (সঞ্জীব পাল-এর নামে) এবং ১১৫৬ (অনিমা পাল-এর নামে) হয়েছে, যা পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ৩৫ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২২ (পুরাতন) ৭২ (নতুন), অম্বিকা মুখার্জি রোড, থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১৩, এ.ডি.এস.আর. সোদপুরের এক্তিয়ারভুক্ত এবং **যার চারদিকের সীমানা হল: উত্তরে-** আর.এস. দাগ নং ৪০৭-এ অন্যের সম্পত্তি; **পূর্বে-** আর.এস. দাগ নং ৪০৮-এ অন্যের সম্পত্তি; **দক্ষিণে-** ৩০ ফুট চওড়া অম্বিকা মুখার্জি রোড; **পশ্চিমে-** আর.এস. দাগ নং ৪০৭-এ অন্যের সম্পত্তি। **ফ্ল্যাটটির চারদিকের সীমানা হল: উত্তরে-** উন্মুক্ত আকাশ; **পূর্বে-** উন্মুক্ত আকাশ; **দক্ষিণে-** সিঁড়ির লবি এবং ফ্ল্যাট নং এ, **পশ্চিমে-** উন্মুক্ত আকাশ। **সম্পত্তি - ৩** তৃতীয় ফ্লোরের পিছনের দিকে অর্থাৎ উত্তরমুখী দিকে অবস্থিত 'ফ্ল্যাট-বি' নামক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট এর সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৮০০ বর্গফুট এবং আনুপাতিক কার্পেট এরিয়া ৬০০ বর্গফুট, যা ২ টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং-কাম-ড্রয়িং স্পেস, একটি ওপেন কিচেন, একটি বারান্দা, দুইটি টয়লেট এবং মেঝের ধরণ টাইলস বিশিষ্ট, যা 'নিতাই আবাসন' নামক চারতলা বিশিষ্ট ইট নির্মিত ভবনের অন্তর্গত এবং যা মৌজা-কৃষ্ণপুর, জে.এল. নং- ১৬, আর.এস. নং- ৭৫, তৌজি নং- ১৭২-এ অবস্থিত ২ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের বাস্তু জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এর উপর নির্মিত, যা আর.এস. দাগ নং- ৪০৭ সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং- ১০৫৪, আর.এস. খতিয়ান নং- ৩২৫ এবং ৩২৭ সংশ্লিষ্ট পূর্বতন এল.আর. খতিয়ান নং- ৪৮৮ এবং ৪৮৯-এর অন্তর্ভুক্ত, যা বর্তমানে পরিবর্তিত ও হস্তান্তরিত হয়ে এল.আর. খতিয়ান নং- ১১৫৩ (সঞ্জীব পাল-এর নামে) এবং ১১৫৬ (অনিমা পাল-এর নামে) হয়েছে, যা পানিহাটি মিউনিসিপ্যালিটির ৩৫ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ২২ (পুরাতন) ৭২ (নতুন), অম্বিকা মুখার্জি রোড, থানা- ঘোলা, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১৩, এ.ডি.এস.আর. সোদপুরের এক্তিয়ারভুক্ত এবং **যার চারদিকের সীমানা হল: উত্তরে-** আর.এস. দাগ নং ৪০৭-এ অন্যের সম্পত্তি; **পূর্বে-** আর.এস. দাগ নং ৪০৮-এ অন্যের সম্পত্তি; **দক্ষিণে-** ৩০ ফুট চওড়া অম্বিকা মুখার্জি রোড; **পশ্চিমে-** আর.এস. দাগ নং ৪০৭-এ অন্যের সম্পত্তি। **ফ্ল্যাটটির চারদিকের সীমানা হলো: উত্তরে-** উন্মুক্ত আকাশ; **পূর্বে-** উন্মুক্ত আকাশ; **দক্ষিণে-** সিঁড়ির লবি এবং ফ্ল্যাট নং এ , **পশ্চিমে-** উন্মুক্ত আকাশ।
৩.	১) শ্রী রণজয় দে সরকার (ঋণগ্রহীতা) ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর- ০০৬১৬৭৫১০০০০৭৪০৫ ০০৬১৬৭৫১০০০০৭৩৮২ ০০৬১৬৭৫১০০০০৭৩৯৯	১) ২৭-০৮-২০২৫ ২) ২০-০১-২০২৬ ৩) ২০,৭৭,২২০.৪১ টাকা (কুড়ি লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশত কুড়ি টাকা এবং একচল্লিশ পয়সা মাত্র) ১০.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (সুদ ০৯.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে), তদুপরি ১০.০৫.২০২৫ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ।	মৌজা-জগন্নাথপুর, জে.এল. নং- ১৬২, হাল তৌজি নং- ১২, এল.আর. খতিয়ান নং- ৬৪২/১ (বর্তমান ১১৮২), আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ৩৮৭/১৪৪১-এর অন্তর্ভুক্ত ১২ শতক পরিমাপের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং তৎসহ উক্ত জমির ওপর দণ্ডায়মান সকল কাঠামো। এটি দুবরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা- চাকদহ, জেলা- নদিয়া। **চৌহদ্দি:- উত্তরে-** শ্যামাপদ দে সরকারের ফাঁকা জমি; **দক্ষিণে-** মিনতি দে সরকারের ফাঁকা জমি; **পূর্বে-** অখিল দে সরকারের ফাঁকা জমি; **পশ্চিমে-** নীলমণি দে সরকারের ফাঁকা জমি।
৪.	১) সঞ্জয় রায় (ঋণগ্রহীতা) এবং জয়িতা রায় (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) অ্যাকাউন্ট নম্বর- ০০৬১৬৭৫১০০০০৫৯৩৭ ০০৬১৬৭৫১০০০০৫৯২০	১) ০৩-০৯-২০২৫ ২) ২০-০১-২০২৬ ৩) ২০,২০,০১৭.৬৫ টাকা (বিশ লক্ষ বিশ হাজার সতেরো টাকা এবং পঁয়ষট্টি পয়সা মাত্র) ০৮-০৮-২০২৫ তারিখ অনুযায়ী (সুদ ০৯-০৭-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত গণনা করা হয়েছে), তদুপরি ১০.০৭.২০২৫ তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ, খরচ ও অন্যান্য চার্জ।	মৌজা-কেরুলিয়া, জে.এল. নং- ৫, আর.এস. নং- ১১, তৌজি নং- ১৭২, আর.এস. দাগ নং- ২৭৫ ও ২৭৭ (এল.আর. দাগ নং- ১১৫৯), আর.এস. খতিয়ান নং- ৬১ ও ৭৬-এর অন্তর্ভুক্ত খড়দহ পৌরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের ৮/৫১৩ নং হোল্ডিং, ওল্ড ক্যালকাটা রোড, কল্যাণনগর, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১১২-এ অবস্থিত 'শ্রীমা অ্যাপার্টমেন্ট'-এর তৃতীয় ফ্লোরের উত্তর দিকে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট (ফ্ল্যাট নং- এ) এবং তৎসহ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল দণ্ডায়মান কাঠামো স্থাবর সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **চৌহদ্দি:- উত্তরে-** মজুমদার ভিলা; **দক্ষিণে-** মৃত নগেন সোম ও তাঁর পুত্রদের বাড়ি; **পূর্বে-** মালিকের পুকুর ও মজুমদার ভিলা; **পশ্চিমে-** ৩০ ফুট চওড়া ওল্ড ক্যালকাটা রোড। বর্তমানে বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে নির্মিতব্য সকল অবকাঠামো ও যাবতীয় স্থাপনা সহ।

তারিখ: ২৪.০১.২০২৬
স্থান: কলকাতা
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার,আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিঃ

আশিয়ানা হাউজিং লিমিটেড
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য। যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	জীতেন্দ্র সাহ	০০০৩৮৭০	৮০২	১৫৪৬৫০১-১৫৫০০০০	৩৫০০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ২৩ জানুয়ারি, ২০২৬

SBI এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পোস্ট - ব্যারাকপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১২০
ই-মেল আইডি: sbi.64076@sbi.co.in
পরিশিষ্ট ৪ [রুল৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং ৪৩৬৬৫৯৪৬৮১৫ (এইচবিএল), ৪৩৬৬৬০৩৯৪৮৬ (সুরক্ষা), ৪৩৭৬৬৩৮০৯৪৫ (টপ-আপ লোন)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর ৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ০৬.১১.২০২৫ **তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতাগণ- শ্রী সুরজিৎ বাগ, পিতা- মৃত দুলাল বাগ এবং শ্রীমতী রুবি বাগ, স্বামী- মৃত দুলাল বাগ, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং ২০২, ২য় ফ্লোর, জীবনস্মৃতি অ্যাপার্টমেন্ট, পোঃ- অভয়নগর, সমবায়পল্লী, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২০৫, অন্যান্য ঠিকানা- অভয়নগর, বালি জগাছা, পোঃ- অভয়নগর, সমবায়পল্লী, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১২০৫** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৭,১৪,৫৫৭.০০ টাকা (কথায়- সতেরো লক্ষ চৌদ্দ হাজার পাঁচশত সাতান্ন টাকা মাত্র) ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল ।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং/বা জামিনদারগণ উক্ত টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২২ জানুয়ারি, ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং/ বা জামিনদারগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **১৭,১৪,৫৫৭.০০ টাকা (কথায়- সতেরো লক্ষ চৌদ্দ হাজার পাঁচশত সাতান্ন টাকা মাত্র) ০৬.১১.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ সহ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি ব্যারাকপুর** শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

"**জীবনস্মৃতি অ্যাপার্টমেন্ট**" নামক ভবনের ২য় ফ্লোরে অবস্থিত **২০২** নং ফ্ল্যাট হিসেবে পরিচিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৫৮১ বর্গফুট,** যা মৌজা- বালি, জে.এল. নং- ১৪, সি.এস. দাগ নং ২৬৬, আর.এস. দাগ নং ২৬৬/২০০২২, এল.আর. দাগ নং ৩৭২, এল.ও.পি. নং ১১৬, এল.আর. খতিয়ান নং- ৭৬৩৫-এর অন্তর্ভুক্ত জমির পরিমাপ ৫ কাঠা । উক্ত সম্পত্তি দুর্গাপুর অভয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েত ২-এর এলাকাধীন, থানা- নিশ্চিন্দা, জেলা- হাওড়ার অন্তর্গত। দলিল নং- ০৫০২০৩০৩৮, বুক নং আই, ভলিউম নং ০৫০২-২০১৭, পৃষ্ঠা ৮৫৮২৬ থেকে ৮৫৮৬০, সাল ২০১৭, এ.ডি.এস.আর.ও.- হাওড়া।
সম্পত্তিটি শ্রীমতী রুবি বাগ, স্বামী- মৃত দুলাল বাগ এবং শ্রী সুরজিৎ বাগ, পিতা- মৃত দুলাল বাগ-এর নামে রয়েছে।
ভবনটির চারদিকের সীমানা হল: উত্তরে- এল.ও.পি. নং ১১৫, **দক্ষিণে-** ১২ ফুট কলোনি রোড, **পূর্বে-** ২১ ফুট কলোনি রোড, **পশ্চিমে-** এল.ও.পি. নং ১১৩।
ফ্ল্যাটটির চারদিকের সীমানা হল: উত্তরে- উন্মুক্ত আকাশ, **দক্ষিণে-** ফ্ল্যাট নং ২০৩, **পূর্বে-** উন্মুক্ত আকাশ, **পশ্চিমে-** ফ্ল্যাট নং ২০১।

তারিখ: ২২.০১.২০২৬
স্থান: বাল্লি
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড
CIN L27106WB1996PLC076866
নিবন্ধিত কার্যালয়: মৌজা - চামরাইল, এনএইচ - ৬
হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১১৪
ইমেল : info@aanchalispat.com, টেলি.: 033 2323 0052
ওয়েবসাইট: www.aanchalispat.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, **আঁচল ইস্পাত লিমিটেড-এর সদস্যদের প্রথম অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ("ওএভিএম") -এর মাধ্যমে আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখ, বৃহস্পতিবার দুপুর ০১.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে**। কোম্পানি আইন ২০১৩ ("দ্য এ্যাক্ট") এবং তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ("এমসিএ") ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারিকৃত প্রাসঙ্গিক সার্কুলারগুলির বিধান মেনে ইজিএম আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উপরিউক্ত এমসিএ এবং সেবি সার্কুলারগুলি মেনে কোম্পানি ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তির ইলেকট্রনিক কপি সেই সকল সদস্যদের পাঠাবে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টদের কাছে নিবন্ধিত আছে। ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.aanchalispat.com**, যে স্টক এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং পূর্বা শেয়ারজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড ("পূর্বা") -এর ওয়েবসাইট **https://evoting.purvashare.com** -এ উপলব্ধ থাকবে।

কোম্পানি তার সকল সদস্যদের প্রথম ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত সমস্ত প্রস্তাবের ওপর ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। এর পাশাপাশি, কোম্পানি ইজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও প্রদান করছে। রিমোট ই-ভোটিং বা ইজিএমে ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের **কাট-অফ তারিখ** হল **১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬**।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শুরু হবে **১৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখ, সোমবার সকাল ০৯.০০ টায়** এবং শেষ হবে **১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখ, বুধবার বিকেল ০৫.০০ টায়**। এরপর 'পূর্বা' দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল ফর্মে শেয়ার ধারণ করেছেন এবং কোম্পানির কাছে ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা অনুগ্রহ করে প্রয়োজনীয় বিবরণ-ফোলিও নং, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনের ও পিছনের অংশ), প্যান (প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) এবং আধার (আধার কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) কোম্পানির ইমেল **cs@aanchalispat.com** অথবা আরটিএ -এর ইমেল **evoting@purvashare.com** -এ পাঠিয়ে প্রদান করুন।

ইজিএম-এ যোগদান এবং রিমোট ই-ভোটিং/ই-ভোটিং সংক্রান্ত বিস্তারিত পদ্ধতি অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে।

ইজিএম-এ যোগদান এবং ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো জিজ্ঞাসা বা সমস্যা থাকলে আপনারা মিস দিপালী ধুরি, কমপ্লায়েন্স অফিসার, পূর্বা শেয়ারজিস্ট্রি (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড, ইউনিট নং ৯, শিব শক্তি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, জে. আর. বোরিচা মার্গ, লোয়ার পারেল (পূর্ব), মুম্বাই ৪০০০১১ বরাবর লিখতে পারেন অথবা **evoting@purvashare.com** -এ ইমেল করতে পারেন অথবা ০২২-৪৯৬১৪১৩২ এবং ০২২-৪৯৭০০১৩৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পুষ্পেন্দু কয়াল
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান: হাওড়া
তারিখ: ২২.০১.২০২৬

ফের বিতর্কে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সরস্বতী পুজোয় অধ্যাপকের পুরোহিতের ভূমিকায় অসন্তোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: যাকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কের মুখে পড়তে হয়েছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী পূজায় সেই বিতর্কিত বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় পুরোহিতের ভূমিকা পালন করলেন। আর এতেই যেন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ পড়ুয়াদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়েছে। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার একাংশ সদস্যরাও।

গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের অভিযোগ, নতুন উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই যেন এই অধ্যাপককে এবারে সরস্বতী পুজোর পুরোহিতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর এইবারই প্রথম গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় যেন নমো নমো করে সরস্বতী পুজো পালন হল। এতদিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী পুজোর প্রথম থেকে ধুমধাম করে পালন করে এসেছেন পড়ুয়ারা। পুজোর একদিন আগে থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর জুড়ে আলপনা দিয়ে সাজানো, বিভিন্ন ধরনের আলোকসজ্জা দেওয়া। সুন্দর প্যাণ্ডেল করা সবই দায়িত্ব পালন করতেন পড়ুয়ারা। কিন্তু এবারের সরস্বতী পুজোয় রাতারাতি ২১ জনের কমিটি করে দায়সারা ভাবে এই পুজো পালন করা হয়েছে। এদিন পুজোর পর উপস্থিত সকল পড়ুয়াদের ঠিকমতো প্রসাদ বিলি করা হয়নি বলে অভিযোগ। শুক্রবারের সরস্বতী পুজো দায়সারা ভাবে হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিটের অধিকাংশ পড়ুয়াদের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ পড়ুয়াদের অভিযোগ, পুজো হলো নমো নমো করে। প্রসাদ বিলির কোনও বালাই নেই। রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগদেবীর পুজো মণ্ডপে আদৌ রঙ্গিন আলো জ্বলবে কিনা তারও কোনও

ঠিক নেই। শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরাদ্দ এক লক্ষ টাকার মধ্যে মাত্র দশ হাজার টাকা খরচ করে বাকিটা তছরুপ করা হবে এমনটাই পড়ুয়াদের একাংশের ধারণা।

সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এতদিন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন সেমিস্টারের পড়ুয়ারা মেন গেট থেকে প্রবেশ করেই সামনের একটি সাজানো জায়গায় সুন্দরভাবে প্যান্ডেল করেই সরস্বতী পুজোর আয়োজন করতেন। পুজোর আগে থেকে প্রস্তুতি হিসাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আলপনা দেওয়া থেকে শুরু করে নানান অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিতেন পড়ুয়ারা। এরপর প্রসাদ বিলি ও সন্ধ্যায় সংস্কৃতি চর্চা যেন ভরিয়ে তুলত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণকে। কিন্তু এবারে হয়েছে তার উল্টোটা। নতুন উপাচার্যের দায়িত্ব পাওয়ার পরই নাকি, এবারের এই বিশ্ববিদ্যালয় সরস্বতী পুজোর দায়সারাভাবে পালিত হয়েছে বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ. প্রথম সেমিস্টারের পড়ুয়া তথা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য অঙ্কুর হালদার, প্রিয়াসী দাস বলেন, এরকমভাবে সরস্বতী পুজো হবে আমরা ভাবতেই পারিনি। এবারে দায়সারা ভাবে কমিটি গঠন করেই নমো নমো করে পুজো করা হয়েছে। এখানেই বোঝা যাচ্ছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীনতা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর কয়েক মাস আগেই নিজের ছেলের ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে কারচুপি, প্রশ্নপত্র দিয়ে সাহায্য করার বিস্তর অভিযোগ উঠেছিল বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। কন্ট্রোলার বিশ্বরূপ সরকারকে সেই সময় ধমক দেওয়া এবং দুর্ব্যবহার করা হয়। সেই অভিযোগ গড়ায় ইংরেজবাজার থানায়। এরপর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রায় ১৮ জন পড়ুয়াকে শূন্য নম্বর দিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েন ওই অধ্যাপক। ভূমিকা গুপ্ত নামে এক পড়ুয়া ওই অধ্যাপকের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে। উপাচার্য থেকে শুরু করে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর তদন্ত কমিটি গঠন হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। আর সেই অধ্যাপকই নাকি এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী পুজোর পুরোহিতের ভূমিকায় পালন করলেন। এদিকে যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ, সেই অধ্যাপক অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পুজো কমিটির নির্দেশেই আমি পুরোহিত্য করেছি। এর বেশি কিছু বলতে পারব না। কে কি অভিযোগ করেছে আমার জানা নেই।' যদিও প্রতিবারের নেই এবারেও একাধিকবার ফোন করা হলেও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নি। সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী পুজো কমিটির চেয়ারম্যান তথা অধ্যাপক জ্যোৎস্না সাহা জানিয়েছেন, এবারের পড়ুয়াদের দাবি মতোই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরস্বতী পুজো পালন করা হয়েছে। আর কে কি অভিযোগ করল সেটা কিছু বলতে পারব না।

মুসলিম গ্রামে সরস্বতী পুজো

সম্প্রীতির ছবি পলাশবনি গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোগলা: মুসলিম গ্রামে সরস্বতী পুজো নজর কাড়লো খনি অঞ্চলের। বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু মুসলিম মিলে সরস্বতী পুজোর এই দৃষ্টান্ত সম্প্রীতির বার্তা দিল খনি অঞ্চল তথা পুরো বাংলায়। দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকে ঠিক এরকমই সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত দেখা গিয়েছিল তিলাবনিক গ্রামের দুর্গাপুজোয়।

এবার ফের আরও একবার নজরে এলো দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম পলাশবনি। দেখা গেল সম্প্রীতির নজির হিন্দু মুসলিম মিলেমিশে একাকার। সরস্বতী পুজো হচ্ছে জাঁকজমকপূর্ণভাবেই সেখানে হিন্দু ভাইদের সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন গ্রামের মুসলিম ভাইয়েরা। তৃণমূলের

গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ পুজোর মণ্ডপের ফিতে কেটে শুভ উদ্বোধন করেন। তিনি জানান, তাঁর এলাকায় হিন্দু-মুসলিম সকলেই মিলে মিশে বাস করেন। যেমন মুসলিমদের কোনও অনুষ্ঠানে হিন্দুরা অংশগ্রহণ করে, ঠিক তেমনি হিন্দুদের উৎসব অনুষ্ঠানে অমুসলিমদের উপস্থিতি নজর কাড়ে সবার। পলাশবনি গ্রামের স্থানীয় মুসলিম বাসিন্দা শেখ আজহারউদ্দিন জানান, 'আমাদের গ্রামের সকলেই মিলে মিশে একসাথে বসবাস করি এখানে কোনরকম ধর্মবিভেদ নেই। আমরা যেমন হিন্দুদের উৎসব অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে থাকি, ঠিক তেমনি হিন্দুরাও আমাদের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সমানভাবে অংশ নেয়।' সবমিলিয়ে সম্প্রীতির দৃষ্টান্ত রাখল পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চল।

SBI

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক-এ, ২য় ফ্লোর, রাজারহাট নিউ টাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পোঃঅঃ - হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০১৬১। ই-মেইল: sbi.16822@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: শ্রী ত্রিদিব মুখার্জী, ই-মেল আইডি: sbi.16822@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৪৩৫৭৩১৪৪২

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৯(১) এর সঙ্গে পঠিত রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারগণ -কে অবহিত করা হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলি, যা সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা আছে, এবং যার **বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ সুরক্ষিত ঋণদাতা দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলি **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে **২৫.০২.২০২৬** তারিখে **সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইট পোর্টালের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৫.০২.২০২৬

অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতার নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি @ ১০% দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রী সৌভিক বেজ** পিতা- ধনঞ্জয় বেজ **শ্রীমতী নীনা বেজ** স্বামী- শ্রী সৌভিক বেজ **ঠিকানা-** ৫৬৪ রবীন্দ্র সরণি, কুমারটুলি বাগবাজার, কলকাতা- ৭০০০০৩ **এছাড়া অন্যান্য ঠিকানা-** আরুষি অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৪র্থ রাস্তা এশিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেড, সিএনএফ মোকিতা হেলথ কেয়ার, ৯১ বেলিয়ট রোড , কলকাতা- ৭০০০১৬ **এছাড়াও অন্যান্য ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং- বি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, অমিতাভ অ্যাপার্টমেন্ট, ১৩৪ নং সুভাষ নগর বাই লেন, ওয়ার্ড নং- ৬, কলকাতা- ৭০০০৬৫।	গ্রাউন্ড ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত 'ফ্ল্যাট নং বি' নামক একটি ফ্ল্যাট এর সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৯১৩ বর্গফুট, যা ২ টি বেডরুম, ১ টি ডাইনিং রুম, ১ টি রান্নাঘর, ২ টি টয়লেট এবং ১ টি বারান্দা বিশিষ্ট, যা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অন্তর্গত ১৩৪ নং সুভাষ নগর বাই লেন, কলকাতা- ৭০০০৬৫, ওয়ার্ড নং ৬-এ অবস্থিত এবং জেলা উত্তর ২৪ পরগনার কাশীপুর দমদম-এর অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের এক্তিয়ারভুক্ত, তৎসহ উক্ত ভবনটি যে জমির ওপর নির্মিত ও গঠিত তার আনুপাতিক অবিভক্ত স্বত্ব ও স্বার্থ এবং সাধারণ এলাকা ও সুবিধাসমূহের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা এবং সাধারণ এলাকায় ব্যবহারের অধিকারের সকল সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি যাতায়াতের পথসহ প্রায় ৩ কাঠা ৮ ছটাক পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত একটি জি + ৪ তলা ভবনে অবস্থিত, যা মৌজা- দিঘলা, থানা- দমদম, দাগ নং- ৭০৪/১১২০ এবং ৭০৪, খতিয়ান নং- ৩৭, ৩৮, ৪০৫ এবং ৪০৬, জে.এল. নং- ১৮, আর.এস. নং- ১৬১, তৌজি নং- ১৭৩-এর অন্তর্ভুক্ত এবং যা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের ১৩৪ নং সুভাষ নগর বাই লেন, কলকাতা- ৭০০০৬৫-এ অবস্থিত। সম্পত্তির চারদিকের সীমানা হলো- উত্তরে- ৪ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের পথ; দক্ষিণে- ২১ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড; পূর্বে- জি + ৪ অ্যাপার্টমেন্ট; পশ্চিমে- কমলাপদ ভট্টাচার্য-এর বাড়ি। টাইটেল ডিডটি বুক-১, ভলিউম নম্বর ১৫০৬-২০২২, পৃষ্ঠা ১২০৪৩৫ থেকে ১২০৪৬৯ পর্যন্ত নথিভুক্ত, যার **২০২২ সালের নম্বর হল ১৫০৬০১৭২৭। সম্পত্তিটি শ্রী সৌভিক বেজ,** পিতা- ধনঞ্জয় বেজ এবং **শ্রীমতী নীনা বেজ,** স্বামী- শ্রী সৌভিক বেজ-এর নামে রয়েছে। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন**	২৪,৭০,১১৫.০০ টাকা **(চব্বিশ লক্ষ সত্তর হাজার একশত পনেরো টাকা মাত্র)** ০৬/১১/২০২৫ তারিখ **অনুযায়ী** এবং সেইসাথে হালনাগাদ অনারোপিত সুদসহ পরবর্তী সুদ, খরচ ও আনুষঙ্গিক চার্জ।	ক) ২৭,৪০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৭৪,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা পরিদর্শনের তারিখ: ১৫.০২.২০২৫ এবং ১৮.১২.২০২৫ সময় : দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৪.০১.২০২৬
স্থান: রাজারহাট

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অমরেন্দ্র সরণী, উত্তরপাড়া সেন পরিবারের পুজো।

এসআইআর আবহে আধার কার্ড নিয়ে মণ্ডপে দেবী সরস্বতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, সমুদ্রগড়: এসআইআর বিতর্কের আবহে পূর্ব বর্ধমানের কালনার সমুদ্রগড়ের নিচু চাপাহাটি এলাকায় জনপ্রিয় সংঘের ব্যতিক্রমী সরস্বতী পুজোর ভাবনায় উঠে এল 'মায়ের আধার কার্ড' অর্থাৎ দেবী সরস্বতীর আধার কার্ড। এবার দেবীর আধার কার্ড এর ছবি দিয়েই তৈরি করা হয়েছে মণ্ডপ।

রাজ্য জুড়ে যখন এসআইআর নিয়ে চর্চা ও বিতর্ক চলছে, ঠিক সেই সময় সমাজের বর্তমান বাস্তবতাকে ভিন্ন মাত্রায় তুলে ধরল নিচু চাপাহাটি কে.পি.সি স্কুল সংলগ্ন জনপ্রিয় সংঘ। এই বছরের সরস্বতী পুজোয় তাদের ভাবনার নাম 'মায়ের আধার কার্ড'।

আধার কার্ডের আদলে তৈরি মণ্ডপ ও প্রতিমার মাধ্যমে দেবী সরস্বতীকে উপস্থাপন করা হয়েছে এক সাধারণ নাগরিকের পরিচয়ে। আয়োজকদের বক্তব্য, 'জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দেবীর কোনও আলাদা পরিচয়পত্রের প্রয়োজন নেই। তিনি সকলের। বর্তমান সময়ে যখন পরিচয়, নথি ও নাগরিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠছে, তখন এই ভাবনার মধ্য দিয়েই একটি সামাজিক বার্তা তুলে ধরা হয়েছে। এসআইআর-এর নামে নাম যাচাই, তালিকা সংশোধন ও সাধারণ মানুষের উদ্বেগ এই সমস্ত বিষয়কে সরাসরি না বলেও শিল্পের ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে এই পুজোয়। বার্তাটা স্পষ্ট পরিচয় কোনও কাগজে সীমাবদ্ধ নয়, জ্ঞান ও মানবিকতাই আসল পরিচয়। মণ্ডপসজ্জা থেকে প্রতিমার উপস্থাপনায় আধুনিক সমাজের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে নিখুঁত শিল্পনৈপুণ্যে। ব্যতিক্রমী ভাবনা ও সময়োপযোগী বার্তার কারণে জনপ্রিয় সংঘের এই সরস্বতী পুজো ইতিমধ্যেই দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সব মিলিয়ে, এসআইআর বিতর্কের আবহে নিচু চাপাহাটির জনপ্রিয় সংঘের 'মায়ের আধার কার্ড' ভাবনা এ বছরের সরস্বতী পুজোয় এক অনন্য সামাজিক বার্তা বহন করছে।

দুর্গাপুরে নেতাজির জন্মদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুরের বিধাননগরে বিধান স্মৃতি মঞ্চের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হলো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৯তম জন্মবার্ষিকী। শুক্রবার সকাল দশটায় অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। এরপর বিধান স্মৃতি মঞ্চের সদস্যরা নেতাজির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদস্যরা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শ ও দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণাকে সামনে রেখে সমাজসেবার বিভিন্ন কাজে নিজেদের উৎসর্গ করার অঙ্গীকার করেন। নেতাজির ত্যাগ ও আদর্শকে স্মরণ করে দিনটি যথাযথভাবে পালন করা হয় বিধান নগর বিধান স্মৃতি মঞ্চ প্রাঙ্গণে।

পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের অর্থে বাগদেবীর মণ্ডপ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেক ব্লকের বুথে বুথে দশ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন সামাজিক উন্নয়নকল্পে। এবার সেই অনুদানের অর্থে তৈরি হয়েছে বাগদেবীর মণ্ডপ। এই মণ্ডপটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে আনুমানিকদের লক্ষ টাকা। টিনের একটা শেড দিয়ে মণ্ডপটি তৈরি হয়েছে। শুভ উদ্বোধন হল বাণী বন্দনার মাধ্যমে। দেবী সরস্বতীর মূর্তি নিয়ে এসে পুজো করলেন দুর্গাপুর

ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের রসিকডাঙা ড্রাইভার পাড়ার লোকজন। পুজো মণ্ডপটির ফিতে কেটে উদ্বোধন করলেন অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ। গৌতম বাবু জানান, 'এই পাড়ার লোকেরা আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ক্যাম্পে এলাকায় একটি ছোট্ট শেডের আবেদন করেছিলেন। তাদের জন্য সেই শেডটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। খরচ হয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।' পাড়ার বাসিন্দা খোকন দাস জানান, 'অঞ্চল সভাপতিকে আমরা আবেদন করেছিলাম তাদের পাড়ায় ছোটখাটো পুজোর জন্য একটা মণ্ডপ প্রয়োজন। সেই মতো অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান প্রকল্পের অর্থে এই শেডটি তৈরি করার ব্যবস্থা করেন।'

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ

GIC HOUSING FINANCE LTD.

রেজিঃ অফিস : ন্যাশনাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (দুর্গাপুর): এমএনএভি-২০, নর্থ এভিনিউ, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩২১৬, শাখা মেইল আইডি: durgapur@gichfindia.com
টেলিফোন নং ৯৯৬২২৭৪৩১৬ / ৭০০৩০৯১৪৮৮, অনুমোদিত অফিসার : সুভাষ মান্না

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্ন স্বাক্ষরকারী, জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড (জিআইসিএইচএফএল)-এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ সহ সেকশন ১৩ (১২) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতা বলে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাদের কাছে তাঁদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। কিন্তু, ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, উপরোক্ত আইনের সেকশন ১৩(৪) এবং ১৪ সহ রুল ৮ দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল গ্রহণ করেছি।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম/ লোন ফাইল নং	সম্পত্তির ঠিকানা/ সম্পত্তির এলাকা (সুপার বিল্ট আপ স্কোয়ার ফুটে)	দাবি বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ	বাস্তবিক দখলের তারিখ	মোট বকেয়া (মূল, সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ) (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	নরেন্দ্র নাথ ভদ্র এবং সর্বাণী ভদ্র WB0460610001463 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	"দুর্গা অ্যাপার্টমেন্ট" , ফ্ল্যাট নং : ২/এ,৩য়তলা, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৬৫ বর্গফুট এবং এক কার পার্কিং স্পেস এরিয়া ৮০ বর্গফুট, বেসমেন্টে প্লট নং এলআর ২২৫৬, গাট নং জেএল নং -৯১, খতিয়ান আরএস ১৬৩, আরা কালিনগর, আরা কালিনগর সৃজনী এর নিকট,গ্রাম : কালিনগর, অবস্থিত শঙ্করপুর, তালুক: আরা,পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭১৩২১২, থানা: এনটিপিএস।	১৩.০২.২০১৮	২৯.০৮.২০২৫	৪৫,৮৩,২০৮/- ২৪.০১.২০২৬ অনুযায়ী	১৭,৩৭,০০০/-

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ০৯.০২.২০২৬ ওয়েব-পোর্টাল (https://www.bankauctions.in) এ বিকাল ৩:০০ টা থেকে বিকাল ০৪:০০ টা পর্যন্ত। প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ। ইএমডি এবং কেওয়াইসি সহ নির্ধারিত টেন্ডার ফর্মে টেন্ডার/সিল করা বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ হয় অনলাইন মোডের মাধ্যমে বা উপরে উল্লিখিত জিআইসিএইচএফ অফিসে ০৭.০২.২০২৬ তারিখে বিকেল ৫:০০ টার আগে।

উপরে উল্লিখিত সম্পদ/সম্পত্তির ই-অকশন বিক্রয়ের জন্য এই পাবলিক নোটিশের পাশাপাশি (সারফায়েসি, আইন ২০০২ এবং এর অধীনে বিধিগুলির শর্তাবলীতে) জিআইসিএইচএফএল **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যেমন আছে তেমন আছে"** ভিত্তিতে - উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি কেনার জন্য অনলাইন মোডে অথবা সিল করা কভারে অফারগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

অকশনে বিক্রয়ের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:-

১. ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেমন আছে তেমন আছে', ' সেখানে যা কিছু আছে' রিকোর্স ব্যতীত এবং 'অনলাইনে' পরিচালিত হবে। ই-অকশন জিআইসিএইচএফ অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী "মেসার্স. ৪ক্লোজার" এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ।

২. ইচ্ছুক দরদাতাদের পোর্টাল https://bankauctions.in/ -এ তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ব্যবহারকারী-আইডি এবং পাসওয়ার্ড বিনামূল্যে পাবে। সম্ভাব্য দরদাতা পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স.৪ ক্লোজার থেকে ই-অকশনের উপর অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারে ঠিকানা: # ৬০৫ এ, ৭ম তল মৈত্রীভনম, আমিরপেট, হায়দ্রাবাদ-৫০০০৩৮, তেলেঙ্গানা, অফিস ল্যান্ড লাইন নং- ০৪০-২৩৭৩৬৪০৫; ব্যাকএন্ড টিম: ৮১৪২০০০০৬৪ / ৬৬, শ্রী প্রকাশ prakash@bankauctions.in, যোগাযোগের বিশদ : ৯৯৬২২৭৪৩১৬ / ৭০০৩০৯১৪৮৮।

৩. ই-অকশন বিক্রয় সারফেইসি একট/রুল ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং এখানে/ওয়েবসাইটের অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলী সাপেক্ষে অফার/বিড নথির শর্তাবলী ইচ্ছুক/অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের জমা দিতে হবে।

৪. অনলাইন ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেক দরদাতার নিজস্ব ইমেল ঠিকানা থাকতে হবে।

৫. ইচ্ছুক দরদাতা জিআইসিএইচএফ-এর অনুমোদিত অফিসারের কাছে একজন যোগ্য দরপত্রদাতা হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধন করলে, নথি জমা দিয়ে ই-অকশন বিডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অংশগ্রহণের জন্য তার আগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে। ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে তার লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করা দরপত্রদাতার/অনলাইন দরদাতার নিজস্ব দায়িত্ব।

৬. উপরোক্ত সম্পত্তিটি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না।

৭. ইচ্ছুক দরদাতাদের উপরোক্ত সংশ্লিষ্ট রিজার্ভ মূল্যের @ ১০% বায়না জমা (ইএমডি) দিতে হবে, ডিডি/আরটিজিএস/এনইএফটি এর মাধ্যমে জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের পক্ষে। ব্যাঙ্কের বিশদ নিম্নরূপ: ব্যাঙ্কের নাম: ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অ্যাকাউন্ট নম্বর: 005111010000039 - অ্যাকাউন্ট নাম: জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লিঃ ই অকশন কালেকশন, শাখার নাম: এলসিবি, ফোর্ট ঠিকানা: ইউবিআই, ২৩৯ ব্যাকবে রিক্লামাটিও নরিমান পয়েন্ট মুম্বাই মহারাষ্ট্র পিনকোড ৪০০০২১। আইএফএসসি কোড - UBIN0800511

৮. উল্লিখিত ডিপোজিট/গুলি সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ফেরত দেওয়া হবে। উল্লিখিত বায়না অর্থ জমা/গুলি কোনো সুদ বহন করবে না।

৯. উপরোক্ত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) সহ অফার/গুলি পোর্টাল https://bankauctions.in/ এর মাধ্যমে "অনলাইনে" জমা দেওয়া যেতে পারে এবং ইএমডি এবং প্যান কার্ড এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ কেওয়াইসি নথির স্ক্যান কপি, পরিষেবা প্রদানকারীর কাছে বা বিড ফর্ম, ইএমডি এবং কেওয়াইসি নথি সমন্বিত সিল করা কভার জমা দেওয়ার মাধ্যমে এবং ইএমডি জমা দেওয়ার নির্দিষ্ট তারিখে বা তার আগে উপরে উল্লিখিত জিআইসি হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেডের সংশ্লিষ্ট শাখা অফিসগুলিতে পৌঁছাতে হবে।

১০. দরপত্র খোলার পর, যে সকল ইচ্ছুক দরদাতারা তাদের দরপত্র সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম দাখিল করেননি তাদের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে সুযোগ দেওয়া হবে বিডিংয়ের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য অনুমোদিত অফিসারের একমাত্র বিবেচনার ভিত্তিতে।

১১. সফল দরদাতা/গণকে বিক্রয় মূল্যের পরিমাণের ২৫% জমা করতে হবে, ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি সামঞ্জস্য করে, বিক্রয়ের বিষয়ে অনুমোদিত কর্মকর্তার প্রস্তাব গ্রহণের সাথে সাথে, এতে ব্যর্থ হলে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। বিক্রয় মূল্যের অবশিষ্ট ৭৫% শুধুমাত্র অনুমোদিত অফিসারের বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয় নিশ্চিতকরণের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিশোধযোগ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাকি টাকা জমা দিতে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে। অনুমোদিত অফিসারকে সফল দরদাতাকে বাজেয়াপ্ত করার আর কোন নোটিশ দিতে হবে না।

১২. দরদাতারা "ক্যাভিট এম্পটর" (ক্রেতা সাবধান) নীতির দ্বারা আবদ্ধ এবং কোন দায়, সংবিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া অর্থাৎ সম্পত্তি কর, আয়কর, আবগারি শুল্ক, শ্রম বকেয়া, বিদ্যুৎ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বকেয়া ইত্যাদি, ফার্ম বা সুরক্ষিত সম্পদের খুঁজে পেতে তাদের নিজস্ব যথাযথ পরিশ্রম করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সফল দরদাতাকে সমস্ত বহির্গামী যেমন, পৌর কর, রক্ষণাবেক্ষণ/সোসাইটি চার্জ, বিদ্যুৎ চার্জ, জলের শুল্ক, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ, (যদি প্রযোজ্য), যদি থাকে এবং অন্যান্য সমস্ত আনুষঙ্গিক চার্জ, সমস্ত বহির্গামী খরচ সহ বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য ব্যতীত।

১৩. সফল দরদাতাকে সুরক্ষিত সম্পদ তার নামে স্থানান্তরিত করতে বিক্রয় শংসাপত্রের উপর প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে, যেমন রেজিস্ট্রেশন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি, ট্যাক্স, বা অন্য কোন প্রদেয় শুল্ক ।

১৪. বিক্রয় শংসাপত্রটি সফল দরদাতার নামে এবং শুধুমাত্র সম্পূর্ণ/বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পরেই জারি করা হবে।

১৫. এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে তারা ই-অকশন বিক্রয়ের শর্তাবলী অনুযায়ী উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতা/পারচেসার কে আনতে পারেন।

১৬. অনুরোধের ভিত্তিতে এবং অনুমোদিত অফিসারের সুবিধা অনুযায়ী উল্লিখিত সম্পত্তির পরিদর্শন করা যেতে পারে।

১৭. অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ অফার বা যে কোন বা সকল অফার গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোন কারণ না দেখিয়ে যেকোন বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

১৮. উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলির উপর মুলতুবি থাকা কোনও দায়ভারগুলির জন্য জিআইসিএইচএফএল দায়ী নয়। **"যেখানে যেমন আছে", "যেমন আছে তেমন আছে", " সেখানে যা কিছু আছে" এবং রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে** সম্পত্তি অকশন করা হবে ।

১৯. যদি ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদার বিক্রয় নিশ্চিত করার আগে জিআইসিএইচএফএল এর কাছে যান, চুক্তিভিত্তিক বকেয়া + খরচ + বিক্রয় ঘোষণার তারিখ থেকে ১৫% হারে সুদ + ক্রয় অর্থের ৫% (বিক্রয় পরবর্তী অর্থ সফল দরদাতাকে প্রদান করতে হবে) প্রদান করেন এবং বিক্রয় বাতিলের জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে জিআইসিএইচএফএল পরিমাণ গ্রহণ করবে এবং বন্ধককারীর কাছে দখল হস্তান্তর করবে।

২০. সর্বোচ্চ দরদাতাকে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুসারে বিড পরিমাণের ২৫% (জমাকৃত বায়না জমা সহ সহ) অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে এবং বাকি ৭৫% দরমুল্য ১৫ দিন বা পক্ষগুলির (এও এবং সফল দরদাতা) মধ্যে সম্মতিক্রমে বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। তবে, অনুমোদিত অফিসকে বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বিক্রয় শংসাপত্র নিশ্চিত করতে হবে এবং কোনও ক্ষেত্রেই বিক্রয় তারিখ থেকে ৩০ দিন মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে না। সম্পূর্ণ অর্থ প্রদানের পরেই বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে এবং বিক্রয় শংসাপত্র জারি করা হবে।

২১. সর্বনিম্ন দর বৃদ্ধির মূল্য ১০,০০০/- টাকা।

সরফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সংবিধিবদ্ধ ১৫ দিনের বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলী এবং সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে অনুমোদিত ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার এর ওয়েবসাইট এবং https://bankauctions.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

তারিখ : ২৪.০১.২০২৬
স্থান: দুর্গাপুর

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ -এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

লোকাচারে মেতে বাঁকুড়ার মহিলারা, সোমবার অরন্ধন উৎসবে খাদ্য পান্তা

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁকুড়া: সরস্বতী ও নেতাজি জয়ন্তীতে মেতে ছিল বাঁকুড়া। একদিকে দেশপ্রেম ও বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনা। অন্যদিকে, জেলার অধিকাংশ বাড়ির মহিলাদের চরম ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে রান্না পূজা বা বাসিপান্তা/ অরন্ধন, গোটাসিদ্ধ বা সিজনে, শীতলষষ্ঠী ও উনুন পূজায়। শুক্রবার সকাল থেকেই প্রতিটি বাড়ি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজায় শিশু-কিশোরদের মেতে উঠতে দেখা গেছে। এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উদ্দীপনা ছিল চরমে। এদিন নেতাজি জন্ম দিবস পালন করা হয় পতাকা উত্তোলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। জেলার শহর ও গ্রাম সব জায়গায় রাস্তাগুলি ভরে উঠতে দেখা যায় সুসজ্জিত হয়ে বন্ধু বান্ধবীদের নিয়ে গল্পে মত্ত হেঁটে চলা শিশু-কিশোর।

অন্যদিকে, জেলার অধিকাংশ বাড়ির মহিলারা পরিবার ও সন্তানসন্ততিদের কল্যাণে মেতে থাকতে দেখা গেছে লোকাচার ও লোক বিশ্বাসে। সরস্বতী পূজার পরের দিন জেলায় পালিত হয় একঝাঁক লোকাচার। তারই প্রস্তুতিতে শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত চরম ব্যস্ত থাকতে দেখা গেছে। শনিবার বাঁকুড়া জেলায় উনুন জ্বলবে না। বাড়িতে বাড়িতে পালিত হবে অরন্ধন ও উনুন পূজা। ছোটবড় সবাই পান্তাভাত ও বাসি তরকারি খাবেন। এজন্য শুক্রবার সরস্বতী পূজার দিন গভীর রাত পর্যন্ত চলে রান্নার কাজ। রান্না শেষে উনুন পরিষ্কার করে রাখা হয় শনিবার সকালে পূজার জন্য। শিলনোড়া পরিষ্কার করে শিলের ওপর হলুদ ও সিন্দুর লাগানো হয়। শিলে ষাটুদেবের ৬০টি ছেলের ছবি আঁকা হয়। শিলের সঙ্গে দেওয়া হয় পুকুরের জলজ গাছ বা দল, বাঁশপাতা, গুগলি বা শামুক ও পুকুরের বালি। শিল ঢাকা দিয়ে রাখা হয়। এই আচারকে শিলনোড়া পূজা বা শীতলষষ্ঠী পূজা বলা হয়।

অন্যদিকে, পরিবেশবাদী সংস্থা মাই ডিয়ার ট্রিজ এন্ড ওয়াইল্ডস এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের এনভায়রনমেন্টাল মিউজিক ফেস্টিভ্যালের এক ঝাঁক মহিলা শিল্পীকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে, বাড়িতে বাড়িতে ও পথ চলতি মানুষকে তালপাতার তৈরি পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা দেওয়া চাঁদমালা বিতরণ করতে দেখা যায়।এই চাঁদমালায়গুলিতে লেখা 'বুদ্ধি দে মা পরিবেশ দূষণ রোধে', 'বুদ্ধি দে মা সাপ, ব্যাঙ ও পাখি রক্ষায়', 'বুদ্ধি দে মা জল অপচয় রোধে' ইত্যাদি। শিল্পী স্বস্তি চ্যাটার্জি জানান, 'জল সমৃদ্ধ ও সবুজ ভারত গড়তে গত ৬ মাস ধরে তাঁরা এই চাঁদমালা তৈরি করেছেন। জড়চেতনা গড়তে বিনা মূল্যে বিতরণ করছেন। বিভিন্ন বাজারে এই শিল্পীদের গানে গানে ও নাটকে পুকুরের জলের নিচের বাস্তুতন্ত্র রক্ষা ও বৃষ্টির জল ধরে রাখার আবেদন জানাতে দেখা যায়। বিশিষ্ট প্রশিক্ষক শিল্পী সংগীতা বিশ্বাস ও নাটক প্রশিক্ষক শিল্পী একতা গঙ্গোপাধ্যায় জানান যে উনুন পূজা ও শীতলষষ্ঠী বা শিলনোড়া পূজার মধ্যে লুকিয়ে আছে জলের নিচের বাস্তুতন্ত্র রক্ষার আবেদন। এই লোকাচারে পুকুরের শ্যাওলা বা দল, গুগলি শামুক, পুকুরের কাদা শীতলষষ্ঠীর প্রিয় বলে তুলে ধরা হয়েছে। এগুলিকে সংরক্ষণ করলে বা শ্রদ্ধা জানালে ষষ্ঠীদেবীর আর্শিবাদ পাওয়া যায়। গানে ও নাটকে সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা চালানো হয়েছে। সংগীতা ও একতার মতে উনুন পূজা হল পরিবেশ পূজা। গ্রামে সাপের ব্যাপক উপদ্রব। সাপের দেবী মনসাকে তুষ্ট করতে উনুন পূজা করা হয়। সাপ শীতলতার প্রতীক। তাই বাড়িতে আগুন না জ্বেলে উনুনে দেবীর প্রতিক হিসাবে মনসা গাছের ডাল রেখে পূজা করা হয়। সাপকে তুষ্ট করতে পূজা করা হবে আর গরমের জন্য আগুন জ্বালা হনে দুটো এক সঙ্গে হয় না। জল সমৃদ্ধ ও সবুজ ভারত গড়ে তুলতে এভাবে প্রচারে নেমেছেন তারা। এই পূজায় বাঁশ ও অশ্বত্থ গাছের ডাল-পাতা পূজা করা হয় দেবতা মেনে। এটিও গাছ সুরক্ষার বার্তা। শুক্রবার জেলার বাজারগুলি ভরে উঠে ছিল সজনে ফুল, লাল আলু, ছোট আকারের বেগুন ও আলু, শিম, মটরশুটি, পালংশাক, ফুল, শামুক, পুকুরের শ্যাওলা, বাঁশ ও অশ্বত্থ ডাল, নানা রকমের কুল, শাঁকালু ইত্যাদিতে। চড়া দামে হুড়োহুড়ি করে কিনতে দেখা যায়। চালগুলি, গুড়, খোয়া বিক্রির বাজারও ছিল চড়া।

গুটখা-তামাক ও তামাকজাত পণ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ওড়িশায়

কটক, ২৩ জানুয়ারি: গুটখা ও তামাক ও তামাকজাত যাবতীয় পণ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল বিজেপি শাসিত ওড়িশা সরকার। এমনিতে ২০১৩ সাল থেকেই ওড়িশায় প্রকাশ্যে গুটকা ও তামাকজাত যাবতীয় পণ্য প্রকাশ্যে বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা ছিল। সেই নির্দেশকে আরও কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে। এবং এবার থেকে সে রাজ্যে এই ধরনের পণ্য উৎপাদন, মজুত এবং বিক্রি, সবগুলিই শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিড়ি এবং সিগারেটকে এর আওতায় আনা হয়নি।

২০১১ সালে তামাকযুক্ত পানমশলা ও গুটখা নিষিদ্ধ করার পরামর্শ দেয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। তবে আইন বাঁচিয়ে মশলা ও জর্দা আলাদা ভাবে উৎপাদন ও বিক্রি হচ্ছিল। নেশাড়ুরা মশলা ও জর্দা আলাদা ভাবে কিনে মিশিয়ে খাচ্ছেন। ফলে কাজের কাজ হচ্ছে না।

এবার ওই বিক্রিও নিষিদ্ধ করে দিল ওড়িশা সরকার। মোহনচরণ মাঝির নেতৃত্বাধীন সরকারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গুটকা পানমশলা বা অন্য কোনও খাদ্যপণ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তামাক ব্যবহার করা যাবে না। নিকোটিন সমৃদ্ধ কোনওরকম কোনও খাবারই প্রকাশ্যে বিক্রি করা যাবে না। এমনকী মশলা ও জর্দা আলাদা ভাবে বিক্রিও বন্ধ করছে ওড়িশা সরকার।

গুটকা পানমশলা বা অন্য কোনও খাদ্যপণ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তামাক ব্যবহার করা যাবে না। নিকোটিন সমৃদ্ধ কোনওরকম কোনও খাবারই প্রকাশ্যে বিক্রি করা যাবে না। এমনকী মশলা ও জর্দা আলাদা ভাবে বিক্রিও বন্ধ করছে ওড়িশা সরকার। তবে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না সিগারেট বা বিড়ির উপর। অ্যালকোহলের ওপরও কোনওরকম নিষেধাজ্ঞা নেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে এই দ্বিচারিতা কেন? তামাকজাত পণ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে বিড়ি-সিগারেটে কেন নয়? এখানেই চলে আসে রাজস্বের প্রশ্ন। আসলে সদ্যই কেন্দ্রীয় সরকার সিগারেটের ওপর অতিরিক্ত কর বসিয়েছে। যার ফলে বাড়তি রাজস্ব ঢুকবে সরকারি খাতায়। সেই বিরাট রাজস্ব সম্ভবত হাতছাড়া করতে চায়নি ওড়িশা সরকার।

প্রতিটি তরুণের উচিত নেতাজির জীবন ও সাহসিকতার গল্পগুলি পড়া: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৩ জানুয়ারি: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার সকালে এক্স মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানান, 'নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু হলেন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন এমন ব্যক্তিত্ব, যাঁর স্মৃতি কেবলমাত্র দেশপ্রেমের ঢেউ জাগিয়ে তোলে। তিনি যুবসমাজকে সংগঠিত করেছিলেন, আজাদ হিন্দ ফৌজের মাধ্যমে প্রথম সামরিক অভিযান শুরু করেছিলেন এবং ১৯৪৩ সালে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করে

ভারতকে স্বাধীন ঘোষণা করেছিলেন। প্রতিটি তরুণের উচিত নেতাজির জীবন এবং তাঁর সাহসিকতার গল্পগুলি পড়া এবং দেশ রক্ষার জন্য তাদের সংকল্পকে শক্তিশালী করা। নেতাজির জন্মবার্ষিকীতে, যিনি স্বাধীনতার জন্য তাঁর সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই।'

অমিত শাহ এক্স মাধ্যমে আরও জানান, 'আজ সমগ্র দেশবাসী ভারত মাতার মহান সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মরণে 'পরাক্রম দিবস' পালন করছে। নেতাজির মতো মহাপুরুষ খুব কমই জন্মগ্রহণ করেন। দেশকে স্বাধীন করার অদম্য সংকল্পে তিনি জার্মানি থেকে রাশিয়া ও জাপান পর্যন্ত হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলেন। এই দীর্ঘ ও দুঃসাহসিক যাত্রা তাঁর অটল দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রতি অপরিসীম আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। সুভাষচন্দ্র বসুর ত্যাগভরা জীবন ও মহান ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশ ও তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য লড়াই করতে, সর্বস্ব উৎসর্গ করতে চিরকাল প্রেরণা দিয়ে যাবে।'

কাশ্মীর-হিমাচলে তুষারপাত, পর্যটনে প্রত্যাশা ওমরের

সিমলা ও শ্রীনগর, ২৩ জানুয়ারি: পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে শুক্রবার ব্যাপক তুষারপাত হয়েছে। বারামুল্লার সোপোর ও সংলগ্ন এলাকা পুরু বরফে ঢেকে গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, পাহাড়ি এলাকায় মাঝে মাঝেই তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। জম্মু ও কাশ্মীরের পাশাপাশি শুক্রবার ভারী তুষারপাত হয়েছে হিমাচল প্রদেশেও। শ্বেতশুভ্র বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে হিমাচল।

শুক্রবার সকাল সকাল বরফের সাদা চাদরে ঢেকে যায় কাশ্মীর। গুলমার্গের স্কি-রিসর্ট-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় নতুন করে তুষারপাত হয়েছে। শ্রীনগর-সহ সমতলে হাওয়া বইছে তীব্র গতিতে। তুষারপাতের কারণে শ্রীনগর বিমানবন্দরে উড়ান পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। বিমানবন্দর জানিয়েছে, বিমান চলাচল স্বাভাবিক হতে প্রত্যাশার চেয়ে বেশি সময় লাগতে পারে। ব্যাহত হয়েছে ট্রেন চলাচলও। তুষারপাতের কারণে শ্রীনগর থেকে জম্মু যাওয়ার মূল সড়কপথ বন্ধ। শুধু কাশ্মীর নয়, হিমাচল প্রদেশের সিমলা, মানালিতেও নতুন করে তুষারপাত দেখা গিয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে শুক্রবারের তুষারপাতে খুশি মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লা। শুক্রবার তিনি বলেন, 'আমরা তুষারপাতের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি পরিষ্কার এবং খোলা হচ্ছে। বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ এবং রাস্তা পরিষ্কারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই তুষারপাত আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি গ্রীষ্মকালে আমাদের উপকার করে। এই মরশুমে শ্রীনগরে এখনও পর্যন্ত তুষারপাত হয়নি, এমনকি বিমানবন্দরে ৪ ইঞ্চি তুষারপাত হলেও। কাশ্মীর উপত্যকায় তুষারপাতের পরে আমরা আরও পর্যটক আশা করতে পারি।' ওমর আরও বলেন, 'আমি আজ বাজেট নিয়ে বিধায়কদের সঙ্গে একটি বৈঠক করব। আমরা বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে পরামর্শ পেয়েছি।'

কানাডাকে আমন্ত্রণ জানিয়েও প্রত্যাহার

ওয়াশিংটন, ২৩ জানুয়ারি: প্রতিবেশী দেশ কানাডাকে 'বোর্ড অফ পিসে'র জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিল আমেরিকা। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাতে (স্থানীয় সময়) সেই আমন্ত্রণ আবার প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, চাইলেও কানাডা আর ওই আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারবে না।

বিশ্বে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক একটি শান্তি পর্ষদ গঠন করছে আমেরিকা। তাতে যোগ দেওয়ার জন্য একাধিক দেশকে আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক খুব মসৃণ না-হলেও কানাডার কাছে আমন্ত্রণ গিয়েছিল। কিন্তু সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে 'ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম'-এর মঞ্চে সমীকরণ বদলে গিয়েছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নে সেখানে জানান, 'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দেওয়ার জন্য তাঁর দেশ কোনও অর্থ দিতে পারবে না। আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্ব ব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছে বলেও মন্তব্য করেছিলেন কার্নে। তাতেই ট্রাম্প চটেছেন।

সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প কানাডার প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে লিখেছেন, 'বোর্ড অফ পিসে কানাডার যোগদানের জন্য যে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। আগামী দিনে এই পর্ষদ বিশ্বনেতাদের কাছে অত্যন্ত সম্মানজনক একটি বোর্ড হয়ে উঠবে।'

ময়দান

রায়পুরে ঈশান-ঝড়, কাটল সূর্য-গ্রহণও, কিউয়ি বোলিং নিয়ে ছেলেখেলা ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সময়ই মানুষের সবচেয়ে বড় শিক্ষক। জীবনের ওঠানামা, সাফল্য-ব্যর্থতা;সবকিছুর মধ্য দিয়েই সময় মানুষকে শেখায় ধৈর্য আর প্রত্যাবর্তনের মূল্য। সেই শিক্ষাই যেন নতুন করে মিলল ঈশান কিষানের ব্যাটে। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় দলে ফেরা নিয়ে খুব একটা আশাবাদী ছিলেন না তিনি। অথচ সময়ের নিয়মে ফিনিক্স পাখির মতোই আবার ফিরলেন ভারতীয় দলে, আর ফিরেই দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে কার্যত 'সবক' শেখালেন নিউজিল্যান্ডকে।

রায়পুরে নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ২০৯ রানের বিশাল লক্ষ্য মাত্র ১৫.২ ওভারে, ২৮ বল বাকি থাকতেই টপকে গেল ভারত। ঈশান কিষানের ঝোড়ো ইনিংস যেমন ম্যাচের রাশ নিজের হাতে তুলে নেয়, তেমনই দীর্ঘ ১৪ মাস পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হাফসেঞ্চুরি করে স্বস্তির হাসি ফেরালেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। দু'জনের ব্যাটে ভর করেই সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল টিম ইন্ডিয়া।

এর আগে অভিষেক শর্মার বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে প্রথম ম্যাচে ৪৮ রানে জিতে বিশ্বকাপ 'প্রস্তুতি' শুরু করেছিল ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচেও লক্ষ্য ছিল সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। রায়পুরে টস জিতে সূর্যকুমার যাদব নিউজিল্যান্ডকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠান। রাচীন রবীন্দ্র ও মিচেল স্যান্টনারের সুবাদে কিউইরা ২০০ রানের গণ্ডি পার করে। স্যান্টনার ২৭ বলে ৪৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ভারতের হয়ে কুলদীপ যাদব ৩৫ রানে ২টি উইকেট নেন। হার্দিক পাণ্ডিয়া, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, অভিষেক শর্মা ও শিবম দুবে একটি করে উইকেট ভাগ করে নেন।

কিন্তু লক্ষ্য তাড়ায় নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় ভারত। সঞ্জু স্যামসন (৬) ও অভিষেক শর্মা (০) দ্রুত ফিরতেই ৬ রানে ২ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দল। ঠিক সেই সময়ই খাদের কিনারা থেকে ভারতকে টেনে তোলেন ঈশান কিষান ও সূর্যকুমার যাদব। ঈশান মাত্র ২১ বলে হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। অন্য প্রান্তে সূর্য অ্যাঙ্কারের ভূমিকায় থেকে ইনিংস গুছিয়ে নেন। তাঁদের ১২২ রানের জুটি কার্যত ম্যাচের রং বদলে দেয়।

ইশ সোধির বলে ছয় মারতে গিয়ে ৩২ বলে ৭৬ রানে আউট হন ঈশান। তাঁর ইনিংসে ছিল ১১টি চার ও ৪টি ছক্কা। বছরখানেক আগে ডাবল সেঞ্চুরির পর যাঁর জায়গা জাতীয় দলে পাকা বলেই মনে করা হয়েছিল, সেই ঈশানই একসময় বিসিসিআইয়ের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন। সেখান থেকেই এই দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার।

ঈশান ফিরলেও রানের গতি কমেনি। সূর্যকুমার যাদব নিজের চেনা ছন্দে ব্যাট করে ২৩ বলে ২২তম আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি হাফসেঞ্চুরি করেন। শিবম দুবের সঙ্গে তাঁর ৮১ রানের জুটিও নিশ্চিত করে দেয় জয়। শেষ পর্যন্ত সূর্য ৩৭ বলে ৮২ রানে অপরাজিত থাকেন।

প্রতি বছরের মতন এই বছরও রক্তদান শিবিরের মাধ্যমে সমাজসেবায় ব্রতী কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। মোহনবাগানের প্রাক্তণ তারকা ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য ও কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা পৌরনিগমের মেয়র পারিষদ সহ অনান্য বিশিষ্টদের উপস্থিতিতে এদিনের রক্তদান উৎসবের সূচনা হয়। আজ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মেগা রক্তদান ও স্স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির। দুহাজারের বেশি মানুষ রক্তদানে এগিয়ে আসবে বলে আশা আয়োজকদের।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১ (নোটিশ)/৭৩৩, তারিখ ২২.০১.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **ক্রঃ নং ১। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫২৭। কাজের নাম ঃ** "ট্র্যাক মেশিন সাইডিং (পিআই)-২০ সংখ্যক" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৫,২৫,৮৩৭ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ২,৩৭,৬০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **ক্রঃ নং ২। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৩৭। কাজের নাম ঃ** "এইএন/নবদ্বীপ ধামের অধীনে রেলওয়ের রিলিভিং গার্ডার ব্যবহার করে লেভেল ক্রসিং গেট নং ১৭/এ/টি-এর পরিবর্তে নতুন সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,২৫,৬১৪ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ১৮,৫০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **ক্রঃ নং ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৫৪৬। কাজের নাম ঃ** "বর্দ্ধমান স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজের সম্প্রসারণ" সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক (সাধারণ) কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৪,০০,৬৭৫ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না রাশি জমা) ঃ** ৬৮,০০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টায়। কোনো কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ আইআরই পিএস-এর ওয়েবসাইটের আবেদন টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো অফার জমা হতে অনুমতি দেয় না। তবে অনলাইনে টেন্ডার খোলা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর কোনো সুবিধাজনক দিনে হবে। ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডারের বিশদ পাওয়া যাচ্ছে। ডাকদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদের অফার ওপরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে জমা দিতে। (HWH-561/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

CORRIGENDUM

Name of work: CONSTRUCTION OF PUBLIC TOILET (MODEL-F) AT SHIVAKALI GIRLS SCHOOL OF WARD NO.-08 WITHIN BIRNAGAR MUNICIPALITY UNDER SBM-U 2.00 SCHEME. GROUP-H.
NIT NO.: WBMAD/BM/ NIT30e/ 2025-26 (2nd call)
TENDER ID: 2026_MAD_986417_1
NO BIDDERS BID IN THIS TENDER, SO TIME EXTENDED UP TO 30.01.2026, 3.00 PM

Sd/- Chairman
Birnagar Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই. টেন্ডার নং ঃ ২৫৬_২০২৫-২৬, তারিখ ঃ ২১.০১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (৪), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সহ অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **(সিনি. ডিইএন/৪/হাওড়া) ঃ কাজের বিবরণ ঃ** এইএন/রামপুরহাট শাখার অধীনে এসএসই/ডব্লু/রামপুরহাটের শাখায় রামপুরহাট ও পাকুড় স্টেশনে অফিসার রেস্ট হাউসের মেরামতি ও সংস্কার এবং এইএন/রামপুরহাটের অধীনে এসএসই/ডব্লু/রামপুরহাট শাখায় লেভেল ক্রসিং-৩৯ ওয়াই-কেবিন, কোটালপুকুর, নগর নবী এবং তিলভিটা ইয়ার্ডের নিকাশীর সম্প্রসারণ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,৯৪,৪৬,৬০৪.৩৯ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ২,৪৭,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** নেই। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** অ্যাকসেপ্ট্যান্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিতমতো বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইট টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোনও অফার জমা অনুমোদন করে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টায়। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps. gov. in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে কেবলমাত্র উপরের ওয়েবসাইটে গ্রাহ্য হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) ওয়েবসাইটে আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) অনুমোদন করা হবে না। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-560/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

OFFICE OF THE
PANCHGRAM GRAM PANCHAYAT
P.O.- PANCHGRAM, BLOCK-NABAGRAM, DIST-MURSHIDABAD, PIN-742184
E-mail: prodhanpanchgram@gmail.com
NOTICE INVITING e-TENDER
e-Tender are invited through online bid system under following e-Tender **No:- 09/PGP/15th CFC (Tied & Untied)/ 2025-26,** the last date of onlne submation of tender is **28/01/2026 upto 18.00 hours.**
For details please visit website. **https://wbtenders.gov.in**
Prodhan
Panchgram G.P

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal,P.O –Megha-Sihara, Dist- Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:- **07/ BOKHARA-|| GP/Untied & Tied/2025-26, Dated-20/01/2026,** The Last Date of online submission of tender is **28/01/2026 upto 14.00 hours**
For details please visit website **http://wbtenders. gov.in**
Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 45/25-26/FCXV/T Dated 22.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **09.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Madhusudanpur Gram Panchayat
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites 8 nos bids Vide **NIT No 04-11/MGP/NIT/2026 under 15THFC Dated-22.01.2026**.The last date of submission of online Bid is **04/02/2026 upto 04 P.M.** Bid opening Date **05.02.2026 at 11 AM.** For details please visit to our GP Office.
Sd/- Pradhan,
Madhusudanpur Gram Panchayat

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 47/25-26/FCXVSWM/T Dated 22.01.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **09.02.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No : -010/TBGP/2025-26 Date: 21/01/2026 011/TBGP/2025-26 Date: 21/01/2026 012/TBGP/2025-26 Date: 21/01/2026 Offline Tender Notice No-013/TBGP/2025-26 Date: 21/01/2026 Tender Id- A) 2025_ZPHD_993358_1 to 2025_ZPHD_993358 _6 B) 2025_ZPHD_993385_1 to 2025_ZPHD_993385 _8 C) 2025_ZPHD_993458_1 to 2025_ZPHD_993458_4 D) Code No-01/15th Fc, 02/15th FC Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar , Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Roads/Drainage/Solar Water plant) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, **http://wbtenders.gov.in**
*** Information to bidders:**

Last date and time for downloading of tender documents	02/02/2026 up to 9.00 Hrs. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	02/02/2026 up to 9.00 Hrs. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	05/02/2026 up to 12.00 Hrs. (as per Server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-
Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender

1) Name of the Work : Construction of Road and Drain near Anish Singha House to Khatal Kamalpur Plot, Ward No.-19, Booth-117 under D.M.C. area.
E-Tender No. : WBDMC/W/446(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009282_1 ● Est. Amt: Rs. 7,68,718.00

2) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubular pole, LED light fittings at Khatal & opposite of Acharjee Market under Ward No.-19 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. :WBDMC/W/446(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009282_2 ● Est. Amt. : Rs. 1,51,177.00

3) Name of the Work : Repairing of Road and Drain from Tetul Tola Party Office to Matri Mandir under Ward No.-19, Booth-113, D.M.C. area.
E-Tender No. : WBDMC/W/452(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009319_1 ● Est. Amt: Rs. 4,75,235.00

4) Name of the Work : Repairing of Road and Drain from Madhya R. K. Pally Amtola to Ramkrishna Pally under Ward No.-19, Booth-113, D.M.C. area.
E-Tender No. : WBDMC/W/452(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009319_2 ● Est. Amt: Rs. 5,24,543.00

5) Name of the Work : Repairing of Well at Amrai Madarasa, Ward No.-12, Booth-18 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/461(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009326_1 ● Est. Amt: Rs. 61,553.00

6) Name of the Work : Amrai F P School Repairing under Ward No.-12, Booth-18, D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/461(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009326_2 ● Est. Amt: Rs. 4,52,481.00

7) Name of the Work : Repairing of Bituminous Road and Drain at 4th No. Street Srinagar Pally, Ward No.-20, Booth-130 under D.M.C. area.
E-Tender No. : WBDMC/W/463(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009339_1 ● Est. Amt: Rs. 3,21,540

8) Name of the Work : Repairing of Drain at Govt Wall Kausal Pal Balmiki's House, Ward No.-20, Booth-130 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/463(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009339_2 ● Est. Amt: Rs. 1,18,204.00

9) Name of the Work : Construction of Drain from Anandamoyee Singha House to Nepal Panda House, Ward No.-16, Booth-29 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/475(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009355_1 ● Est. Amt: Rs. 1,67,050.00

10) Name of the Work : Construction of Drain at Street No.-4 at Shiv Tala, Ward No.-16, Booth-29 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/475(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009355_2 ● Est. Amt: Rs. 4,55,132.00

11) Name of the Work : Repairing of Drain and Street Tap near Talbagan Ice-Cream Factory, Booth No.-28, Ward No.-16, Borough No.-02 under DMC
E-Tender No. : WBDMC/W/492(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009375_1 ● Est. Amt: Rs. 1,61,740.00

12) Name of the Work : Repairing of Drain from Jhupu Lal Garai House to Parash Chatterje House at Talbagan, Ward No.-16, Booth-28 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/492(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009375_2 ● Est. Amt: Rs. 1,29,099.00

13) Name of the Work : Repairing of Culvert, Road and Drain near Shanti Medical Hall to Sree Durga Club, Ward No.-16, Booth-28 under D.M.C. area.
E-Tender No. : WBDMC/W/492(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009375_3 ● Est. Amt: Rs. 7,07,673.00

14) Name of the Work : Construction of Road and Drain near Anish Singha House to Khatal Kamalpur Plot, Ward No.-19, Booth-117 under D.M.C. area.
E-Tender No. : WBDMC/W/494(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009386_1 ● Est. Amt: Rs. 7,68,718.00

15) Name of the Work : Improvement of illumination with steel tubular pole, LED light fittings at Khatal & opposite of Acharjee Market under Ward No.-19 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/494(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009386_2 ● Est. Amt: Rs. 1,51,177.00

16) Name of the Work : Construction of Gaurd Wall opposite of Tagore Path, Sashan Pukur, Ward No.-16, Booth-27 under D.M.C. area.
E-Tender No. : WBDMC/W/474(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009398_1 ● Est. Amt: Rs. 8,33,887.00

17) Name of the Work : Construction of Concrete Road both side of Culvert at Tagore Path, Ward No.-16, Booth-27 under D.M.C. area.
E-Tender No. : WBDMC/W/474(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009398_2 ● Est. Amt: Rs. 1,56,988.00

18) Name of the Work : Repairing of Road and Drain infront of Tamanesh Saha House, infront of Tarun Chatterjee House and Repairing of Drain near Netaji Vidyalaya Girls School, Ward No.-19, Booth-118 under D.M.C. area.
E-Tender No. : WBDMC/W/498(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009405_1 ● Est. Amt: Rs. 5,11,161.00

19) Name of the Work : Repairing of B.T. Road from Nagarik Office to Michel Sarani and opposite of Netaji Vidyalaya School at Subhash Pally, Ward No.-19, Booth-118 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/498(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009405_2 ● Est. Amt: Rs. 4,38,002.00

20) Name of the Work : Repairing of B.T. Road from Nagarik Office to Michel Sarani and opposite of Netaji Vidyalaya School at Subhash Pally, Ward No.-19, Booth-118 under D.M.C. area
E-Tender No. : WBDMC/W/498(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009405_3 ● Est. Amt: Rs. 69,467.00

21) Name of the Work : Repairing of Steel Tubular pole painting & muffing at Milan Pally Street No. N/2 under Ward No.-11 of Durgapur Municipal Corporation
E-Tender No. : WBDMC/W/500(APAS) of 25-26(2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5009416_1 ● Est. Amt: Rs. 8,964.00

Last Date : **31.01.2026 upto 1:00 PM**
For Details: **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

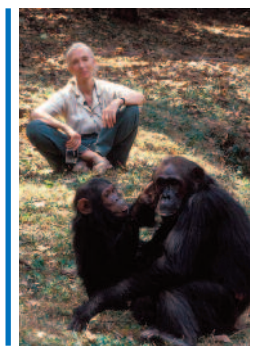

প্রতিবাদী কবি

মল্লিকা সেনগুপ্ত

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

১৯৬০ সালে ২৭ শে মার্চ কবিমল্লিকা সেনগুপ্তের জন্ম। মাত্র ৫১ বছরের জীবন। মৃত্যু ২০১১ সালের ২৮ মে। মল্লিকা সেনগুপ্তের আগে যে সকল উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি কে আমরা বাংলা সাহিত্যে পেয়েছি তারা হলেন রাজলক্ষ্মী দেবী কবিতা সিংহ বিজয় মুখোপাধ্যায় কেতকিকোসারী ডাইসন গীতা চট্টোপাধ্যায় রমা ঘোষ দেবারতি মিত্র প্রমুখো কবিতা সিংহ পাঁচের দশকের কবি যার হাত ধরে বাংলা কবিতায় নারীর নিজস্ব উচ্চারণ রক্তশীরা সহ ক্রমশ জীবন্ত হয়ে ওঠে। তার বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি লাইন হল আমিই প্রথম/বিদ্রোহিনী/তোমার ধরায়/আমি প্রথম/অন্য একটি কবিতার লাইন হল আমার অহংকারে আমি একা বিদ্যুৎ চেয়ারে/আমি/মৃত্যুর মতন নগ্ন অশ্বারোহিনী এক/নিজে অশ্বে একা/অহংকার ছুড়ে দেওয়া আরও বড় অহংকারে ধনী।।

মল্লিকা সেনগুপ্তের এই সংক্ষিপ্ত জীবনকালের মধ্যেই তিনি লিখেছেন একটি অনুবাদ কবিতার বইসহ মোট ১৫ টি কবিতার গ্রন্থ, তিনটি উপন্যাস, তিনটি সমাজতত্ত্বের বই।

মল্লিকা সেনগুপ্তের প্রথম কবিতার ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়, তখন তিনি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের ছাত্রী।বইটির নাম 'চল্লিশ চাঁদের আয়ু'। মল্লিকা সেনগুপ্ত একাধারে ছিলেন কবি। অন্যধারে ছিলেন সমাজবিদ্যার অধ্যাপিকা তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিনি লেখেন'আমি কি পুরুষ কবির চোখে পৃথিবীকে দেখব'? মল্লিকা সেনগুপ্ত তাঁর একটি কবিতার পূর্ব কথায় যা জানিয়েছেন তা হলো ক্ষু একটি মেয়ে খানাখন্দ পেরিয়ে গ্রাম পথে লণ্ঠন হাতে নিয়ে বয়স্ক ইস্কুলে অ আ ক খ শিখতে চলেছে, পালিয়ে যাওয়া বরকে চিঠি লিখবে বলে। এক মহীয়সী বছরের পর বছর নর্মদা তীরে দাঁড়িয়ে মহাবাধ প্রকল্পে উৎখাত হয়ে থাকা মানুষদের জন্য লড়াই করছে। একজন মহাকাব্যের নায়িকা আড়াই হাজার বছর আগে দণ্ডকারণ্যের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিরস্ত্রীকরণের কথা বলেছিল এরাই আমাকে কবিতা লিখতে শিখিয়েছে, আমার কবিতা ভুলে যাওয়া, উপেক্ষিত, ইতিহাসে বিলুপ্ত এইসব মেয়েদের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসভঙ্গ, নিগ্রহ যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। যে অভিজ্ঞতা গুলি আমর নিজেরও হতে পারে কলম হাতে নিলেই যেন এতদিন পরে প্যানডোরার ঝাঁপিতে আটকে থাকা অনুভূতি হুড়মুড় করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাতায়। যে অভিজ্ঞতাগুলো অনেকদিন চাপা পড়েছিল অসূর্যম্পশ্যা কালের মতো, আমি সেই অন্ধকার ঘরে রোদ লাগাতে চেয়েছি, যে প্রতিবাদ ঢেকে রাখা হাড়ির মতো, বাংলা কবিতার হাটে সেই হাঁড়ি ভাঙতে চেয়েছি। অমরত্ব কখনো চাইনি নি। (সৃজন মল্লিকা সেনগুপ্ত/ পৃষ্ঠা- ৩)

মল্লিকা সেনগুপ্তের দ্বিতীয় কবিতার বই ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় নাম হল সোহাগ শর্বরী। তপধীর ভট্টাচার্য এই গ্রন্থটি সমালোচনা করে বলেছেন ক্ষুএই বইটিকে মল্লিকার জনবিভাজিকা ও বলতে পারি, কেননা এখানেই সূচনা হলো শরীর কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি মন্থনজাত ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক স্বরের দ্বিরালাপ। বাংলা কবিতায় যে ধরনের অকপট বাচন দেখতে পাইনি আগে, এবার যেন তার সূক্ষ্ম ও সাহসী উপস্থাপনা শুরু হলো। একজন নারী কবির নিজস্ব কথা এখানে আমরা এই কবিতায় দেখতে পাই ক্ষু মল্লিকা সেনগুপ্তর একটি কবিতা হল---উরুর সীমানা অতিক্রম করে যে দেখেছে আরো/সে আমার স্বামী, তাকে প্রতারণা করতে পারিনা? আরেকটি লাইন উল্লেখ করা যেতে পারে, এই কাব্যগ্রন্থের সেটি হল-আমি যে অঘাম শরীরের/সব ছিদ্র বন্ধ হয়ে গেছে/তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলে বলে/আবার পুরুষের শারীরিক বর্ণনা ও মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতায় উল্লেখ আছে যেমন-পুরুষ শুয়েছিল ফেনায় দুধ সাদা একটি বিছানায় বিহ্বল/অশোক স্তম্ভের আড়ালে ফুটেছিল শ্রেষ্ঠ ভাসমান কোষ ফল।

মল্লিকা সেনগুপ্তের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ আমি সিন্ধুর মেয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা এই কবিতার গুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পুরুষের প্রতি প্রশ্ন তুলে লিখলেন--পুরুষ আমি তো কখনো তোমার বিরুদ্ধে হাত তুলিনি/প্রথম যেদিন সীমান্ত চিড়ে রক্ত চিহ্ন দিয়েছো/আমার সেদিন ব্যাথা লেগেছিল, বলিনি, তোমাকে বলিনি/আমর তো জানি পৃথিবীর অমনি আকাশ আদিমপুরুষ/তবে কেন তুমি আমায় দুহাতে শেকল পরিয়ে রেখেছো/হাজার বছর ধরে কেন তুমি সূর্য দেখতে দাও নি!

মল্লিকা সেনগুপ্ত বুঝেছিলেন নারীদের জয় করতে গেলে আত্মশক্তি মনোবল অর্জন করা দরকার। তিনি বুঝেছিলেন বিশ্বের নারীর কোন নিজস্ব আইডেন্টিটি নেই কারণ পুরুষদের লৈঙ্গিক আধিপত্য। অসাধারণ সমাজতাত্ত্বিক লেখা তার কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়-চল্লিশ মিনিট প্রতি একবার গোলাপ ধর্ষণ/বাইশ মিনিট প্রতি কালে হাত গোলাপের গায়ে/৫০ মিনিট প্রতি গোলাপকে রতি সুরশুরি/প্রতি কুড়ি মিনিটেই রক্তক্ষারণ/প্রতিটি নিমেষ, পল, অনুপলে, বিশ্বাস করুন/একটা না একটা অন্তর্ঘাত ছুটে আসে গোলাপের দিকে। মল্লিকা

সেনগুপ্ত আগুন কবিতায় লিখেছেন-একটা পেঁয়াজ আদা টক দই টাটকা রসুন/আলু আর শালগম দিয়ে/দেখছিতে ঢিমে আছে তরুণির মাংস কসুণ/দাও দাও আগুনের মধ্যে সিঁদুরের টিপ/একটি কাজল চোখ ভাসলেও/টাকার বান্ডিল ছুঁয়ে রুখে দিন পুলিশের জিপ/মেয়েটির কি কি দোষ? বাপ দেয়নি যৌতুক/এত স্বতসিদ্ধ কালো মেয়ে তবু/মারলেই প্রতিবাদ করে ওঠে এমনই কৌতুক!/ঠাকুরের ঘরে বসে শ্বশুর শেখেন/এ মেয়েকে জলজ্যান্ত রাখা খুব মুশকিল ছিল/ভাগ্যবান ছেলে তাই বউটাকে আগুনে সপিল/মেয়েদের মানসিক যন্ত্রণার কথাগুলি মল্লিকা সেনগুপ্ত সহজ সরল ভাষায় তার কবিতার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। পারিবারিক অত্যাচার্য কি ভয়ংকর হতে পারে মেয়েদের কাছে বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার তাও মল্লিকের সেনগুপ্তের কবিতায় বিশেষ রূপে ফুটে উঠেছে। মল্লিকা সেনগুপ্ত কার্ল মার্কসকে প্রশ্ন করে কবিতা লেখেন-আপনি বলুন মার্কস কে শ্রমিক কে শ্রমিক নয়/শুধু যন্ত্রের যারা মাছ মাইনের কারিগার/শুধু তারা শ্রম করে/শিল্পযুগ যাকে বসতি উপহার দিল/সেই শ্রমিক গৃহিণী/প্রতিদিন জল তোলে, ঘর মোছে, খাবার বানায়/হাড়ভাঙ্গা খাটনির শেষে রাত হলে/ছেলেকে পিট্টি দিয়ে বসে বসে কাঁদে/সেও কি শ্রমিক নয়!/আপনি বলুন মার্কস শ্রম কাকে বলে!/কখনো বিপ্লব হলে/পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য হবে/শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন আলো পৃথিবীর সেই দেশে/আপনি বলুন মার্কস মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবা দাসী হবে। এইভাবে ফ্রয়েড কেও তিনি প্রশ্ন করে কবিতা লিখেছেন--আমার শৈশবে কোনও লিঙ্গ ইর্ষা কখনো ছিল না/আত্ম পরিচয়ে আমি সম্পূর্ণ ছিলাম/আজো আমি দ্বিধাহীন এক সম্পূর্ণ মানুষী/তৃতীয় বিশ্বের এক স্পর্শকাতর কালো মেয়ে/আজ থেকে আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে/কে অধম কে উত্তম বাড়তি কে কমতি কোনটা/এই কোড তুলনায় মীমাংসা করবার তার/আপনাকে কে দিয়েছে ফ্রায়েড সাহেব।

মল্লিকা সেনগুপ্ত ১৯৯৯ সালে লিখেন 'ব্যথা মানবী' কবিতা গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নান্দীমুগে নামক কবিতায় মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখেছেন-মাটি জল বায়ু অগ্নি এবং মানুষ/ভারত বর্ষ তোমাকে প্রণাম করেই/সেই ইতিহাসে কোণঠাসা নারী আমরা/শুরু করলাম কথা মানবীর ভাষ্য। আবার পুরুষের একাধিক নারীর সঙ্গ গ্রহণ মল্লিকা কবিতার মাধ্যমে তার প্রতিবাদ করেছেন — দ্রৌপদীর বহু পতি, বেশ্যা এতএব/.... আমি যদি বেশ্যা হই তুমি পুরুষ বেশ্যা কর্ম মহামতি!/তোমার ও শয্যায় আসে বহু পত্নী বিবিধ স্ত্রী লোক/। (দ্রৌপদীর জন্ম, পৃষ্ঠা ২০৯)

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ,আগ্রাসনের যুদ্ধ, সেখানে পরাজিত দেশের মহিলাদের উপর জয়ী দেশের সৈন্যরা কি আচরণ করে, তাও মল্লিকার কবিতায় ফুটে উঠেছে। 'প্রসঙ্গ ইরাক যুদ্ধ' কবিতায় তিনি লিখেছেন -পর্দা ঢাকা যে মেয়েকে সূর্যও চেনে না/যুদ্ধ শেষে তাকে নিয়ে লোফালুফি করে পরদেশী সেনা/(যুদ্ধের পরে পৃষ্ঠা ৩৭৬)

প্রসঙ্গ ফুলন দেবী কবিতাতে মল্লিকা সেনগুপ্ত লিখেছেন 'তোমরা আমাকে যারা একে একে ধর্ষণ করেছ/মেয়ে বলে কালো বলে নিচু জাত বলে/তোমরা আমাকে যারা একে একে চুম্বন করেছ/কামুক ঠোঁটের চাপে চুষে পিষে জল। গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে তার বিখ্যাত কবিতা 'প্রসঙ্গ গুজরাট দাঙ্গা'। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন 'পেছনে রয়েছে স্মৃতি পোড়া ছাই/আগুনের লণ্ঠন/বাপ ভাই বোন পুড়ে গেছে সব/আমি গণধর্ষণ। অর্থাৎ দাঙ্গায় যে নারী জাতির উপর অত্যাচার হয়। তা তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এছাড়া 'আমি ইমরানা', 'ধর্ষণের দেশে' কবিতার মাধ্যমে তিনি নারী জাতির উপর অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছেন। নারীবাদ সম্বন্ধেও তিনি নির্দ্বিধায় বলেছেনক্ষুরাডিকাল নারীবাদ নারীবাদের একটি ঘরানামাত্র। স্বাভাবিক পরিবার জীবনের সাথে নারীবাদের কোন বিরোধ নেই। যদি কেউ পরিবারকে অস্বীকার করে সাম্য চায়, সে ক্ষেত্রে তো সহবাস্থানই সম্ভব নয়। পরিবার হাজার বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষার ফল। পরিবারের চেয়ে গ্রহণযোগ্য কোন বিকল্প আজও আবিষ্কৃত হয়নি। (কবিতা পাঠের ভূমিকা মল্লিকা সেনগুপ্ত/ পৃষ্ঠা ২)।

নারী যে শুধুমাত্র যৌনদাসী নয়। শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র নয়। তা বারে বারে মল্লিকা সেনগুপ্তের কলমে ফুটে উঠেছে। তাই অতি সহজেই তিনি লিখেছেন--মানুষ এবং মানুষী আলাদা। সমাজেই পার্থক্যটা বরাবর চালু রেখেছে লিঙ্গ রাজনীতির কারণে..... রামায়ণ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সকল সাহিত্যিক প্রাধান্য উপজীব্য হলো নারীর বেদনা বঞ্চনা অপমান এমনকি প্রতিবাদ ও প্রতিহিংসাও... শুধু নারীবাদী কবিতাই নয় মানব প্রেম মানবতাবাবাদী মনন দর্শন তাঁর কবিতায় অবশ্যই ফুটে উঠেছে-আমার কবিতা আলোর চাতক অন্ধকারের মুনিয়া/আমার কবিতা ঘরের যুদ্ধ যুদ্ধ শেষের কান্না/আমার কবিতা অসহায় যত পাগলি মেয়ের প্রলাপ/আমার কবিতা পুরাই ইরাকের ধ্বংসের রক্ত গোলাপ/আমার কবিতা মৈত্রী মিছিল/সমানাধিকার কর্মী/আমার কবিতা ফুটপাত শিশু গর্ভে নিয়ত কন্যা/আমার কবিতা মনিপুর পুড়ে নগ্ন মিছিলে হাটে/আমার কবিতা বাঁচতে শিখেছে/নিজেই নিজের শর্তে/

কবি মল্লিকা সেনগুপ্ত নারীদের পুরুষ কতৃক অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেমন কবিতা লিখেছেন, মানুষের মানবিক দিক সম্পর্কও কবিতা লিখেছেন।আবার তিনি উল্লেখ করেছেন মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষ মাত্রই যে কোন যুদ্ধের বিরোধিতা করবেন। আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধেও তিনি কলম ধরেছেন। কৃষকদের হয়েও তিনি কলম ধরেছেন যেমন তেভাগা আন্দোলনে জমির উপর কৃষকদের অধিকার প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় ধ্বনিত হয়েছে। আসলে তাঁর উৎসর্গতা যেমন ছিল সাহিত্যের প্রতি, তেমনি সমাজ ও সমকালের প্রতিও তার কমিটমেন্ট সমভাবে বন্টিত হয়েছিল। আবার ব্যঙ্গ করেও তিনি কবিতা লিখেছেন। বাঙালি সংস্কৃতির যে দৈনতা ফুটে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন তিনি তাঁর 'হোরিখেলা' কবিতায় — আজকের সিনেমা হল ছেড়ে গেছে বাংলার ঘ্রাণে/কলাবাগানে ধেনো রামা পল্টু সবাই এসেছে/বাংলার যত বাবুগণ বসন্ত খুঁজতে গেছে/আমমুকুলের ধুলো গায়ে মেখে শান্তিনিকেতনে। মল্লিকা সেনগুপ্তের আবার অ্যাকশন, শঙ্কাগান, রাত দুপুরে সিরিটি মোড়, প্রভৃতি কবিতায় সমাজবিরোধীদের তান্ডব চিত্রিত হয়েছে।

পৃথিবী বাঁচানোর স্বপ্ন দেখতেন শিম্পাঞ্জির 'মা' জেন গুডঅল

পুলকরঞ্জন চক্রবর্তী

১৯৫৭ সাল। পায়ে স্নিকার, পরনে হাফ হাতা শার্ট-প্যান্ট, গলায় দূরবীন ঝুলিয়ে কেনিয়ার গভীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন এক বিশ বাইশ বছরের তরুণী। এক বন্ধুর আমন্ত্রণেই তার কেনিয়া আসা। জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোরা তাঁর কাছে নতুন কিছু ছিল না। বলা যায় জঙ্গলের প্রতি তার মোহ সেই ছোটবেলা থেকেই। তাঁর যখন দু বছর বয়স তখন তার বাবা এনে দিয়েছিলেন একটি 'স্টাফড' শিশু শিম্পাঞ্জি। ছোট থেকেই সেই শিম্পাঞ্জির সাথে খেলতে খেলতে শিম্পাঞ্জিকেই জীবনের ধ্যান জ্ঞান করে ফেলেছিলেন তিনি। ছোটবেলা থেকেই প্রাণী ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর ছিল অদম্য কৌতূহল। ভালোবাসা ছিল গহীন অরণ্যের প্রতি । ছোট থেকেই সেই মেয়ে টারজানের গল্পে মশগুল হয়ে থাকতো, স্বপ্ন দেখ তো টারজানের মতোই আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর । অনেকটা সেই টানেই তাঁর কেনিয়া আসা। কেনিয়াতে থাকাকালীনই একদিন তিনি খবর পেলেন লুই লিকি নামের এক বৃটিশ নৃতত্ত্ব ও জীবাশ্মবিদের। লিকি তখন আফ্রিকার অরণ্যে থাকা গেরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাংওটাংদের প্রাকৃতিক জীবনযাত্রা ও আচার আচরণ জানার চেষ্টা করছেন। বিবর্তনের ইতিহাস জানতে মানুষের পূর্ব পুরুষ খোঁজার বিভিন্ন সূত্রের সমন্বয় সাধন করতে লিকি তাঁবু খাটিয়েছিলেন শিম্পাঞ্জিদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল গোম্বের জঙ্গলে । সেখানে মানুষের সবচেয়ে কাছের প্রজাতি , মুক্ত বনাঞ্চলের শিম্পাঞ্জিদের খুব কাছ থেকে দেখতে চেয়েছিলেন লিকি।

খবর পেয়ে সোজা লিকির কাছে পৌঁছে গেলেন সেই তরুণী। শিম্পাঞ্জি নিয়ে এই গবেষণায় লিকির সাথে কাজ করতে চান তিনি। প্রথমটায় অবাক হলেও তরুণীর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে লিকি রাজি হয়ে গেলেন। লিকি তাকে প্রথমে নাইরোবির জাতীয় জাদুঘরে সচিব হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন এবং এর ফলে তরুণীটি জীবাশ্মের সন্ধানে থাকা ওল্ডুভাই গর্জে লুই এবং মেরি লিকির সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়ে গেলেন। লুই মেয়েটিকে সেখানে মনোবিদ্যার পাঠ নিতেও সাহায্য করলেন । সেই পাঠ দক্ষতার সাথে শেষ করার পরেই লিকি মেয়েটিকে তানজানিয়ার গোম্বের গভীর জঙ্গলে আরও দুজন কর্মীর সাথে পাঠাবেন বলে ঠিক করলেন । উদ্দেশ্য, গোম্বের ট্রপিক্যাল জঙ্গলের প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকা শিম্পাঞ্জিদের আচার আচরণ নিয়ে গবেষণা করা। যদিও এই বিষয়ে মেয়েটির কোনো প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, এমনকি কোনো স্নাতক স্তরের ডিগ্রিও ছিল না তাঁর, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর উৎসাহ লিকিকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

কিন্তু বাধ সাধে সেখানকার প্রশাসন। একজন তরুণীকে দুজন পুরুষ কর্মীর সাথে গোম্বের জঙ্গলে পাঠানো যাবে না বলে জানিয়ে দেন তারা। হতাশ লিকি মেয়েটিকে ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন ।

কিন্তু মেয়ে নাছোড়বান্দা । তিনি ইংল্যান্ডে তো যাবেনই না, যাবেন গোম্বের জঙ্গলে । প্রশাসনকে বোঝালেন, ডেকে নিয়ে এলেন মাকে এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে মাকে সঙ্গে নিয়েই চলে গেলেন গহীন অরণ্যে থাকা গোম্বের সেই শিম্পাঞ্জি পার্কে।

সেদিনের সেই মেয়েটির নাম ছিল ভ্যালেরিন জেন মরিস গুডঅল সংক্ষেপে জেন গুডঅল, পরবর্তী কালে যিনি হয়ে উঠেছিলেন এক বিখ্যাত প্রাইমেটোলজিস্ট। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে গবেষণা এবং তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ করে তিনি সৃষ্টি করেন এক অনন্য নজির।

জেনের জন্ম হয়েছিল ১৯৩৪-এর ৩ এপ্রিল, লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড শহরে। কিশোরীবেলাতেই মা-বাবার সঙ্গে তিনি চলে এসেছিলেন দক্ষিণ ইংল্যান্ডের বোর্নমাউথে। সেখানেই তাঁর বড় হয়ে ওঠা।

জেন যখন গোম্বে স্ট্রিম ন্যাশনাল পার্কে যান তখনও খুব বেশি মানুষের আনাগোনা এই অঞ্চলে ছিল না । মূলত শিম্পাঞ্জিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল এই পার্ক। বন্য শিম্পাঞ্জিদের হাবভাব বোঝা সহজ ছিল না । জেন ও তাঁর সহকর্মীরা খুব সাবধানে কাজ শুরু করলেন । শিম্পাঞ্জিদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য ভরসা রাখলেন দূরবিনে। দিনের পর দিন এই কাজটি করতে থাকলেন তাঁরা। এভাবেই টানা দেড় বছর জেন থেকে গেলেন সেই জঙ্গলে , অর্জন করলেন বন্য শিম্পাঞ্জিদের আস্থা এবং কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে উঠলেন শিম্পাঞ্জিদের কাছের মানুষ । জেন খুব কাছ থেকে দেখতে থাকলেন শিম্পাঞ্জিদের প্রাকৃতিক জীবনযাত্রা । সংখ্যায় নয় জেনের সাথে তারা পরিচিত হলো নামে । কারও নাম দিলেন ফ্লো , কারও নাম হলো গলিয়াথ। কেউ পরিচিত হলো মাইক নামে , কেউ হলো হামফ্রে আবার কেউ হলো ডেভিড গ্রে বিয়ার্ড। ধীরে ধীরে জেন হয়ে উঠলেন এইসব শিম্পাঞ্জিদের 'মা'। শিম্পাঞ্জিরাও নির্ভয়ে বাড়িয়ে দিল তাদের ভালোবাসার হাত।

এভাবেই একদিন জেন সবিস্ময়ে দেখলেন ডেভিড গ্রে বিয়ার্ড নামের শিম্পাঞ্জিটি অদ্ভুত এক

কাজ করছে। প্রথমে আঙুল দিয়ে ফুটো করে উই ঢিপি থেকে লম্বা একটি ঘাসের সাহায্যে উই বের করে হাত দিয়ে চেঁছে নিয়ে খেতে শুরু করে। শিম্পাঞ্জির এই বুদ্ধি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান জেন। ঘটনাটি তিনি লিকিকেও জানান। লিকিও শিম্পাঞ্জির এই ঘাসকে হাতিয়ার করে উই সংগ্রহের বুদ্ধির কথা শুনে অবাক হয়ে যান। আসলে, তখনও শিম্পাঞ্জিদের বোধবুদ্ধি সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। শিম্পাঞ্জিরাও যে মানুষের মতো যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে জানা ছিল না ।

জেনই প্রথম দেখলেন শিম্পাঞ্জিরা কেবল গাছের ডাল বাঁকিয়ে পিঠ চুলকে নিতে পারে এমন নয় তারা ভালোবাসে একে অপরকে, আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে মানুষের মতোই। তাদেরও আছে মানুষের মতোই সামাজিক সম্পর্ক, আছে সহানুভূতিও। আছে ঝগড়া, মারামারি, মান- অভিমান।

একের পর এক এমন বিস্ময়কর তথ্যে ভরে উঠলো জেনের নোটবুক। তাঁর আগে কেউ জানতোই না শিম্পাঞ্জিরাও শিকার করে অন্য পশুর মাংস খায়। শিকারের জন্য তারা বেছে নেয় হরিণ ও বানর শিশুদের । এমনকি নিজেদের এলাকা রক্ষায় যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়ে শিম্পাঞ্জিরা। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন, যন্ত্র ব্যবহারের দক্ষতা কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শিম্পাঞ্জিদের মধ্যেও আছে সেই দক্ষতা।

১৯৬০ সালের পর থেকে শিম্পাঞ্জিদের অজানা তথ্য গবেষণা পত্রে পৌঁছে দিলেন সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে। যদিও পুরুষ বিজ্ঞানীরা তাঁর গবেষণাকে প্রথমে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাননি, আলাদা করে 'মহিলা গবেষক', 'মহিলা বিজ্ঞানী', 'সাদা চুলের মহিলা গবেষক' বলেও উল্লেখ করা হতো তাঁকে। কিন্তু অচিরেই তাঁর একের পর এক গবেষণালব্ধ তথ্য নাড়িয়ে দেয় জীববিজ্ঞানের ভিত। তাঁর বৈপ্লবিক সব পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারণাই বদলে দেয় এবং মানুষকে প্রাণীজগতের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ও অন্যান্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া বিভিন্ন শিম্পাঞ্জি কাহিনী। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে সেই তরুণী হয়ে ওঠেন বরেণ্য এক নৃতত্ত্ববিদ। অক্সফোর্ড থেকে পেলেন ডক্টরেট ডিগ্রিও। লিখলেন, 'মাই লাইফ উইথ দ্য শিম্পাঞ্জিজ', 'দ্য শিম্পাঞ্জি', 'ইন দ্য স্যাডো অব্ ম্যান' - এর মতো প্রামাণ্য সব বই। হয়ে উঠলেন শিম্পাঞ্জিদের অন্তর্লোকের অন্বেষক।

জেনের কাজ পরবর্তী সময়ে অনুপ্রাণিত করলো অনেককেই, তার মধ্যে অনেক অল্প বয়সী মহিলাও ছিলেন, এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিরুটে গ্যাল্ডিকাস যিনি বোর্ণিওতে ওরাংওটাংদের নিয়ে গবেষণা করছিলেন আরও একজন ছিলেন ডিয়ান ফসিতো যিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন পার্বত্য গরিলাদের নিয়ে কাজের জন্য।

তবে, জেন শুধু গবেষক হিসেবে থেমে থাকেননি। তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রাণীজগতের নীরব ভাষ্যকার। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বন ধ্বংস ও চোরাশিকারের কারণে বহু প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে, বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে শিম্পাঞ্জিরাও। তাই তিনি শিম্পাঞ্জিদের সংরক্ষণের কাজে মন দেন। ১৯৭৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'জেন গুডঅল ইনস্টিটিউট'।

জীবনের শেষ দিকে তিনি তার মনোযোগ বিভিন্ন দিকে প্রসারিত করেন এবং মানবাধিকার, প্রাণী কল্যাণ, প্রজাতি এবং পরিবেশ সুরক্ষা এবং অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য বিশ্বব্যাপী একজন প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। পৃথিবী বাঁচানোর লক্ষ্যে পরিবেশ প্রেমীদের জন্য বিভিন্ন বার্তা দিতে শুরু করেন। ২০২৪ সালে বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি উগান্ডায় বৃক্ষরোপণ ও আবাসস্থল পুনরুদ্ধার প্রকল্পের কথা বলেন এবং সতর্ক করে দেন;সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন ও জীববৈচিত্র্য ধ্বংস রোধে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। তাঁর মতে, শোক নয়, কাজই পৃথিবীকে রক্ষার একমাত্র উপায়।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিশু-কিশোরদের জন্য শুরু করেন 'রুটস অ্যান্ড শুটস' নামে একটি বৈশ্বিক আন্দোলন, যা আজ শতাধিক দেশে সক্রিয়। রুটস অ্যান্ড শুটস সদস্যদের প্রাণী, পরিবেশ এবং তাদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য ইতিবাচক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার জন্য হাতে-কলমে কর্মসূচিতে জড়িত হওয়ার ক্ষমতা বিকাশে কাজ করে চলেছে। এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা যদি গ্রহটিকে বাঁচাতে চাই, তাহলে কথা এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতির সময় শেষ করতে হবে'। তিনি বলেছেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা ভূমিকা আছে এবং আমাদের প্রত্যেকেই প্রতিদিন এই গ্রহের ওপর কিছু না কিছু প্রভাব ফেলে এবং আমরা কী ধরণের প্রভাব ফেলব তা আমরা বেছে নিতে পারি। প্রতিদিনই উপলব্ধি করুন যে, আপনি একটি পরিবর্তন আনছেন।'

জেন প্রথম জীবনে বিয়ে করেছিলেন হুগো ভ্যান লউইককে যিনি ছিলেন একজন ডাচ ব্যারন এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকের জন্য কাজ করতেন। কিন্তু সেই বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। ১৯৭৪ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। জেন পরে তানজানিয়ার সংসদ সদস্য এবং তানজানিয়ার জাতীয় উদ্যানের প্রাক্তন পরিচালক ডেরেক ব্রাইসনকে বিয়ে করেন। ডেরেকও ১৯৮০ সালে মারা যান। যদিও জেনের বাড়ি ছিল যুক্তরাজ্যের বোর্নমাউথে কিন্তু সেখানে থাকতেন খুবই কম। বছরে ৩০০ দিনই তিনি ঘুরে বেড়াতেন বিভিন্ন দেশে, পৃথিবী বাঁচানোর লক্ষ্যে ।

জেনের জীবন ও কাজ নিয়ে নির্মিত হয়েছে ৪০টিরও বেশি চলচ্চিত্র। কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন তিনি। কর্মজীবনে তিনি ৩২টি বই লিখেছেন, যার মধ্যে ১৫টি বই ছিল শিশুদের জন্য, তাঁর প্রথম বই, 'ইন দ্য শ্যাডো অফ ম্যান' ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হওয়ার পরে পৃথিবীর ৪৮টি ভাষায় অনূদিত হয়। তার সর্বশেষ প্রকাশনা, 'দ্য বুক অফ হোপ আ সারভাইভাল গাইড ফর ট্রাইং টাইমস', ২০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

২০০২ সালে, জেনকে জাতিসংঘের শান্তির দূত হিসেবে মনোনীত করা হয়। ২০০৩ সালে, রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ জেনকে অর্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন ডেম কমান্ডার মনোনীত করেছিলেন।

অন্যান্য সম্মানের মধ্যে, তিনি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির হাবার্ড পদক, কিয়োটো পুরস্কার, টেম্পলটন পুরস্কার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদক অফ ফ্রিডম পেয়েছিলেন ।

অক্টোবরের প্রথম দিনেই জেন গুডঅল ৯১ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলেন। জেন গুডঅল শুধু একজন প্রাণিবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রকৃতির জন্য নিরলস এক কণ্ঠস্বর, যিনি মানুষের নিকটাত্মীয় প্রাণীদের প্রতি বোঝাপড়াকে আমূল বদলে দিয়েছিলেন ।